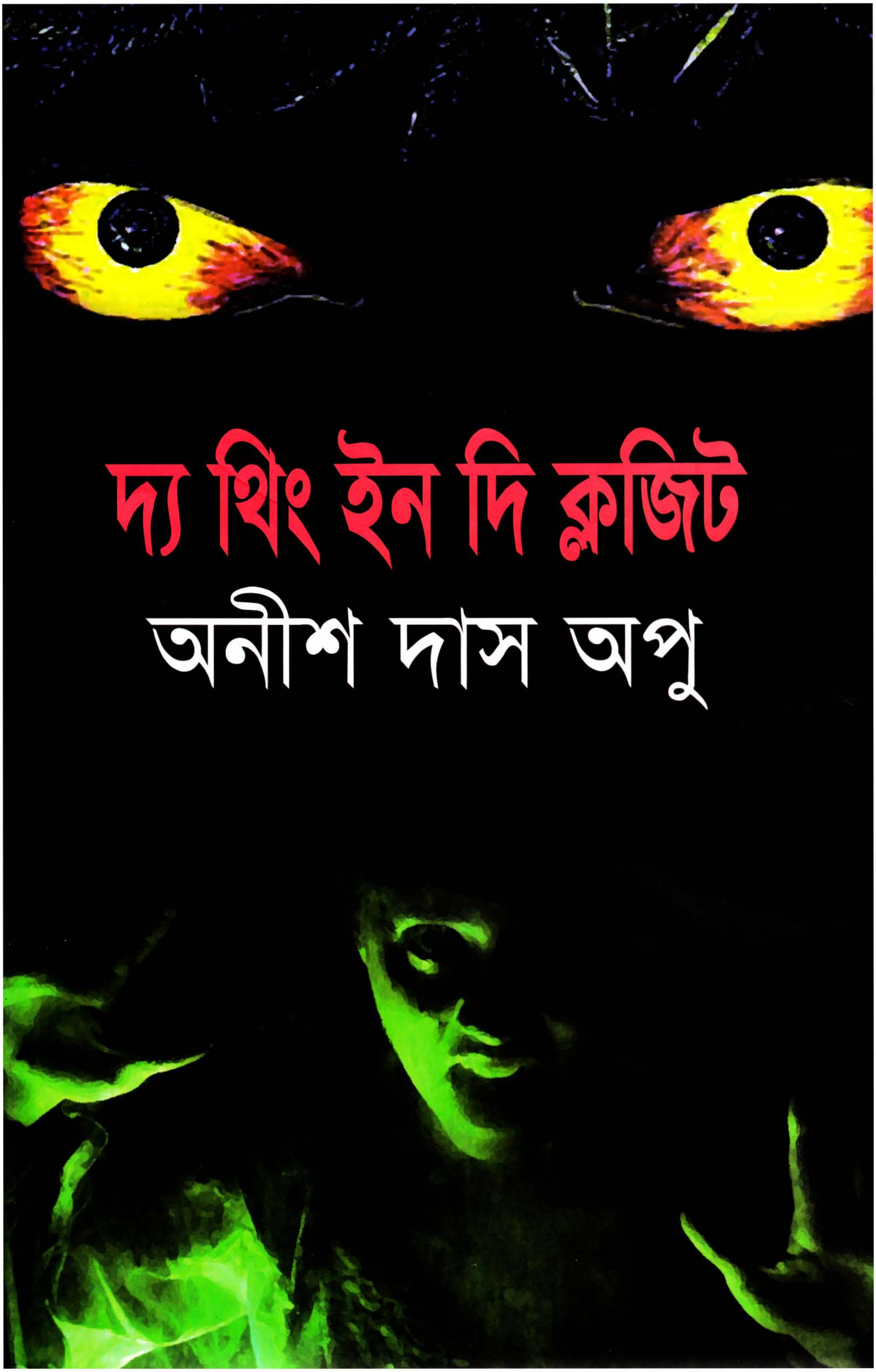

দ্য থিং ইন দি ক্লজিট
অনীশ দাস অপু

হ র র ফ্যা ন্টা সি

দ্য
থিং
ইন
দি
ক্লজিট

অনীশ দাস অপু

জাগৃতি প্রকাশনী

অনীশ দাস অপু // দ্য থিং ইন দি ক্লজিট

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৩

প্রকাশক : ফয়সল আরেফিন দীপন
জাগৃতি প্রকাশনী
৩৩ আজিজ সুপার মার্কেট
নিচতলা, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০
আলাপন : ৮৬২৩২৩০

কার্যালয় : ৪২/এ আজিজ সুপার মার্কেট
২য় তলা, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০
আলাপন : ৮৬২৪২১৮

প্রচ্ছদ : ফয়সল আরেফিন

মুদ্রণ : দি ঢাকা প্রিন্টার্স
পান্থপথ, গ্রীনরোড, ঢাকা

মূল্য : দুইশত পঁচিশ টাকা

ISBN 978 984 90514 5 9

উ ৎ স র্গ

পূজা পারমিতা

বইটি যখন কম্পোজ হয়ে আসে
তখন সে প্রুফ দেখার কথা বলে আমার কাছ থেকে
এক রকম জোর করেই স্ক্রিপ্টটি নিয়ে গিয়েছিল।
পরে দেখি সে লেখাটা পড়ছে আর একটু পরপর
উত্তেজনায় লাফ মেরে মেরে উঠছে!
আশা করি এ বইয়ের অন্যান্য পাঠকরাও
বইটি পড়ার সময় উত্তেজনায় লাফাতে থাকবে।

ভূ মি কা

কিশোররা ফ্যান্টাসি মেশানো হরর পড়তে খুব পছন্দ করে আর এ বইয়ের দুটো উপন্যাসই তাই। কাজেই *দ্য হাউলিং গোস্ট* এবং *দ্য থিং ইন দি ক্লজিটকে* স্বচ্ছন্দেই হরর-ফ্যান্টাসি হিসেবে অভিহিত করা চলে। দুটি উপন্যাসই কিশোর পাঠকদের খুব ভালো লাগবে। প্রথম উপন্যাসটি তারা পড়বে ভয় ভয় একটা ভাব নিয়ে, সঙ্গে মজা পাবার মতো প্রচুর উপাদান তো থাকছেই। দ্বিতীয় উপন্যাসটি শুরু থেকেই তাদেরকে ধরে রাখবে 'কী-জানি-কী-হয়' ভেবে। বইটি যদি তাদের ভালো লাগে তাহলে এ উপন্যাসের চরিত্রগুলোকে নিয়ে ভবিষ্যতে আরও বেশ কিছু বই লেখার ইচ্ছে আছে আমার।

আগামীতে জাগৃতি থেকে আমার কিছু হরর বই বেরুবে। সে বইগুলো হবে প্রকৃতই হরর- কোন ফ্যান্টাসির মিশেল নয়। আমি আসলে pure horror লিখতেই পছন্দ করি। আমার ধারণা কিশোর পাঠকরা ওই বইগুলোও বেশ পছন্দ করবে। তবে জাগৃতি থেকে প্রকাশিতব্য গা হিম করা ওই ভয়ের কাহিনীগুলোর জন্য পাঠকদেরকে আগামী বইমেলা, অর্থাৎ ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তবে গা ছমছমে দারুণ ভয়ের ওই হরর উপন্যাস এবং গল্পগুলো পড়ার পরে, আমি জানি, পাঠক স্বীকার করবে তাদের অপেক্ষার পালা বৃথা যায়নি।

৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩
ধানমন্ডি, ঢাকা।

অনীশ দাস অপু

সূ চি প ত্র

দ্য থিং ইন দি ক্লজিট

এক

দারুণ চমকে উঠে জেগে গেল নেলি ম্যাকেই। তবে ও কোন শব্দ শোনেনি। বুকের মৃদু হৃদস্পন্দন ছাড়া গোটা বেডরুম নীরব, নিস্তব্ধ। মাথা ঘুরিয়ে ঘড়ি দেখল ও। রাত তিনটা বাজে। বাইরেটা আঁধারে ঢাকা। কেন যে ঘুমটা ভেঙে গেল বুঝে উঠতে পারছে না নেলি। অথচ গভীর ঘুমের রাজ্যে ছিল ও। আবার ঘুমাবার জন্য গড়ান দিয়ে পাশ ফিরছে, একটা আবছা সবুজ আলো বেরুতে দেখল ওর ক্লজিটের দরজা থেকে।

তাড়াতাড়ি বিছানায় উঠে বসল নেলি। চোখ বড়বড় করে তাকিয়ে রইল ওদিকে।

বেশির ভাগ মানুষের মতোই অন্ধকার ক্লজিট নিয়ে একটা অজানা ভীতি রয়েছে নেলির। বিশেষ করে এখন, এই মাঝরাতে যখন ও দেখতে পাচ্ছে ক্লজিটের দরজাটা সামান্য ফাঁক হয়ে আছে এবং মনে হচ্ছে ভেতরের অন্ধকারে কী যেন একটা নড়াচড়া করছে। আর অন্ধকার একা বিছানায় শুতেও ওর ভয় লাগে। সবসময় মনে হয় খাটের নিচ থেকে একটা হাত বেরিয়ে এসে খপ করে ওর পায়ের গোড়ালি চেপে ধরে ওকে টেনে নিয়ে যাবে বিছানার তলায়। এরপরে কী ঘটবে তা কল্পনাও করা যায় না।

নেলির বয়স বারো, বয়সের তুলনায় দেখতে সে বেশ বড়সড় এবং জানে তার এসব ভয় নিতান্তই হাস্যকর। তার ক্লজিটের ভেতরে কিংবা খাটের তলে কিছুই ঘাপটি মেরে নেই। সত্যি বলতে কী, এসব ছেলেমানুষী বিষয় নিয়ে ভয় পাবার বয়স সে বহু আগেই পেরিয়ে এসেছে।

কিন্তু এর নাম যে হরর টাউন!

ভুতুড়ে এ শহরে বাচ্চারা আচম্বিতেই অদৃশ্য হয়ে যায়।

কাজেই নেলির ক্লজিটের ভেতরে সবুজ রঙের অদ্ভুত কিছু একটা যদি এই মাঝ রাত্তিরে জ্বলজ্বল করতে থাকে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

এবং ওটা কল্পনাও নয়। সত্যিই জিনিসটা দেখতে পাচ্ছে নেলি।

হাত দিয়ে চোখ ঘষল ও, বিছানার সামনে এগিয়ে এল, নিরীক্ষণ করল আলো। ভারী অদ্ভুত সবুজ আলোর একটা আভা। ঘাস কিংবা গাছের পাতার মতো সবুজ নয়, কেমন গা ঘিনঘিনে একটা ব্যাপার আছে ওটার মধ্যে- মৃত্যুপথযাত্রী কোন রোগীর সবুজ হয়ে যাওয়া চামড়ার মতো রঙ ওই ভুতুড়ে আলোটার। নেলির এক মুহূর্তের জন্য মনে হলো সে যেন সত্যি পচা মাংসের গন্ধও পেয়েছে, লাশ পচা গন্ধ। তবে পরমুহূর্তেই বুঝতে পারল ওটা স্রেফ কল্পনা।

'কিন্তু কী ওটা?' জোরে বলল নেলি।

জিনিসটার সামনে গিয়ে পরীক্ষা না করলে বোঝাও যাবে না।

বিছানা থেকে নামল নেলি, গেল ক্লজিটের সামনে।

যদিও কাজটা করল সে প্রবল অনিচ্ছা নিয়ে।

অন্তত: এবারে তো যেতেই চায়নি।

নেলি ভাবল ওটা বোধহয় তার ফ্ল্যাশলাইট। যেভাবেই হোক ক্লজিটের তাক থেকে পড়ে গিয়ে নিজে নিজে জ্বলে উঠেছে। তবে ওর ফ্ল্যাশলাইট থেকে সবুজ আলো বেরোয় না। হয়তো কোন সবুজ সুয়েটারের ভেতর থেকে আলোটা আসছে বলে ওরকম লাগছে। কিন্তু নেলির তো কোন সবুজ সুয়েটারই নেই। আছে একটা সবুজ জামা আর সেটাও তো তার চেস্ট অব ড্রয়ারে রাখা আছে, ক্লজিটে নয়। এবং নেলির সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল ক্লজিটে ফ্ল্যাশলাইট জ্বলে ওঠার কোন কারণই থাকতে পারে না। কারণ দিনকয়েক আগে সে ওটা নিয়ে গ্যারেজে গিয়েছিল একটা কাজে। যদ্দুর মনে পড়ে ভুলে ফ্ল্যাশলাইট ওখানেই ফেলে রেখে এসেছে। আর নিয়ে আসা হয়নি। না, এই অদ্ভুতুড়ে আলোটা নিশ্চয় অন্য কিছুর।

'কিন্তু সে অন্য কিছুটা কী?' আবার ঘোষণার সুরে বলল নেলি।

হাত বাড়িয়ে বেডসাইড ল্যাম্পটা জ্বালানোর চেষ্টা করল ও। কিন্তু সুইচ টেপার পরেও জ্বলল না বাতি। নেলি ভাবল এটা কি সম্ভব যে বাতি না জ্বলার পেছনে ওই সবুজ আলোর কোন কারসাজি থাকতে পারে? কিন্তু তা কী করে হয়? কয়েক ঘন্টা আগেও বেডসাইড ল্যাম্পটা জ্বলছিল এবং বাতি জ্বালিয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিল নেলি। এখন ঘুম থেকে জেগে দেখে জ্বলছে না বাতি। ক্লজিটের ওই সবুজ আলো কি অন্ধকার পছন্দ করে? ওটার কি আঁধার খুব দরকার?

ওটা নেলির কাছে কী চায়?

'বোকার মতো ভয় পাচ্ছি আমি,' জোরে জোরে নিজেকে ভর্ৎসনা করল নেলি। 'ওটা স্রেফ একটা আলো। ওটা জ্যান্ত কিছু নয়। ওটা আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।'

ভয় পেলেও নেলি জানে আলো-রহস্য তাকে উদঘাটন করতেই হবে। জিনিসটা পরীক্ষা না করে দেখে কিছুতেই ঘুমাতে পারবে না সে। তার বারবারই মনে হচ্ছে সবুজ আলোটা হয়তো শেষমেষ ক্ষুধার্ত সবুজ দানবের রূপ নিয়ে ওকে ঘুমন্ত অবস্থায় কপ করে গিলে খাবে। হরর টাউনে এরকম ঘটনা বহু ঘটেছে। অন্তত: তার বন্ধু স্যালি উইলকক্সের মতে ঘটেছে। স্যালি যা বলে তার বেশির ভাগ কথাই নেলি বিশ্বাস না করলেও এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে ওর বলা সমস্ত গল্পই বুঝি সত্যি।

নেলি একবার চিন্তা করল স্যালিকে ফোন করবে কিনা।

অথবা অ্যাডাম ফ্রিম্যানকে, ওর আরেক বেস্ট ফ্রেণ্ড।

কিন্তু ওরা যদি ওকে মুরগিছানা বলে ঠাট্টা করে?

'আমি আসলেই একটা মুরগিছানা,' নিজেকে বলল নেলি।

'আলোটা দেখলে অ্যাডাম লাফ মেরে বিছানা থেকে নেমে আসত। সে কোন কিছু ভয় পায় না।'

নেলি অ্যাডামকে মোটামুটি পছন্দ করে।

মোটামুটি না, অনেক। যদিও অ্যাডাম তা জানে না।

নেলি ধীরে ধীরে নেমে এল বিছানা থেকে। মেঝেটা ঠাণ্ডা। ক্লজিটের দিকে হেঁটে যাওয়ার সময় কেঁপে উঠল ও। সবুজ আলোর আভাটা ওকে এগিয়ে আসতে দেখে হঠাৎ যেন একটু জোরালো হয়ে উঠল না?

'প্লীজ, আমাকে আঘাত কোরো না,' ক্লজিটের দিকে যেতে যেতে ফিসফিস করল নেলি। দরজা সামান্যই খোলা। ক্লজিটের ভেতরটা দেখতে পাচ্ছে ও। সবুজ আলোর আভায় ওর সমস্ত জামাকাপড় সবুজ দেখাচ্ছে, ওর জুতো এবং হ্যাটগুলোও যেন সবুজ হয়ে গেছে। নেলি হ্যাট সংগ্রহ করতে খুব পছন্দ করে।একটু শীত পড়লেই হলো, সাথে সাথে মাথায় হ্যাট চাপাবে সে। কিন্তু দরজার ফাঁক দিয়ে হ্যাটগুলো এমন বিশ্রী ক্যাটকেটে সবুজ দেখাচ্ছে, ওগুলো আর কোনদিন মাথায় পরবে কিনা সন্দেহ আছে নেলির। সবুজ আভাটা যেন মাখামাখি করে ফেলেছে সবকিছু। নেলি যদিও ক্লজিটের বাইরে দাঁড়ানো তবু মনে হচ্ছে কুৎসিত আলোটা যেন ঢুকে যাচ্ছে ওর ত্বকের মধ্যে। শীতল একটা আলো, যেন প্রকাণ্ড বরফের টুকরো দিয়ে তৈরি।

যদিও আলোর কোন উৎস দেখতে পাচ্ছে না নেলি।

মনে হচ্ছে ক্লজিটের পেছন থেকে আসছে।

আরও ভালোভাবে দেখতে হলে দরজাটা খুলতে হবে। কিন্তু এ কাজটাই ও করতে সাহস পাচ্ছে না। চাইছে না দরজা খুলে ক্লজিটের ভেতরের জিনিসটাকে বেডরুমের ভেতরে নিয়ে আসতে।

'আমি জানি ওটা জ্যান্ত কিছু নয়,' আপন মনে আবার নিজেকে শোনাল নেলি। 'আর ওটা আমার ওপর ঝাঁপিয়েও পড়বে না।'

ডোরনবে হাত রাখল নেলি।

কাঁপাকাঁপা হাতে ক্লজিটের দরজা একটু ফাঁক করল।

সবুজ আলোটা নেই।

টান মেরে দরজা পুরোপুরি খুলে ফেলল নেলি।

ক্লজিটের ভেতরটা আলকাতরা কালো। তা-ই হওয়ার কথা।

'হ্যালো!' ডাকল নেলি, বোকা বোকা লাগছে নিজেকে।

কেউ সাড়া দিল না।

ওর পেছনে, বিছানার পাশে, ল্যাম্পটা জ্বলে উঠল অকস্মাৎ।

বাতিটা জ্বলে উঠতেই ভীষণ চমকে গেল নেলি। চরকির মতো ঘুরল। থ্যাংক গড, ওটার আলো সবুজ নয়। বেডসাইড ল্যাম্পের আলোয় ক্লজিটটা খুঁটিয়ে দেখল নেলি। ওর জামাকাপড়, জুতো, হ্যাট-সবকিছুই ঠিকঠাক আছে। কিন্তু ওই সবুজ আলোটা কীসের ছিল?

বেডরুম থেকে বেরুল নেলি। ওর ঘুমন্ত ছোট ভাই আর মা'র ঘরে উঁকি দিল। ওদের ক্লজিটে কোন সবুজ আলো জ্বলছে না। নিজের শোবার ঘরে ফিরে এসে ক্লজিটটা আরেকবার পরীক্ষা করল নেলি। সব ঠিক আছে। কিন্তু সবুজ আলোর রহস্য জানা গেল না বলে খুঁতখুঁত করছে মন।

অবশেষে বিছানায় শুয়ে পড়ল নেলি। নিভিয়ে দিল বাতি।

একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়ল।

খুব দ্রুত ঘুমিয়ে পড়েছিল বলেই নেলি লক্ষ করেনি বন্ধ করা ক্লজিটডোর আবার খুলে গেছে। ওখানে আবার ফিরে এসেছে সেই সবুজ আলোর আভা।

খুব দ্রুত ঘুমিয়ে পড়ার কারণেই আলোর মাঝখানে আবছা জ্বলতে থাকা মুখটা দেখতে পায়নি নেলি।

ওই কদাকার বিকট মুখ কোন মানুষের নয়!

দুই

পরদিন সকাল। শনিবার। নেলি তার বন্ধুদের প্রিয় ডোনাট শপে বসে আছে। এটা এখন ওদের নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে সবাই মিলে নাশতা করা। অ্যাডাম এবং স্যালি আছে ওদের সঙ্গে, আছে ঘড়িয়াল বাবু এবং ব্রাইস পুল। দলের মধ্যে উচ্চতায় অ্যাডাম সবার চেয়ে খাটো হলেও তাকেই কিন্তু সবাই দলনেতা হিসেবে মেনে নিয়েছে। সে অত্যন্ত বুদ্ধিমান, চালাক-চতুর, নিত্য নতুন আইডিয়া উদ্ভাবনে তার জুড়ি নেই। স্যালি লম্বায় ওদের সবার মাথা ছাড়িয়ে, সারাক্ষণ বকবক করেই চলেছে। সে-ও সাংঘাতিক বুদ্ধিমতী। দলের সবচেয়ে স্বল্পবাক কিশোর হলো ঘড়িয়াল বাবু। সে সবসময় দু'হাতে দুটো দুটো চারটে ঘড়ি পরে। ঘড়িগুলো আমেরিকার চারটে শহরের সময় বলে দেয়। বোস্টন, শিকাগো, ওয়াশিংটন এবং হরর টাউন। প্রথম তিনটি শহরে থাকে বাবুর বাবা, মা এবং বড় বোন। আর বাবু হরর টাউনে আছে অনেক দিন। তার মতো উর্বর মস্তিষ্কের ছেলে এ শহরে দ্বিতীয়টি নেই বললেই চলে। আর দলের আরেক সদস্য ব্রাইস পুলকে বলা যায় দলের সবচেয়ে ডায়নামিক এবং একরোখা। ব্রাইস মনে করে পৃথিবী রক্ষার জন্যই তার জন্ম এবং এজন্য সুযোগ পেলেই হিরোগিরি করতে চায়। আর এটা স্যালি মোটেই সহ্য করতে পারে না। তবে ব্রাইস যেমন ব্রাইট তেমনি সাহসী।

ওদের সঙ্গে আজ নাশতায় যোগ দিয়েছে একজন নবাগতা। নাম তার টিরা জোনস। তার সঙ্গে অ্যাডামদের পরিচয় হরর টাউনে যেবার ভিনগ্রহবাসী নো ওয়ানরা হামলা চালিয়েছিল, সে সময়। নো ওয়ানরা বহু দূরের এক গ্রহের আত্মা যারা একসময় পৃথিবীর বুকে আটকা পড়ে গিয়েছিল। তারা আলোর প্রকাণ্ড বলের মতো ভেসে বেড়াত বাতাসে। শহরের ডাইনি অ্যান টেম্পলটন অ্যাডাম ও তার দলবলকে যাদুর ধুলো দিয়েছিল। সে ধুলো নিয়ে ওরা বেলুনে চড়ে আকাশে ছড়িয়ে দেয়। তাতে তৈরি হয় বৈদ্যুতিক ঝড় এবং সেই ঝড়ের তোড়ে নো ওয়ানরা ধরিত্রীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

এই নো ওয়ানদের একজন দুশো বছর টিরার দেহ দখল করে নিয়েছিল। তারপর থেকে টিরার আর বয়স বাড়েনি। অ্যাডামরা ওর শরীর থেকে নো ওয়ানদের আত্মা তাড়িয়ে দেয় তবে টিরার সেসব স্মৃতি কিছুই মনে নেই। তার কাছে মনে হয়েছে দুশো

বছর যেন এক মুহূর্তেই পার হয়ে গেছে। সে এখনও হরর টাউনের আধুনিক জীবন যাত্রার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে। সে একটি দত্তক পরিবারের সঙ্গে বাস করছে। ঘড়িয়াল বাবু টিরাকে এ পরিবারের সঙ্গে বসবাসের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। পরিবারটির কোন ছেলে মেয়ে নেই বলে টিরাকে তারা সাদরে গ্রহণ করেছে। টিরাও তার পালক বাবা-মাকে বেশ পছন্দ করে। টিরা দেখতে অবিশ্বাস্য সুন্দর; লম্বা, ঘন কালো চুল, ডাগর ডাগর গভীর নীল চোখ। আর তার ব্যবহারও ভারী মিষ্টি। সে এতোই ভালো যে স্যালির মতো ঝগড়াটে মেয়েও টিরাকে পছন্দ করে। অথচ সবাই জানে স্যালি সুন্দরী মেয়েদেরকে সহ্যই করতে পারে না। যদিও স্যালি নিজেও দেখতে বেশ সুশ্রী।

নেলি বন্ধুদেরকে সবুজ আলোর আভার গল্প বলছিল।

'মনে হলো ক্লজিটের পেছন থেকে আলোটা বিচ্ছুরিত হচ্ছে,' বলল সে। 'অমন অদ্ভুত আলো জীবনে দেখিনি আমি। ভিনগ্রহবাসীদের জাহাজের সবুজ আলোর মতো। তবে অমন উজ্জ্বল না হলেও মনে হচ্ছিল আমার সমস্ত জামাকাপড়ে সবুজ রং মেখে যাচ্ছে।'

'রং মেখে যাচ্ছে মানে কী?' ডোনাটে কামড় দিয়ে বলল অ্যাডাম।

'মানে কাপড়ে যেন রং লেগে যাচ্ছিল,' বলল নেলি।

'কাপড়ে কি সত্যি রং লেগেছে?' দুধের কার্টনে চুমুক দিল ঘড়িয়াল বাবু।

'না,' জবাব দিল নেলি। 'আমি ক্লজিট ডোর খুলে দেখি আলোটা নেই। সবকিছু আগের মতই আছে। কিন্তু আলোটা কোত্থেকে এল বুঝতে পারলাম না।'

'তুমি হয়তো স্বপ্ন দেখছিলে,' বলল স্যালি।

'স্বপ্ন আর বাস্তবের মধ্যে ফারাক আমি জানি,' বলল নেলি।

'এ শহরে এ দুইয়ের মধ্যে ফারাক খুব কম,' বলল স্যালি।

ডানে বামে মাথা নাড়ল নেলি। 'ওটা বাস্তবই ছিল। নিজের চোখে দেখেছি আমি। ওটা কী হতে পারে বলে তোমাদের ধারণা?'

'আমি এরকম কিছুর কথা আগে কখনও শুনিনি,' বলল ঘড়িয়াল বাবু।

'বোধহয় তোমার বেডরুম ক্লজিটে ইন্টারডাইমেনশনাল পোর্টাল আছে,' বলল ব্রাইস। 'গোরস্তানে যেমন একটা আছে।'

'আর নেলির বেডরুম তো লাশকাটা ঘরের মতো,' যোগ করল স্যালি।

'ব্যাপারটা সিক্রেট পাথ-এর মতো নয়,' বলল নেলি। ওরা সিক্রেট পাথ নামে একটা ম্যাজিকাল পোর্টাল ব্যবহার করে এর আগে অতীতসহ অন্যান্য ডাইমেনশনালে চলে গিয়েছিল।

'তুমি এত জোর দিয়ে বলছ কী করে?' বলল ব্রাইস। 'বলছ আলোটা আসার কোন সোর্স তুমি খুঁজে পাওনি। হয়তো ওটার উৎস ছিল অন্য কোন ডাইমেনশন, তাই তুমি দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে আলোর উৎসটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল নেলি। 'তা হতে পারে।'

'এই সবুজ আলোটা কেমন ছিল?' জিজ্ঞেস করল টিরা। সে এখনও আধুনিক দুনিয়ার চালচলনের সঙ্গে পুরোপুরি অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারেনি। তাই কথা বলার চেয়ে কথা শুনতে এবং মানুষজনের আচার-আচরণ লক্ষ করতেই পছন্দ করে। তবে অ্যাডামরা দেখেছে যেকোন জিনিস খুব দ্রুত শিখে নিতে পারে টিরা। এমন কিছু ব্যাপার সে জানে যা তার আদৌ জানার কথা নয়। ওদের ধারণা নো ওয়ানদের সঙ্গে দুশো বছর কাটানোর কারণে এ ক্ষমতাটা পেয়ে গেছে টিরা। যদিও এসব বিষয়ে ওরা টিরাকে কোন প্রশ্ন করে না। কারণ নো ওয়ানদের নিয়ে কথা বলতে একদমই পছন্দ করে না সে।

'কেমন ছিল মানে?' জিজ্ঞেস করল নেলি।

'মানে আলোটা দেখে কি ভালো লাগছিল?' জানতে চাইল টিরা।

ইতস্তত গলায় জবাব দিল নেলি। 'না। কেমন শীতল মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল....শয়তানের মতো।'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও,' বলল স্যালি। 'আলো আবার শয়তানের মতো হয় কী করে?'

কাঁধ ঝাঁকাল নেলি। 'শয়তানের মতো শব্দটা হয়তো বেমানান শোনাল। তবে আলোটাকে দেখে ঠিক সুবিধের মনে হয় নি। কীরকম একটা অশুভ ব্যাপার যেন ছিল ওটার মধ্যে। ওটাকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখে আমি হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিলাম।' বিরতি দিল ও, তাকাল টিরার দিকে। 'তোমার কেন মনে হয়েছিল আলোটা অশুভ ছিল?'

টিরার চোখ বরাবরের মতো সুদূরে প্রসারিত।

'এমনিই মনে হয়েছিল আলোটা বোধহয় খারাপ কিছু,' মৃদু গলায় বলল সে।

ফ্যাকাসে হাসল নেলি। 'তুমি কিন্তু এখন আমাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছ।'

'অল্প অল্প ভয় পাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী,' বলল অ্যাডাম। 'আজ না হয় টিরা কিংবা স্যালি তোমার সঙ্গে শোবে।'

'আমি ওর সঙ্গে শুতে চাই না,' বলল স্যালি। 'সে ওর ক্লজিট বেয়ে সবুজ রস পড়ুক আর যা-ই পড়ুক।'

'সবুজ রস নয়, সবুজ আলো,' বলল নেলি। 'আর আমার সঙ্গে তোমার শোবার দরকারও নেই।' একটু থেমে যোগ করল, 'আমি ঠিক থাকব।'

'ঠিক বলছ?' জিজ্ঞেস করল টিরা। 'আমার কিন্তু তোমার বাড়িতে একরাত থাকতে কোন সমস্যা নেই।'

জোর করে মুখে হাসি ফোটাল নেলি। 'সবুজ আলো টালোয় আমি ডরাই না।'

'কিন্তু ওই সবুজ আভাই হতে পারে ভয়ঙ্কর কোন কিছুর সূচনা।' বলল ঘড়িয়াল বাবু। 'রেডিও অ্যাকটিভ নিউক্লিয়ার বোমা থেকেও ম্লান সবুজ আলো বেরুতে পারে। আর পারমানবিক বোমা ফাটলে গোটা শহর ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাবে। তোমার ক্লজিটটা পরীক্ষা করে দেখা দরকার, নেলি। এক্ষুণি।'

সিধে হলো নেলি। 'বেশ চলো। আমার মা আর ভাই গেছে শপিং-এ। ক্লজিট দেখার এটাই সবচেয়ে উপযুক্ত সময়।'

তিন

ওরা সদলবলে চলে এল নেলিদের বাড়ি। সোজা ঢুকল বেডরুমে। দারুণ কৌতূহল নিয়ে উঁকিঝুঁকি মারছে ক্লজিটে। কিন্তু অস্বাভাবিক কিছুই চোখে পড়ল না। ক্লজিটের পেছন দিকটা একদম নিরেট, আর কাপড়চোপড়গুলো সব ঠিকঠাক অবস্থায় আছে। সবুজ আভায় কোন কিছুর ক্ষতি হয়নি। স্যালি নেলির একটা উলেন হ্যাট তুলে নিয়ে মাথায় চাপাল।

'আমাকে কেমন লাগছে?' পোজ মেরে দাঁড়াল স্যালি।

'সবগুলো মাথায় চাপাও তারপর দেখি কেমন লাগে,' বলল ব্রাইস।

ওকে মুখ ভেংচালো স্যালি। 'ভেরি ফানি।' নেলির দিকে ফিরল ও। 'তোমার এত হ্যাট আছে জানতাম না তো?'

'হ্যাট কালেকশন করা আমার শখ,' জানাল নেলি।

'আমার শখ ঘড়ি সংগ্রহ করা,' বলল ঘড়িয়াল বাবু।

'এ কথা সবাই জানে,' বলল স্যালি।

ক্লজিটে ঢুকল অ্যাডাম। হাত দিয়ে দেয়ালগুলো পরীক্ষা করছে।

'এখানে গোপন কোন দরজাও নেই।' কাঠের ওপর আঙুল বুলাল সে। 'অন্তত: আমি সেরকম কিছু দেখতে পাচ্ছি না।'

মাথা ঝাঁকাল বাবু। 'তবে এটা কোন সুসংবাদ নয়। এর মানে হলো ওই আলোটার উৎস অতিপ্রাকৃত কিছু।'

শিউরে উঠল নেলি। 'আমার ক্লজিট ভূতে পেয়েছে?'

'না, তা বলছি না,' বলল ঘড়িয়াল বাবু। ফিরল টিরার দিকে। 'এখানে অদ্ভুত কোন কিছু অনুভব করছ তুমি?'

টিরা এক মুহূর্ত স্থির হয়ে থাকল।

'না,' তারপর বলল সে। 'তবে অন্ধকারের সঙ্গে এর অল্পবিস্তর সম্পর্ক থাকতেও পারে।'

'ঠিক বুঝলাম না,' বলল নেলি।

'এখানে আসার পথে তুমি বলেছিলে সবুজ আলোটা জ্বলার সময় তোমার ঘরের বাতি জ্বলছিল না।' বলল অ্যাডাম।

'আলোটা অদৃশ্য হওয়ার পরেই কেবল ঘরের বাতি জ্বলে উঠেছিল। তাই হয়তো অন্ধকারের সঙ্গে আলোটার কোন সম্পর্ক থাকতে পারে।'

'আমার মনে হয় ফালতু একটা জিনিস নিয়ে আমরা অযথা সময় নষ্ট করছি,' বলল স্যালি, সে নেলির আরেকটা হ্যাট মাথায় পরার চেষ্টা করছে। এ হ্যাটটি গার্ল স্কাউট ক্যাপের মতো। শুধু ব্যাজটা নেই।

'কিন্তু তুমিই তো সবসময় সবকিছুর মধ্যে অশুভ কিছু খুঁজে বেড়াও,' বলল নেলি।

'হয়তো আমি আমার বয়সেই তুলনায় একটু জ্ঞানী বলেই,' বলল স্যালি।

'তবে যে যাই বলুক,' বলল অ্যাডাম। 'তোমাকে আজ রাতে একা ফেলে যেতে ইচ্ছে করছে না, নেলি।'

গলায় সাহস ফোটাল নেলি। 'চিন্তা কোরো না। সবুজ আলোটা যদি আবার ফিরে আসে, আমি সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে ফোন করব, অ্যাডাম।'

অ্যাডাম বলল, 'আমি সঙ্গে সঙ্গে চলে আসব।'

'হ্যাঁ, একেই বলে ভালোবাসার টান', মুখ বাঁকাল স্যালি।

চার

সে রাতে স্বাভাবিকভাবেই ঘুম আসছিল না নেলির। সে তার মা কিংবা ছোটভাইকে আলোটা সম্পর্কে কিছু বলেনি। যখন কোন বিকটদর্শন ভিনগ্রহবাসী অথবা অন্ধকারের মন্দ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়, ব্যাপারটা সবার কাছে গোপন রাখে নেলিরা। পাশের বেডরুমে মা আর ছোট ভাইটি নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে। আহা, ওদের মতো যদিও নেলিও ঘুমাতে পারত! দরজা শক্ত করে বন্ধ করলেও ক্লজিটের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিতে পারছে না নেলি। সে তার পড়ার চেয়ারটা ক্লজিটের দরজার ডোরনবের সঙ্গে ঠেক দিয়ে রেখেছে যাতে কেউ ওর ঘরে ঢুকতে না পারে। কাজটা বোকামো হয়েছে জানে ও তবু এতে খানিকটা হলেও নিশ্চিন্ত বোধ করছে নেলি।

কিন্তু কী থেকে ও নিশ্চিন্তে থাকতে চাইছে?

ঘড়িয়াল বাবু ওকে একটা নাইট লাইট (রাতের বেলা জ্বালানো বাতি) জোগাড় করতে বলেছিল। নেলির এখন আফসোস হচ্ছে ভেবে একটা নাইটলাইট জোগাড় করে রাখলেই হতো।

নেলির চোখে ঘুম আসছে না কিছুতেই। যখনই পেশীতে ঢিল দেয়ার চেষ্টা করেছে, মনে হয়েছে ক্লজিটে বুঝি শব্দ হলো। সঙ্গে সঙ্গে তন্দ্রাভাবটা কেটে গেছে, লাফ মেরে বিছানায় উঠে বসেছে ও। যদিও পরে নিশ্চিত হয়েছে কোন শব্দই হয়নি। তবু চমকে ওঠার কবল থেকে রেহাই পায় নি।

'বোকার মতো জেগে আছি আমি,' জোরে জোরে বলল নেলি।

'সকালে আমি একেবারে নেতিয়ে পড়ব। অথচ কাল স্কুলের একগাদা পড়া বাকি।'

ঘড়ির দিকে তাকাল নেলি।

রাত একটা বেজে গেছে।

জানালার বাইরে রাত নিকষ কালো। কাচে কে যেন আঁচড় কাটল। না, ওতো গাছের ডাল ঘষা খেয়েছে শুধু। বাতাসে নড়ে উঠেছে ডাল। কম্বলটা গলার কাছে টেনে নিয়ে আবার শুয়ে পড়তে গেল নেলি।

আর তখনই সবুজ আলোর আভাটা দেখতে পেল ও।

ক্লজিট ডোরের নিচ থেকে আসছে আলো।

বিদ্যুৎ খেলে গেল নেলির শরীরে, এক লাফে উঠে বসল বিছানায়।

হাত বাড়াল ল্যাম্প সুইচে। কিন্তু যথারীতি জ্বলল না বাতি। বিছানার পাশে রাখা ফোনটা ঝট করে তুলে নিল ও। যাক বাবা, ডায়াল টোন আছে! কিন্তু অন্ধকারে এবং ভয়ের চোটে অ্যাডামের নম্বরে ও ডায়াল করতে পারছে না। আজ রাতে সবুজ আলোটাকে আরো বেশি ভয়ঙ্কর লাগছে। অবশেষে অ্যাডামের ফোনে রিং হওয়ার শব্দ শুনতে পেল নেলি। তিনবার দীর্ঘ রিং শেষে সাড়া মিলল অ্যাডামের। ঘুমে জড়ানো গলা।

'হ্যালো?' বলল সে।

'অ্যাডাম!' হিসিয়ে উঠল নেলি। 'ওটা ফিরে এসেছে!'

বুঝে উঠতে এক মুহূর্ত সময় নিল অ্যাডাম। 'সবুজ আলো?'

'হ্যাঁ। ওটা এ মুহূর্তে আমার ক্লজিটে।'

'ওয়াও!'

'এখন কী করব আমি? তুমি এখানে আসতে পারবে?'

'পারব। দশ মিনিটের মধ্যে আসছি। তবে আমি না আসা পর্যন্ত কিছু করে বসোনা যেন। ক্লজিট থেকে দূরে থাকো।'

'অন্যদেরকে ফোন করব?'

একটু ভেবে অ্যাডাম বলল, 'এখনই ফোন করার দরকার নেই। আগে আমি এসে দেখি কী ব্যাপার।'

'আচ্ছা।'

'শান্ত থাকো, নেলি। ওটা স্রেফ একটা আলো। তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।'

'তাহলে তুমি ওটা থেকে দূরে সরে থাকতে বলছ কেন?'

ইতস্তত গলায় জবাব দিল অ্যাডাম। 'এ শহরে কখন কী ঘটে বলা যায় না। আমি রওনা হলাম।'

ওরা বিদায় সম্ভাষণ জানাবার পরে আবার একা হয়ে গেল নেলি, সামনে সেই সবুজ আলো। যদিও ক্লজিটের দরজা বন্ধ কিন্তু আলোটা গত রাতের চেয়েও জোরালো লাগছে। ওর ভীষণ ভয় করছে। ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেই পারত নেলি, কিন্তু কি এক অপ্রতিরোধ্য আর্কষণে সে ক্লজিটের দিকে এগিয়ে গেল। যেন ওকে সম্মোহন করা হয়েছে। ওকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে সবুজ আলো।

এমন সময় ক্ষীণ একটা শব্দ শুনল নেলি।

মৃদু খচর মচর আওয়াজ। ক্লজিটের ভেতরে।

'ওহ্ না!' আঁতকে উঠল নেলি।

ওটা জ্যান্ত। ওটার খিদে পেয়েছে।

বুকে সাহস বেঁধে নেলি ক্লজিটডোরের সামনে চলে এল। পরীক্ষা করে দেখল

ডোরনবের গায়ে চেয়ারটা ঠিকঠাকমতো ঠেক দিয়ে রাখা আছে কিনা। ওর শরীরের সবগুলো পেশী থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছে। ক্লজিটের মধ্যে নিশ্চয় কিছু একটা আছে। কারণ ওটার নড়াচড়ার শব্দ শুনছে নেলি। তেমন জোরে শব্দ করছে না বটে তবে ওর ধারণা ওটা আকারে বড়সড়ই কিছু হবে। একবার যেন দরজার গায়ে এসে বাড়িও খেল।

ওটা বেরুবার চেষ্টা করছে। নেলিকে ধরতে চাইছে।

চেয়ারটা ছেড়ে দিয়ে ঝট করে পিছিয়ে এল ও।

'জলদি এসো, অ্যাডাম, প্লীজ!' আকুতি করল নেলি।

হঠাৎ ক্লজিটের ভেতরে দুমদুম করে একটা আওয়াজ হলো।

তারপর দরজায় প্রবল ধাক্কা। ধাক্কার চোটে চেয়ারটা কেঁপে উঠল।

নেলির শরীরের প্রতিটি নার্ভ একযোগে ঝাঁকি খেল। 'ওহ্,' গুঙিয়ে উঠল ও।

আবারও প্রচণ্ড ধাক্কা। চেয়ারটা পড়ে গেল একপাশে।

ভয়ে জমে গেল নেলি।

দরজার নিচে এবারে সবুজ আভাটা দেখতে পাচ্ছে ও।

আতংকে কেঁদে ফেলল নেলি।

'বাঁচাও! আমাকে কেউ বাঁচাও!' কাঁদতে কাঁদতে বলল ও।

কিন্তু কেউ ওর কথা শুনল না। কেউ এল না ওকে বাঁচাতে।

ধীরে ধীরে খুলে গেল ক্লজিটের দরজা।

ওটা বেরিয়ে এলো ক্লজিট থেকে। ভয়ঙ্কর জিনিসটা।

এবং খপ করে চেপে ধরল নেলিকে। চিৎকার করতে যাচ্ছিল নেলি, পারল না।

ওটা ওকে নিয়ে লাফ দিয়ে আবার ঢুকে পড়ল ক্লজিটে।

নেলি ঢুকে পড়ল অমাবস্যা কালো অন্ধকার একটি জায়গায় যেখানে কেউ শুনবে না ওর ভয়ার্ত আর্তনাদ।

পাঁচ

নেলির বাসায় পৌঁছে সদর দরজায় কড়া নাড়ল না অ্যাডাম। কড়া নাড়ার শব্দে যদি নেলির মা কিংবা ছোট ভাইয়ের ঘুম ভেঙে যায়! ওদের মধ্যে অলিখিত একটা চুক্তিই আছে নিজেদের ব্যক্তিগত বিষয়ের মধ্যে পারিবারিক সদস্যদের কোনভাবেই জড়ানো যাবে না। অ্যাডাম বাড়ির পাশ দিয়ে বেরিয়ে এসে নেলির বেডরুমের জানালায় টোকা মারল। বাইরে ঠাণ্ডা বলে জানালা আটকে রেখেছে নেলি। কিন্তু টোকা দেয়ার পরেও নেলির সাড়া মিলল না দেখে অবাক হলো অ্যাডাম। আবার টোকা দিল সে। তারপরও নেলির সাড়াশব্দ নেই দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে বাইরে থেকে জানালাটা খুলে ফেলল ও।

ভেতরে উঁকি দিল অ্যাডাম। কোথাও দেখা যাচ্ছে না নেলিকে।

সে লাফ মেরে জানালায় উঠে পড়ল। নেমে এল বেডরুমে।

প্রথমেই অ্যাডামের চোখ পড়ল নেলির বেডরুমের ক্লজিটডোর খুলে খা খা করছে, একটা চেয়ার উল্টে আছে ক্লজিটের পাশে। যেন কেউ ধাক্কা মেরে চেয়ারটা ফেলে দিয়েছে। আর সবুজ আলোর কোন চিহ্ন নেই।

'নেলি?' ডাকল অ্যাডাম।

কোন জবাব নেই। বেডরুম থেকে বেরিয়ে হলওয়েতে চলে এল অ্যাডাম। ঢুকল লিভিংরুমে, চেক করে দেখল রান্নাঘর এবং ডেন। নেলিদের বাড়িটি তেমন বড় নয়। এক মিনিটেই সবগুলো ঘর দেখে ফেলল অ্যাডাম। এমনকী নেলির মায়ের বেডরুমেও উঁকি দিল, যদি নেলি ওখানে তার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। না, নেলি এখানেও নেই।

আতংকবোধ করল অ্যাডাম। ভয় তাড়াবার প্রাণপণ চেষ্টা করল।

নেলির বেডরুমে ফিরে এল ও, ক্লজিটে মাথা ঢুকিয়ে সঙ্গে আনা ফ্ল্যাশলাইটটা জ্বালাল। চেয়ারটা ওল্টানো থাকলেও দেখে মনে হলো না ক্লজিটের ভেতর থেকে কেউ ধাক্কা মেরে ওটাকে ফেলে দিয়েছে। নেলির জামাকাপড় হ্যাঙ্গারে, যথাস্থানে ঝুলছে। জুতোর বাক্সে পরিপাটিভাবে শুয়ে আছে ওর জুতোগুলো। এমনকী স্যালি সকালে যে হ্যাটগুলো মাথায় দিয়েছিল সেগুলোও ঠিকঠাকভাবেই তাদের জায়গায় আছে। ক্লজিটটি দেখে মনে হচ্ছে না এর মধ্যে অশুভ কিছু ঘাপটি মেরে আছে।

অথচ নেলি বলছিল সে ক্লজিটে সবুজ আলোটাকে আবারও জ্বলতে দেখেছে।

আর এখন নেলিই নিরুদ্দেশ।

ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় ফোন খুঁজে নিয়ে ঘড়িয়াল বাবুর নম্বরে ডায়াল করল অ্যাডাম। বন্ধুর সাড়া পাবার অপেক্ষা করতে করতে হাত বাড়িয়ে বেডসাইড ল্যাম্পটি জ্বালিয়ে দিল। এ বাতিতেও কোন সমস্যা নেই। দিব্যি উজ্জ্বল, হলুদ আলো ছড়াচ্ছে। দ্বিতীয়বার রিং-এ সাড়া দিল ঘড়িয়াল বাবু। কণ্ঠ শুনে মনে হলো না সে ঘুমাচ্ছিল। বাবু একা থাকে তার বন্ধুরা জানে যদিও সে লোকজনকে বলে বেড়ায় সে তার চাচা কিংবা দাদুর সঙ্গে থাকে। কাউকে বলে চাচার সঙ্গে থাকে, কাউকে বলে দাদুর সঙ্গে থাকে। তবে অ্যাডামরা কখনো ঘড়িয়াল বাবুর ব্যক্তিগত জীবনে উঁকি দিতে যায় না।

'হ্যালো?' বলল ঘড়িয়াল বাবু।

'আমি অ্যাডাম,' গলার স্বর নামিয়ে বলল অ্যাডাম। 'নেলির বেডরুম থেকে ফোন করছি। দশ মিনিট আগে ও আমাকে ফোন করে বলেছিল সবুজ আলোটা আবার ফিরে এসেছে। আমি তক্ষুণি সাইকেলে চড়ে এখানে চলে আসি। কিন্তু এসে দেখি নেলি হাওয়া।'

'ও কোথায় যেতে পারে?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে কেউ ওর বেডরুমের একটা চেয়ার উল্টে ফেলে রেখেছে।' বিরতি দিল অ্যাডাম। 'মনে হয় কিছু একটা ওকে ধরে নিয়ে গেছে।'

'ক্লজিটের ভেতর থেকে?'

'হ্যাঁ, ক্লজিটের ভেতরে কিংবা বাইরে থেকে। বুঝতে পারছি না কী করব। তুমি এখানে একবার আসবে?'

'তোমার গলা শুনে মনে হচ্ছে ভয় পেয়েছ।'

'হ্যাঁ, আমি ভয় পেয়েছি।' স্বীকার করল অ্যাডাম।

'আচ্ছা, আমি আসছি। অন্যদেরকেও ফোন করে আসতে বলো। এ রহস্য সমাধানে সবার মাথা খাটাতে হবে।'

অ্যাডাম টিরার কথা ভাবছিল। ঘড়িয়াল বাবু টিরাকে খুবই পছন্দ করে। কিন্তু টিরাকে ওদের বিপজ্জনক জীবনের এ অংশটার সঙ্গে জড়ানো ঠিক হবে কিনা মনস্থির করতে পারছিল না অ্যাডাম।

'টিরাকেও কি আসতে বলব?' অবশেষে জিজ্ঞেস করল ও। কিছুমাত্র দ্বিধা না করে বাবু বলল, 'আমি ওকে ফোন করছি। ও ওর বিশেষ অনুভূতি ক্ষমতা দিয়ে হয়তো অন্যদের চেয়ে বেশিই সাহায্য করতে পারবে।'

'কিন্তু...' বলল অ্যাডাম।

'কিন্তু কী?'

'এখন মাঝরাত। তাছাড়া সে দুশো বছর নো ওয়ানদের কবলে থাকার সেই ধকলটা এখনও পুরোপুরি সামলে উঠতে পারেনি। ওকে কি এই ঝুঁকির মধ্যে টেনে আনা ঠিক হবে?'

একটু চুপ করে থেকে ঘড়িয়াল বাবু বলল, 'ওর ওপর তোমার আস্থা নেই? ওকে বিশ্বাস করো না?'

'নিশ্চয় আস্থা আছে। আর ওকে অবিশ্বাস করবই বা কেন?'

'কারণ, তোমার মতে, ও যে নো ওয়ানদের হাতে অনেকদিন বন্দী ছিল এবং সে ধকল এখনও সামলে উঠতে পারেনি, তাই।'

'ওর ওপর আমার যথেষ্ট আস্থা আছে, ঘড়িয়াল বাবু, সত্যি। তবে ওকে খুব ভালো করে চিনি না, এই যা।'

'শোনো, আমার ধারণা ও এ ব্যাপারটাতে সাহায্য করতে পারবে। আমি ওকে ওখানে চাই। নেলির নিরাপত্তাই এখন প্রধান বিষয়, তুমি জানো।'

'আমি জানি,' বিড়বিড় করল অ্যাডাম।

তবে ওর ধারণা, নেলি হয়তো ইতিমধ্যে মারা গেছে।

ছয়

একত্রিত হতে বেশি সময় নিল না দলটি। অ্যাডাম ওদের সবাইকে ফোন করার কুড়ি মিনিটের মাথায় সকলে হাজির হয়ে গেল নেলির বেডরুমে। তবে নেলির মা এবং ভাই তখনও পাশের কামরায় নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে। ব্রাইস এবং ঘড়িয়াল বাবু তীক্ষ্ণ চোখে ক্লজিট পরীক্ষা করে দেখছে। স্যালি, অ্যাডাম এবং টিরা অস্বস্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কাছেই। স্যালি তার তার অভ্যাসমত ঠাট্টা তামাশা করছে না।

অবশেষে ওদের ক্লজিট পরীক্ষা শেষ হলো।

'এ ক্লজিটে অস্বাভাবিক কিছু নেই,' ঘোষণা করল ব্রাইস।

'সবুজ আলো ছড়ানোর মতো কোন উপাদানই এর ভেতরে চোখে পড়ে নি,' সায় দিল ঘড়িয়াল বাবু।

'সবুজ আলোর কথা কে জানতে চায়?' বলল স্যালি। 'নেলি কোথায়?'

'বোধহয় আলোটা ওকে ধরে নিয়ে গেছে,' বলল ব্রাইস।

'নিয়ে কী করেছে?' জানতে চাইল স্যালি।

কাঁধ ঝাঁকাল ব্রাইস। 'বোধহয় ওকে জ্যান্ত খেয়ে ফেলেছে।'

অ্যাডাম দৃঢ় গলায় বলল, 'বেঁচে আছে নেলি আমরা এ আশাতেই অভিযান চালাচ্ছি। ওকে কেউ জ্যান্ত ধরে খেয়ে ফেলেছে এ ধরনের কোন কথা আমি শুনতে চাই না।'

ব্রাইস মাথা নামাল। 'আমি আসলে স্রেফ একটা আশঙ্কার কথা বলছিলাম। তোমাদের মতো আমিও ওকে পছন্দ করি, বন্ধুরা। আশা করি ও এখনও বেঁচে আছে।'

'ধরা যাক, আলোটাই ওকে ধরে নিয়ে গেছে।' বলল ঘড়িয়াল বাবু। 'সেক্ষেত্রে প্রশ্ন জাগে আলোটা কেন এখানে, ওর ক্লজিটে এসে ঢুকল।'

'হয়তো কাকতালীয়ভাবে ঘটনাটা ঘটেছে,' বলল স্যালি। 'এ শহরে তো সবসময়ই উদ্ভট সব ঘটনা ঘটে চলেছে।'

'তবে ক্লজিটে সন্দেহজনক কিছু কিন্তু আমার চোখে পড়েনি,' বলল ব্রাইস।

ঘড়িয়াল বাবু বলল, 'আমরা বরং একটু পেছনের দিকে ফিরে তাকাই। হয়তো ক্লজিটটা এখানে মুখ্য নয়। মুখ্য নেলি নিজেই।'

'মানে?' জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম।

'আমি ঠিক নিশ্চিত নই,' বলল বাবু, ফিরল টিরার দিকে। ক্লজিটের দিকে ইঙ্গিত করল। 'এখানে তুমি কোন কিছু কি অনুভব করতে পারছ যা দুপুরে টের পাওনি?'

নীল চোখ জোড়া কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ করল টিরা। যখন খুলল, মনে হলো, কেমন একটা বিষন্ন ছাপ চোখের তারায়। সে ক্লজিটের দিকে এক কদম এগিয়ে গেল, হাতের তালু দিয়ে স্পর্শ করল খোলা দরজা।

'আমি ভয় অনুভব করতে পারছি,' ফিসফিস করল টিরা। ওর গা ঘেঁষে এল বাবু। 'কার ভয়? নেলির?'

টিরা ওর দিকে মুখ তুলে চাইল। বিস্ফারিত চক্ষু। 'শুধু ভয়। এ জায়গাটা প্রবল ভয়ের মধ্যে ডুবে আছে।'

'কোনো জায়গা ভয়ের মধ্যে ডুবে থাকে কী করে?' জিজ্ঞেস করল স্যালি।

'আমি তার ব্যাখ্যা দিতে পারব না,' জবাব দিল টিরা। 'তবে আমার তা-ই মনে হচ্ছে।'

অ্যাডাম তাদের নতুন, অদ্ভুত বান্ধবীটির দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। এবারে বিড়বিড় করে বলল, 'নেলি বলেছিল ওর মনে হয়েছে সবুজ আলোর আভাটা ওর ক্লজিটের সবকিছুর মধ্যে মেখে যাচ্ছিল।'

'আশ্চর্য!' বলল ঘড়িয়াল বাবু।

'এক মিনিট,' বাধা দিল স্যালি। 'তোমরা কী বলতে চাইছ নেলির ভয় এই সবুজ আলোটাকে সৃষ্টি করেছে? যদি তেমন কিছু ভেবে থাক তো বলব তোমাদের মাথাই গেছে খারাপ হয়ে।'

'ওর ভয় হয়তো আলোটাকে তৈরি করেনি,' বলল ঘড়িয়াল বাবু। 'তবে ভয়টাই হয়তো সবুজ আলোটাকে এই ক্লজিটের ভেতরে নিয়ে আসতে সাহায্য করেছে।'

'ঠিক বুঝলাম না,' বলল ব্রাইস।

'কথাটা আমি আগেও বলেছি,' ব্যাখ্যা দিল ঘড়িয়াল বাবু।

'আমরা অনুমান করছি এ ক্লজিটের ভেতরে অদ্ভুত কিছু একটা আছে। এ অনুমান অযৌক্তিক নয়। কারণ অদ্ভুত আলোটা এখান থেকেই এসেছিল। তবে আলোটা এখানে উদয় হওয়ার পেছনে নেলির হয়তো কোন ভূমিকা ছিল। আর ঘটনাটা ঘটেছে মাঝরাতে, ওর বেডরুমে, অন্য কোথাও নয়। আমার মনে আছে নেলি প্রায়ই বলত আধখোলা ক্লজিটটা দেখলেই তার বুক ধড়ফড় করত।'

'কিন্তু এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়,' বলল স্যালি। 'অনেক বাচ্চাই ভয়ে তটস্থ থাকে ভেবে হঠাৎ করে ক্লজিট থেকে কিছু একটা বেরিয়ে এসে তাদেরকে খপাৎ করে ধরে ফেলবে। বড় মানুষরাও অনেকে এরকম ভয় পায়।'

'ঠিকই বলেছ,' বলল ঘড়িয়াল বাবু। 'তোমার এ কথায় আমার পরবর্তী কথাগুলো আরও যুক্তিসঙ্গত মনে হবে। আমার ধারণা, হরর টাউনে আসার পর থেকে নেলি তার অন্ধকার ক্লজিট নিয়ে ভয়ে থাকত। আমি বলতে চাইছি, ওর ভেতরের ভয়টা এখানে অল্প অল্প করে গড়ে উঠেছে তারপর সে ভয় থেকে তৈরি হওয়া জিনিসটা ওকে বেডরুমে হামলা চালিয়েছে।'

মাথা নাড়ল স্যালি। 'প্রমাণ ছাড়া এ আজগুবি গল্প মেনে নেয়া যায় না। এমন কি হতে পারে না আমাদের সবাইকে টেনশন দেয়ার জন্য নেলি একা একা মাঝরাতে কোথাও ঘুরতে গেছে?'

'নেলি যখন ফোন করেছিল তখন ভয়ে ওর গলা কাঁপছিল,' বলল অ্যাডাম।

'হয়তো ভয় পাবার ভান করছিল সে,' বলল স্যালি।

'না, ও সেরকম মেয়ে নয়,' বলল ঘড়িয়াল বাবু।

'তোমার কথা বুঝতে পেরেছি কিনা দেখি,' বাবুকে বলল ব্রাইস। 'তুমি বলছ ক্লজিটে অশুভ কিছু একটা লুকিয়ে থাকতে পারে-নেলির এ ভয় থেকে স্পেস-টাইম কন্টিয়ামে একটা রাপচার বা বিদারণ তৈরি হয়েছিল এবং সেই ফাটল বা গর্ত বেয়ে সত্যিকারের অশুভ কোন প্রাণী এ ডাইমেনশনে চলে আসে এবং নেলিকে অপহরণ করে তাদের ডাইমেনশনে চলে গেছে?'

'ঠিক তাই,' সায় দিল ঘড়িয়াল বাবু।

ব্রাইস বাবুকে বলল, 'তুমি যা বললে তা যদি সত্যি হয় তাহলে এই রাপচার আবার খুলবার জন্য নেলি এবং তার ভয়কে আমাদের লাগবে।'

থমথমে দেখাল ঘড়িয়াল বাবুর চেহারা। 'আমরা হয়তো কোনদিনই এই রাপচার খুলতে পারব না।'

এবারে কথা বলে উঠল অ্যাডাম। 'আমি তোমার সঙ্গে একমত নই। ওই ভয়-ই যদি আমাদের পৃথিবীকে হামলা করার পাঁয়তারা করে থাকে, তাহলে ওই ভয়টাকেই আমাদের আবার তৈরি করতে হবে।'

'কিন্তু আমাদেরকে তো ভয় পাবার ভান করলে চলবে না,' বলল ঘড়িয়াল বাবু। 'ভয়টা হতে হবে অকৃত্রিম। আর এটাকে গড়ে তুলতে হবে যেভাবে এ বেডরুমে গড়ে উঠেছিল ভয়।' যোগ করল সে। 'হয়তো এ কারণেই নেলিই শুধু একা অন্ধকারে সবুজ আলোটা দেখত। কারণ অন্ধকার খুব ভয় পেত সে।'

'আমি একটা বাচ্চাকে চিনি সে সকালে স্কুলে যেতেও ভয় পেত,' বলল স্যালি।

আগ্রহী দেখাল অ্যাডামকে। 'তাই নাকি! কে সে?'

'জর্জ স্যাণ্ডার্স,' জবাব দিল স্যালি। 'ওকে মনে নেই তোমাদের? ভয়ঙ্কর শিক্ষক মি. স্নেকলের কবল থেকে রক্ষা করেছিল। জর্জ নিজের ছায়া দেখেও ভয় পেত। সবুজ আলোটা যদি এ শহরের কাউকে ভয় দেখাতে চায়, জর্জের চেয়ে ভালো শিকার সে কোথাও পাবে না।'

উত্তেজিত হয়ে উঠল অ্যাডাম। 'জর্জকে খুব মনে আছে আমার। আস্ত ভীতুর ডিম একটা। ওকে দিয়েই হয়তো আমরা রাপচার খুলতে পারব।'

'আগে ও সাহায্য করতে রাজি তো হোক,' বলল ঘড়িয়াল বাবু।

'কিন্তু ওকে রাজি করাতেই হবে,' বলল অ্যাডাম। 'আমরা এখানে সারারাত দাঁড়িয়ে থেকে কথা বলে কোন লাভ হবে না। অ্যাকশনে নেমে পড়তে হবে।'

'কিন্তু জর্জ তো মহা ডরপুক,' বলল ব্রাইস। 'ওকে আমাদের সাহায্য করাতে রাজি করাবে কী করে?'

'ও আমাদেরকে সাহায্য করতে না চাইলেও সাহায্য করবে।' বলল স্যালি। 'সত্যি বলতে কী ও আমাদেরকে সাহায্য করতে না চাইলেই বরং ভালো।'

'ঠিক বুঝলাম না,' বলল ব্রাইস।

হাতে হাত ঘষল স্যালি। 'জর্জটাকে স্রেফ আমার ওপর ছেড়ে দাও। ওকে এমন ভয় দেখাব না, ডরের চোটে ক্লজিটডোরে তালা মেরে রাখতে চাইবে।'

সাত

জ্ঞান ফিরে নেলি নিজেকে আবিস্কার করল একটি অন্ধকার জঙ্গলের মধ্যে। ঘাসের জমিনে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে , ছোট একটি তৃণভূমির মাঝখানে, চারপাশে লম্বা লম্বা ঝাকড়া গাছ। উঠে বসল নেলি। দেখল আকাশটা হালকা সবুজ একটা আভা নিয়ে জ্বলজ্বল করছে। আকাশে কোন তারা নেই, চাঁদ নেই। দূরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সব কাঠামোর রেখা চোখে পড়ল। ওগুলো নিশ্চয় পাহাড়। কুলুকুলু শব্দে জলস্রোত বয়ে চলেছে

কোথাও। এত অন্ধকার নয় যে ও চলে ফিরে বেড়াতে পারবে না, কিন্তু একই সঙ্গে সবকিছু কেমন অল্প অল্প ঝাপসা লাগছে। চোখেই ঝাপসা দেখছে কিনা ভেবে হাত দিয়ে চোখ ঘষল নেলি কিন্তু তারপরও ঝাপসা ভাবটা গেল না।

ও নো ম্যান'স ল্যাণ্ড-এ চলে এসেছে।

যে জিনিসটা ওকে ধরে এনেছে তাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। ওটার কথা মনে পড়তেই শিরশির করে উঠল নেলির গা, যদিও সবকিছু পরিস্কার মনে পড়ছে না। ওর ওপর হামলা করেছিল কিছু একটা, এটাই শুধু মনে পড়ে। আর সকল স্মৃতি ঝাপসা। মনে পড়ে কন্দ আকৃতির একটা শরীর, বিরাট বিরাট সবুজ চোখ, থাবার মতো হাত আর ক্ষুরের মতো ধারালো দাঁতভর্তি লালাঝরা অত্যন্ত কুৎসিত একটা মুখ। অবিশ্বাস্য গতিতে ওটা ছুটে এসেছিল নেলির দিকে। তারপর আর কিছু মনে নেই ওর। হয়তো চিৎকার দিয়ে উঠেছিল নেলি, তারপর জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। কেউ কি ওর চিৎকার শুনেছে? জানে কি ওকে কিসে হামলা করেছে? জানে না অ্যাডাম আর অন্য বন্ধুরা এখন ওকে খুঁজছে কিনা।

কিন্তু ওরা ওকে কোথায় খুঁজবে?

ক্রুজিটের পেছনে?

না, যে জিনিসটা ওকে ধরে নিয়ে এসেছে তার আস্তানা ক্রুজিটের পেছনে নয়, এখানে। এই অদ্ভুত রাজ্যে। কিন্তু ওটা তার কাছে কি চায় জানে না নেলি। ওটা যে ওর কোন ক্ষতি করেনি এতেই খুশি সে।

সিধে হলো নেলি। তাকাল চারপাশে। হাত দিয়ে পাজামার বোতামগুলো ঝেড়ে নিল।

জঙ্গলে, ওর পেছনে একটা শব্দ হলো।

চরকির মতো ঘুরল নেলি, রোগা-পাতলা, কদাকার চেহারার একটি ছেলেকে দেখতে পেল। ছেলেটার কান দুটো সুঁচালো, গায়ের চামড়ায় সবুজ আভা। পরনে বাদামী রঙের টিউনিক আর হাঁটু পর্যন্ত লম্বা ধূসর রঙা একটি আলখাল্লা। তার কোমরে বাঁধা চামড়ার বেল্টের সঙ্গে রূপোলী রঙের একটি তরবারি ঝুলছে। তলোয়ারের ওপর ডান হাতটি রেখে, সবুজ দৃষ্টি মেলে স্থির দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে আছে নেলির দিকে। তার কাঁধে লম্বা একটি ধনুক এবং শুকনো হলেও বেশ পেশীবহুল শরীর। সে বেজার মুখ নিয়ে নেলিকে দেখছে। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে নেলিকে দেখে সে মোটেই খুশি হতে পারেনি।

'তোমার জ্ঞান ফিরল তাহলে,' মৃদু পরিস্কার গলায় বলল সে। 'আমি তোমার জ্ঞান ফেরার অপেক্ষাই করছিলাম।'

'তুমি ইংরেজি জানো?' অবাক নেলি।

'তুমি যা বলো, আমি তা-ই বলি।'

'মানে?'

ছেলেটা তরবারি ছেড়ে দিয়ে মাথার পাশটা হাত দিয়ে স্পর্শ করল। 'তুমি যা

বলো, সব এখানটায় চলে আসে।'

'তার মানে তুমি আমার মনের কথা পড়তে পারো?'

'না।'

'তাহলে আমার সঙ্গে পরিচয় হবার আগে থেকেই তুমি ইংরেজি জানতে?'

'না।'

'তাহলে ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম না,' বলল নেলি।

'তুমি মানুষ। মানুষরা সবকিছু খুব ধীরে বোঝে।'

অপমান বোধ করল নেলি। 'তুমি কী শুনি?'

'আমি যিটা। তুমি সেটিন-এর রাজ্যে আছ।'

'কিন্তু এখানে এলাম কী করে?'

থেমে গেল যিটা। ভুরু কোঁচকাল।

'তোমাকে একটি শ্যাডো বা ছায়া এখানে নিয়ে এসেছে,' বলল সে।

'তবে আমি তোমাকে ওর কাছ থেকে ছিনিয়ে এনেছি,' সে তরবারি স্পর্শ করল আবার। খুদে তৃণভূমির অপরপ্রান্তের গাছপালার দিকে ইঙ্গিত করল। 'আমি ওকে কতল করেছি।'

'কিন্তু তুমি ওকে হত্যা করলে কেন?'

'ওটা আমার মুখোমুখি পড়ে গিয়েছিল। ওটা তোমাকে মেরে ফেলত।'

মুখ শুকিয়ে গেল নেলির। 'তাই নাকি?'

মাথা ঝাঁকাল ছেলেটা। 'ওটা তোমাকে জ্যান্ত সিদ্ধ করার পরে তোমার মগজ খেয়ে ফেলত। শ্যাডোরা মানুষের মগজ খেতে খুব পছন্দ করে। মানুষের মগজ তাদের কাছে অত্যন্ত সুস্বাদু একটি খাবার।'

পেট গুলিয়ে এল নেলির। 'আমাকে উদ্ধার করার জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু এই শ্যাডো দের বাড়ি কোথায়?'

'ওরা সেটিনের এ অংশে শিকার করে বেড়ায়। ওরা সবসময় এখানেই ছিল।' ছেলেটির কণ্ঠে বিতৃষ্ণা ফুটল। 'বেশিরভাগ লোক ভুলেও এদিকে পা মাড়ায় না।

'আমার এখানে আসার কোনই ইচ্ছা ছিল না। আমি এসেছি হরর টাউন নামে একটি শহর থেকে। তুমি জানো ওটা কোথায়?'

'তুমি কি পৃথিবী থেকে এসেছ?'

'হ্যাঁ।'

মাথা ঝাঁকাল যিটা। 'পৃথিবী কোথায় আমি জানি।'

'গুড। ওখানে কী করে ফিরে যাব বলতে পার?'

'তুমি ওখানে ফিরে যেতে পারবে না। কার্টেনের অপর প্রান্তে পৃথিবীর অবস্থান।'

'কার্টেন কী জিনিস?'

অদ্ভুত আকাশটার দিকে আঙুল তুলে দেখাল যিটা। 'দ্য কার্টেন অব ড্রিমস।'

উদ্বেগ বোধ করছে নেলি। 'কিন্তু আমাকে ফিরে যেতেই হবে। কাল আমার

হোমওয়ার্ক আছে। আমার একটি পরিবার আছে, আছে মা এবং ছোট ভাই। আমি তোমাদের এখানকার কেউ নই।'

ঘুরল ছেলেটা। 'সেটা আমার দেখার বিষয় নয়।'

'দাঁড়াও! দাঁড়াও! যাচ্ছ কোথায়?'

দাঁড়িয়ে পড়ল সে। 'আমি সেন্টারে ফিরে যাচ্ছি।'

'কী সেটা?'

'সেটিনের রাজধানী। এখানে ফুরমা বাস করেন, গোটা সেটিনের হাই লর্ড।'

'ফুরমা কে?'

'বললামই তো। কিন্তু তুমি কে?'

'আমার নাম নেলি ম্যাকেই,' হ্যাণ্ডশেক করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল নেলি। ও চায় না ছেলেটা ওকে শিকারী শ্যাডোদের মধ্যে জঙ্গলে একা ফেলে রেখে চলে যাক। মাথা ধরলেই ওর মেজাজ খারাপ হয়ে যায় আর সেখানে কেউ কচমচ করে মগজ চিবোচ্ছে, কল্পনাই করা যায় না। যিটা ওর হাতের দিকে অপলক তাকিয়ে রইল, হ্যাণ্ডশেক করল না। নেলি বলল, 'আমি কি তোমার সঙ্গে আসতে পারি?'

ছেলেটি বলল, 'তুমি আমার যাত্রা মন্থর করে দেবে।'

'আমি অতোটা মন্থর নই,' বলল নেলি। 'আর তুমি আমাকে এভাবে একা ফেলে রেখে চলে যেতে পারো না।'

'কেন পারি না?'

'তুমিই না একটু আগে বললে এ জঙ্গল ভর্তি শ্যাডো, ওরা আবার আমাকে হামলা করতে পারে।'

'সেটা আমার দেখার বিষয় নয়।'

'অবশ্যই তোমার দেখার বিষয়। দ্যাখো, তুমিই তো আমাকে প্রথমবারে প্রাণে বাঁচিয়েছ। তাহলে এখন সাহায্য করতে চাইছ না কেন?'

'যে শ্যাডোটা তোমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল ওটাকে আমি বধ করি কারণ ওটা আমার চলার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। নইলে এসবের মধ্যে আমি জড়াতামই না।'

'কিন্তু আমি কখন জ্ঞান ফিরে পাব সেজন্য তুমি অপেক্ষা করছিলে!'

'আমি স্রেফ বিশ্রাম নিচ্ছিলাম।'

'তাহলে তো ওটা আমার মগজ খেয়ে ফেললে তোমার আসত যেত না।'

'হ্যাঁ।'

খুবই অসন্তুষ্ট হলো নেলি। 'তুমি খুব একটা বন্ধুসুলভ নও, তুমি কি তা জানো?'

'তাতেও আমার কিছু যায় আসে না।'

'তাহলে কীসে তোমার যায় আসে?'

'আমি এখন কত দ্রুত সেন্টারে ফিরতে পারব সেটাই ভাবছি।'

'আমি তোমার সঙ্গে সেন্টারে যাব। তোমার ফুরমা নামের লোকটার সঙ্গে দেখা করব।'

'তিনি 'লোকটা' নন। তিনি গোটা সেটিনের হাই লর্ড।'

'হ্যাঁ, সে তো শুনলামই। প্রথমবারেই বলেছ। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই জানতে আমি কীভাবে পৃথিবীতে ফিরব সে পথ তিনি বাতলে দিতে পারবেন কি না।' একটু থামল নেলি। 'ধারণা করছি তিনি সত্যি জ্ঞানী, খুব শক্তিশালী এবং ইত্যাদি ইত্যাদি।'

ইতস্তত করল যিটা। 'তিনি জ্ঞানী এবং শক্তিশালী।'

'উনি কি আমাকে সাহায্য করতে পারবেন?'

'আমি জানি না। এবং জানতেও চাই না।' চলে যাওয়ার জন্য ঘুরল যিটা। 'তোমার যদি আমার সঙ্গে আসতে ইচ্ছা করে আসতে পারো। তবে চলার পথে তোমার নিজের শক্তি ব্যবহার করতে হবে। আর যদি শ্যাডোরা আক্রমণ করে, আগে আমি আত্মরক্ষা করব তারপর তোমার কথা ভাবব।'

যিটার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা শুরু করল নেলি। ছেলেটা লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে চলেছে।

'আমাকে রক্ষার একটুখানি চেষ্টা তো অন্ততঃ করবে,' ঠাট্টা করল নেলি, 'আমার মনে হয় তুমি আমাকে একটু হলেও পছন্দ করে ফেলেছ।'

'মানুষদের ব্যাপারে আমার একদমই আগ্রহ নেই।'

'কেন নেই?'

'কারণ তাদের চেহারা ভারী অদ্ভুত। তাদের আচার আচরণও অদ্ভুত।'

'আমি যেখান থেকে এসেছি সেখানে তোমার সুঁচালো কান, সবুজ চামড়া আর পরনের কাপড়চোপড় দেখলেও সবাই তোমাকে অদ্ভুত ভাববে। সে কথাটি কি ভেবেছ কখনও?'

'না। মানুষ কে কী ভাবল তার আমি থোড়াই কেয়ার করি।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল নেলি। 'সেন্টার আর কতদূর?'

'তোমাদের হিসেবে একদিনেরও বেশি রাস্তা।'

'তুমি কি চলার পথে থেমে একটু বিশ্রাম নেবে না?'

'তোমার ইচ্ছে করলে তুমি থেমে বিশ্রাম নিতে পারো। তবে আমি কোথাও দাঁড়াব না।'

'আমাকে শ্যাডোদের খাবার হিসেবে ফেলে রেখে চলে যাবে?'

'হ্যাঁ।'

'মাথা নাড়ল নেলি। 'তোমার অনেক দেমাক। তুমি কি তা জানো?'

'কথাটা তুমি একটু আগেই বলেছ। এতে আমার...'

'এতে তোমার কিছু যায় আসে না,' ওকে বাধা দিল নেলি।

'হ্যাঁ, এ কথাটাও ইতিমধ্যে তুমি বলেছ।'

আট

জর্জ স্যাণ্ডার্সের বাসায় এসেছে সবাই। ওর বেডরুমের জানালায় সজোরে করাঘাত করল। বেঁটে বাটুল জর্জ দরজা খুলতে অনেক সময় নিল। সে রোগাপাতলা, গোটা মুখ জুড়ে মস্ত একটা নাক। পরনে লাল রঙের ক্রিসমাস পাজামা, মাথায় সান্তা ক্যাপ। ঝোপের মতো ভুরু তার। ক্যাপ মাথায় খুবই হাস্যকর লাগছে তাকে। দলটাকে দেখে যারপরনাই বিস্মিত জর্জ।

'আরি! তোমরা এখানে কী করছ?' জিজ্ঞেস করল সে।

স্যালি আগ বাড়িয়ে বলল, 'তোমাকে আমরা সাবধান করতে এসেছি।'

চেহারায় ভয় ফুটল জর্জের। 'এলিয়েনরা আবার ফিরে এসেছে নাকি?'

'না,' বলল স্যালি। 'তারচেয়েও খারাপ খবর আছে। নেলি ম্যাকেইকে মনে আছে?'

'সোনালি চুলের সেই সুন্দর মেয়েটা?'

'সে দেখতে অত সুন্দর না। যাকগে, ওকে এক ভয়ঙ্কর দানব অপহরণ করে নিয়ে গেছে।'

মুখে হাত চাপা দিল জর্জ। 'কী অলুক্ষুণে কথা! পুলিশে খবর দিয়েছ?'

'এ শহরের পুলিশে খবর দিয়ে কোন লাভ নেই,' হালকা গলায় বলল অ্যাডাম।

'কেন?' জিজ্ঞেস করল জর্জ।

'কারণ ওরা এমন ভীতু যে থানা থেকে বেরোতেই ভয় পায়।' জবাব দিল স্যালি। 'শোনো, আমরা বোধহয় ইতিমধ্যেই অনেক দেরি করে ফেলেছি। আমরা নিশ্চিত দানবটা নেলিকে দিয়ে নৈশভোজ সেরে নিয়েছে। তবে আমরা এখানে এসেছি তোমাকে রক্ষা করতে। এই দানবটা খুবই খতরনাক এবং ভয়ানক। সে লোকের ক্লজিটে থাকতে পছন্দ করে।'

জর্জ ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'ওটা নেলির ক্লজিটে থাকত?'

সামনে এগিয়ে এল স্যালি, ষড়যন্ত্রের ভঙ্গিতে ফিসফিস করে বলল, 'ওটা যে কারও ক্লজিটে বাস করতে পারে। ওটা তোমাকে ধরে খেয়ে ফেলবে এ ভয় পেয়েছ কি দানবটা তোমার ওপর হামলা চালিয়ে বসবে। তুমি যদি ভয় পাও তাহলে একটা দরজা খুলে যাবে এবং সে দরজা দিয়ে দানবটা এ ডাইমেনশনে ঢুকে পড়ে তোমাকে ধরে ফেলবে। আর একবার ওর পাল্লায় পড়েছ কি কেউ তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না। কাজেই বুকে সাহস বেঁধে থাকো, কিছু সমস্যা হবে না।' একটুক্ষণ বিরতি দিল স্যালি। 'তোমাকে এ কথাই বলতে এসেছিলাম। এখন তাহলে যাই।' সে চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়াল, তার দেখাদেখি অন্যরাও। জর্জ ভয়ে-আতঙ্কে অস্থির।

'দাঁড়াও! দাঁড়াও!' গুঙিয়ে উঠল সে। 'আমাকে এভাবে ফেলে রেখে চলে যেয়ো না। আমি ভয়ে মরে যাব।'

দাঁড়িয়ে পড়ল স্যালি। করুণভাবে মাথা নাড়ল। 'তাহলে আজ রাতেই নির্ঘাত ওটা তোমাকে ধরতে আসবে। তোমার জন্য আমাদের কিছুই করার নেই। মানে তোমাকে আমরা সাহায্য চেয়েছিলাম কিন্তু তাতে লাভ হলো না কোন। আমরা সত্যি দুঃখিত, বন্ধু।'

'তোমার সঙ্গে আবার দেখা হয়ে ভালো লাগল, জর্জ,' বলল ঘড়িয়াল বাবু। চলে যাওয়ার জন্য আবারও ঘুরল ওরা।

'যেয়ো না!' কাকুতি মিনতি করল জর্জ। 'আমার সঙ্গে থাকো। আমাকে বাঁচাও।'

দাঁড়াল স্যালি। কিন্তু একমাত্র তুমিই নিজেকে রক্ষা করতে পারো। ব্যাপারটা তো বললামই, জর্জ। যখন তুমি ভয় পাবে একমাত্র তখনই তোমাকে ওটা ধরতে আসবে।'

'কিন্তু কথাটা আমাকে তোমাদের না বললেও চলত,' আপত্তি করল জর্জ। 'তোমরা আমার ঘুম ভাঙিয়ে এসব কথা না শোনালে আমি তো ভয়ই পেতাম না।'

স্যালিকে রুষ্ট দেখাল। 'আমরা এলাম তোমাকে সাহায্য করতে আর তুমি আমাদেরকে একটা ধন্যবাদ পর্যন্ত দিলে না। এখন মাঝরাত। কাল আমাদের সবার হোমওয়ার্ক করতে হবে। সকাল সকাল উঠতে হবে। অথচ না ঘুমিয়ে আমরা তোমার কাছে এলাম। না এলেও তো পারতাম। বদলে তোমার ঝাড়ি খেতে হলো।'

শরমিন্দা দেখাল জর্জকে। সে ক্ষমাপ্রার্থনার সুরে বলল, 'আমি দুঃখিত। তোমরা এত রাতে কষ্ট করে এসেছ সেজন্য আমি খুবই কৃতজ্ঞ। কিন্তু প্লীজ, তোমরা চলে যেয়ো না। আমার সঙ্গে থাকো।'

'কিন্তু তোমার সঙ্গে থাকলে তো আর শহরের অন্য বাচ্চাদেরকে সাবধান করে দিতে পারব না।' বলল ঘড়িয়াল বাবু। 'আমরা তোমাকে রক্ষার জন্য এখানে থাকলাম আর ওদিকে সবাই একে একে মরতে শুরু করলে ব্যাপারটা খুবই খারাপ দেখাবে। তুমি নিশ্চয় চাও না তোমার কারণে ওরা মারা যাক?'

আমতা আমতা করল জর্জ। 'না। তবে...'

'তাছাড়া নেলির বাসায় যেতে হবে ওর মা'র সঙ্গে কথা বলতে।' ওদের কথার মাঝখানে নাক ঢোকাল স্যালি। 'ব্যাখ্যা দিতে হবে তার মেয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে। নেলির অপহরণ এমন কোন সামান্য বিষয় নয় যে হালকাভাবে নেব।'

জর্জ দম নিতে নিতে বলল, 'দানবটা কি সত্যি ওকে হত্যা করেছে?'

'ওকে জ্যান্ত খেয়ে ফেলেছে,' শুকনো গলায় বলল ব্রাইস। 'খেয়ে ফেলেছে ওর মগজ।'

'তারপর ওর স্পন্দিত হৃৎপিণ্ডও গিলে নিয়েছে,' যোগ করল স্যালি।

গুঙিয়ে উঠল জর্জ। 'ওহ, না। কী ভয়ঙ্কর!'

'এ বড় নিষ্ঠুর পৃথিবী,' সমবেদনার সুরে বলল স্যালি।

জর্জ নিজেকে সামলাতে সামলাতে বলল, 'কিন্তু তোমাদেরকে তো তেমন মন খারাপ করতে দেখছি না। ও না তোমাদের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল?'

'এ শহরে আমরা শিখেছি কারও সঙ্গেই খুব বেশি ঘনিষ্ঠতা করতে নেই।' বলল

অ্যাডাম। 'এবং তাই উচিত। উদাহরণ হিসেবে ধরো, কাল যদি তুমি খুব নৃশংসভাবে খুন হয়ে যাও, আমরা খুব একটা দুঃখ পাবো না।'

'কিন্তু আমি দুঃখ পাবো,' আপত্তির সুরে বলল জর্জ।

'তুমি তো মরেই থাকবে,' বলল ঘড়িয়াল বাবু। 'তোমার কোন অনুভূতিই থাকবে না।' ঘুরল সে, অন্যরা ওকে অনুসরণ করল। 'তোমার জন্য আমাদের যা করার ছিল করেছি। রাতটা তোমার শুভ কাটুক।'

'এরপরেও আমার রাতটা শুভ কাটবে কী করে?' গুঙিয়ে উঠল জর্জ। কিন্তু এবারে আর ওরা থামল না। হাঁটতে লাগল। হাঁটতে হাঁটতে জর্জের দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে এল। তারপর অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দ্রুত একটা মিটিং সেরে নিল।

নয়

'জর্জ যা ভয় পেয়েছে আজ রাতে আর ওর ঘুম আসবে না,' মন্তব্য করল স্যালি।

'তুমি ডর দেখিয়ে ওর কলজে শুকিয়ে দিয়েছ,' স্যালির প্রশংসা করল ঘড়িয়াল বাবু।

'ধন্যবাদ,' বলল স্যালি। 'মানুষকে ডর দেখানোই আমার বিশেষত্ব।'

'এখন গোপনে ওর ওপর নজর রাখতে হবে,' বলল অ্যাডাম। 'কিন্তু আমরা লুকাব কোথায়? ওর বাড়ির আঙিনার কোন গাছে?'

ডানে বামে মাথা নাড়ল ঘড়িয়াল বাবু। 'নাহ্, সেটা অনেক দূর হয়ে যাবে। ক্লজিটের শয়তানটা এসে যদি ওকে কপ করে ধরে ফেলে আমরা বাধা দেয়ারও সময় পাব না। ওর ঘরের জানালার পাশে ঘাপটি মেরে থাকব।'

'কিন্তু যদি ও দেখে ফেলে?' বলল ব্রাইস।

'এটুকু ঝুঁকি তো নিতেই হবে,' বলল ঘড়িয়াল বাবু।

'কোন ঝুঁকি নিতে হবে না আমাদেরকে,' বলল স্যালি।

'ভোর হওয়ার আগে জর্জ ক্লজিটের ওপর থেকে চোখই সরাবে না। তার জানালার বাইরে কী হচ্ছে, কে ওর ওপর নজর রাখছে সেদিকে সে খেয়ালই করবে না।'

'যদি দানবটা চলে আসে তখন কী করব আমরা?' শান্ত গলায় জানতে চাইল টিরা।

কপালে ভাঁজ পড়ল অ্যাডামের। 'খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আমরা এ আশায় অভিযান করছি যে দানবটাকে কব্জা করতে পারব। কিন্তু সে যদি আমাদের সবার চেয়ে শক্তিশালী হয় তখন কী করব?'

'তখন বিপদে পড়ে যাব,' বলল ব্রাইস।

'যত বিপদই হোক,' বলল অ্যাডাম, 'জর্জকে আমরা হারাতে চাই না।'

ডানে বামে মাথা নাড়ল ঘড়িয়াল বাবু। 'নেলিকে রক্ষা করতে চাইলে জরুরি দানবটার রাজ্যে প্রবেশ করা। জর্জকে নিয়ে পরেও দুশ্চিন্তা করা যাবে।'

'আর আমাদের কী হবে?' প্রশ্ন করল স্যালি।

এ প্রশ্নের কেউ জবাব দিল না।

কারণ সবাই জানে কী ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক পথে ওরা পা বাড়াতে চলেছে।

ওরা সবাই মিলে চুপিসারে চলে এল জর্জদের বাড়ির পেছনের আঙিনায়, উঁকি দিল ওর বেডরুমের জানালা দিয়ে। আলো জ্বেলে দিয়েছে জর্জ, আঁতিপাঁতি করে ক্লজিট খুঁজে দেখছে, কোন ফাঁক ফোকর আছে কিনা যেখান থেকে ঢুকতে পারে দানব। আধঘন্টা অভিযান শেষে ক্ষান্ত দিল সে, ঘরের বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়। তবে তার চেহারা দেখে মনে হলো না সে ঘুমাতে পারবে।

ওরা জর্জ এবং ক্লজিটের ওপর পালা করে চোখ রাখছে। এক ঘন্টা পার হয়ে গেল। কিন্তু সবুজ আলোর কোন দেখা নেই। জর্জ যে জেগে আছে বোঝা গেল বিছানার ক্যাঁচকোঁচ শব্দে। একটু পরপর এপাশ-ওপাশ করছে সে। এজন্য দোষ দেয়া যায় না ওকে। কারণ ভয়ের চোটে ঘুম না আসাই স্বাভাবিক।

অবশেষে, ক্লজিট ডোরের নিচে উদয় হলো ম্লান একটি সবুজ আভা।

'ওই যে ওটা!' হিসহিস করল স্যালি।

'চুপ!' ওকে সাবধান করে দিল ঘড়িয়াল বাবু। 'সবুজ আলো দেখা দেয়ার মানে এটা নয় যে রাপচারের আরেকটি প্রান্তও তৈরি হয়ে গেছে। ভুলে যেয়ো না, নেলি কিন্তু প্রথম রাতে ওটা দেখতে পায় নি।'

'জর্জ আলোটা নির্ঘাত দেখেছে,' নিচু গলায় বলল অ্যাডাম। 'ওই দ্যাখো, সে বিছানায় উঠে বসেছে। ভয়ে কাঁপছে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল টিরা। 'ওকে যদি আমরা সাহায্য করতে পারতাম।'

'জর্জকে সাহায্য না করলেই কেবল আমরা নেলিকে সাহায্য করতে পারব,' ওকে মনে করিয়ে দিল ব্রাইস।

ওরা দেখছে জর্জ ধীরে ধীরে নেমে এল বিছানা থেকে। সুইচ টিপে বাতি জ্বালানোর চেষ্টা করল। কিন্তু জ্বলল না বাতি, ঘর ডুবে রইল আঁধারে। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপছে জর্জ, ওদিকে সবুজ আলোর আভা ক্রমে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠল। এমন ভয় পেয়েছে জর্জ, দরজার দিকে ছুটে যাওয়ার সাহসও নেই। সে জানে বন্ধুরা যে দানবের কথা বলেছিল ওকে ওটাই এসেছে ওর মগজ খেতে। অ্যাডামরা শুনল ভয়ে উউ করে কাঁদতে শুরু করেছে জর্জ।

সাবধানে সিধে হলো ঘড়িয়াল বাবু, জানালাটা বাইরে থেকে খুলতে শুরু করল।

'যে কোন মুহূর্তে ছুটে যাওয়ার জন্য সবাই প্রস্তুত হও,' ফিসফিস করে বলল সে।

'আমরা ছুটে যাব?' জানতে চাইল স্যালি।

'আমরা দানবটার পিছু পিছু তার নরক-রাজ্যে ঢুকে পড়ব,' বলল ব্রাইস।

ক্লজিটের ভেতরে জোরে জোরে খচরমচর শব্দ শুরু হয়ে গেল।

জর্জ শুতে যাওয়ার আগে ক্লজিটের দরজায় একটা চেয়ার ঠেস দিয়ে গিয়েছিল। ওটা এখন ধাক্কা খেতে শুরু করল।

'আমাদেরকে দানবের নরক-রাজ্যে যেতে হবে এমন তো কোন প্ল্যান ছিল না'

বেজার হলো স্যালি।

'শ্‌শ্‌,' বলল ঘড়িয়াল বাবু। 'সবাই রেডি থাকো।'

ক্লজিট ডোরে দড়াম করে কী যেন আছড়ে পড়ল।

জর্জ আর্তচিৎকার করে উঠল।

ধাম করে খুলে গেল ক্লজিটের দরজা।

কুৎসিত সবুজ একটা আলোয় ভরে গেল জর্জের বেডরুম।

জর্জের গায়ের রঙও সবুজ হয়ে গেল। সে চিৎকার দেয়ার চেষ্টা করল কিন্তু গলা দিয়ে রা বেরুল না।

ক্লজিট থেকে প্রকাণ্ড আকৃতির এবং ভয়ঙ্কর কি যেন একটা সাঁৎ করে বেরিয়ে এল।

'চলো সবাই!' হাঁক ছাড়ল ঘড়িয়াল বাবু।

দশ

পরের কয়েক সেকেণ্ড যেন ওখানে নরক ভেঙে পড়ল। প্রথম সমস্যা হলো ওরা সবাই একসঙ্গে-শুধু স্যালি ছাড়া- একই সময়ে জানালা দিয়ে ঘরে ঢোকার চেষ্টা করছিল। স্বাভাবিকভাবেই একে অন্যের সঙ্গে ধাক্কা খেল, চাপ খেল, ব্যথা পেল। জানালাটা অতটা বড় ছিল না বলে সবাই-ই ওখানে ধস্তাধস্তি করতে লাগল কে আগে ঘরে ঢুকবে।

জর্জকে যে দানবটা ধরতে আসছিল তার চেহারার কোন বর্ণনা চলে না। দেখতে ঘন, আঠালো চলমান মেঘের মতো একটা বস্তু। প্রকাণ্ড আকার, পূর্ণবয়স্ক মানুষের চেয়েও অনেক বড়, আর গায়ের রঙ ঘিনঘিনে সবুজ। জিনিসটার অনেকগুলো হাত, কমপক্ষে চারটা তো হবেই, ভয়ঙ্কর চোখগুলো আগুনের ভাঁটার মতো জ্বলছে। ওটা হেঁটে নয়, যেন ভাসতে ভাসতে এগিয়ে যাচ্ছিল জর্জের দিকে। ওটার পা আছে কিনা বলতে পারবে না অ্যাডামরা। তবে গতি খুব ক্ষিপ্র। ওদের কেউ জানালা গলে ঘরে ঢোকার আগেই বিকট এবং বীভৎস প্রাণীটা ঝাঁপিয়ে পড়ল জর্জের ওপর।

জর্জ ওর হাতের মধ্যে আটকা পড়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

'থামো!' গর্জে উঠল অ্যাডাম। ঘরে লাফ মেরে চলে এসেছে ও, পর মুহূর্তে ওর পাশে উদয় হলো ঘড়িয়াল বাবু। টিরা আর ব্রাইস এখনো জানালা বাইতে গিয়ে ধস্তাধস্তি করছে। স্যালি জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে নখ খুঁটছে।

'ধরো ওকে!' চেঁচাল বাবু।

'কোথায় ধরব?' অ্যাডামও চেঁচাল।

'ওর যে কোন জায়গায়,' বলল ঘড়িয়াল বাবু।

ক্লজিটের প্রাণীটা ইতিমধ্যে জাপ্টে ধরেছে জর্জকে। ওটা ওকে শূন্যে তুলে ফেলল, টেনে নিয়ে যাচ্ছে ক্লজিটের দিকে। অ্যাডাম এবং ঘড়িয়াল বাবু দু'জনে এবারে একযোগে লাফ মারল প্রাণীটার পিঠে। জড়িয়ে ধরল দু'হাতে। ওটাকে থকথকে দেখালে কী হবে, গায়ের চামড়া নিরেট এবং শক্ত । ওটার মুখভর্তি সারি সারি দাঁত

দেখতে পেল অ্যাডাম এক ঝলক। পর মুহূর্তে প্রবল ঝটকা খেয়ে ছিটকে গেল ও ঘরের এক প্রান্তে। ভাগ্য ভালো বলে মেঝে নয়, জর্জের খাটের ওপর গিয়ে পড়ল। পতনের চোটে মাথা ঘুরছে, আবছা চোখের দৃষ্টি, তবুও ও অবাক হয়ে গেল দেখে স্যালি জানালা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়েছে এবং কিম্ভূত প্রাণীটার পাছায় সজোরে লাথি কষিয়ে দিয়েছে। দানবটা তখন ঘড়িয়াল বাবুর মাথা কামড়াতে যাচ্ছিল।

'এই নে কুৎসিত হারামজাদা!' বলে আবার দানবটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল স্যালি। দুম করে বসিয়ে দিল ঘুষি। ওর ঘুষিতে নিশ্চয় অনেক জোর ছিল কারণ ঘড়িয়াল বাবুকে ছেড়ে দিল সে। তবে জর্জকে ছাড়ল না। এবারে সে স্যালিকে কামড়ে দেয়ার চেষ্টা করল। ততক্ষণে ব্রাইস এসে পড়েছে স্যালির সাহায্যে। সে কোত্থেকে একটা বেসবল ব্যাট জোগাড় করেছে, দানবটা যে-ই স্যালির দিকে ঝুঁকেছে, সর্বশক্তি দিয়ে ওটার মাথায় দুম করে ব্যাটের বাড়ি বসিয়ে দিল ব্রাইস। আঘাতে কাজ হলো। পেছন দিকে হোঁচট খেতে খেতে সরে গেল দানব। তার হাত থেকে খসে গেল জর্জ। অচেতন দেহটা পড়ে গেল মেঝেয়। বোঝাই যাচ্ছিল এতগুলো হামলা ঠেকানোর ক্ষমতা নেই দানবের। সে ঘুরে দাঁড়াল, থাবা বাড়িয়ে এগোল ক্লজিটের খোলা দরজায়।

খাটের ওপর লাফ দিয়ে সিধে হলো অ্যাডাম। 'ওটাকে পালাতে দিয়ো না। ওর পিছু নাও!'

সবার আগে অ্যাডামই অ্যাকশনে নেমে পড়ল। ধাওয়া করল সে প্রাণীটাকে, ওটাকে সহই সোজা ঢুকে পড়ল ক্লজিটের ভেতরে তীব্র সবুজ আলোর মাঝে। ঘড়িয়াল বাবু এবং স্যালি গেল দলনেতার পেছন পেছন। ব্রাইস এবং টিরা ওদেরকে অনুসরণ করছিল তবে ক্লজিটের কাছে পৌঁছানোর আগেই অন্য ডাইমেনশনের রাপচারটা বন্ধ হয়ে গেল।

ওদেরকে অন্ধকারে রেখে গেল যেখান থেকে কোথাও যাওয়ার রাস্তা নেই।

হতভম্ব হয়ে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল ব্রাইস এবং টিরা।

মেঝের ওপর শুয়ে থাকা জর্জ গুঙিয়ে উঠল। জ্ঞান ফিরে পেয়েছে।

'ওরা চলে গেছে,' ফিসফিস করল টিরা।

ঘরে শুধু ওরা তিনজন।

থমথমে চেহারা নিয়ে সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল ব্রাইস। 'কিন্তু কোথায়?' বলল সে।

এগারো

যিটার সঙ্গে তাল মিলিয়ে পথ চলতে গিয়ে ইতিমধ্যে বেজায় শ্রান্ত নেলি। এই ছেলেটা যেমন দ্রুত চড়াই বাইতে পারে, ততটাই বেগে উৎড়াই পার হয়। আর সেটিন নামের এ বিচিত্র দেশে পাহাড় পর্বতের কোনই অভাব নেই। মাথার ওপরে আবছা সবুজ আভা ছড়ানো আকাশের রঙে নেই কোন পরিবর্তন। সবুজ আলোয় গোটা ভূপ্রকৃতি গা রিরি

করা একটা রঙে মেখে আছে। কী অদ্ভুত আকাশ! নেলির মনে আছে যিটা আকাশের দিকে কীরকম হাত ছুড়ে ছুড়ে কার্টেন অব ড্রিমস-এর কথা বলছিল। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল সে যেন আকাশটা ছুঁয়ে ফেলবে।

ওরা সরু একটি জলধারার সামনে চলে এল।

কুলুকুলু শব্দে বয়ে চলেছে স্রোত। যাত্রা বিরতি দিল যিটা।

'তুমি একটু বিশ্রাম নিয়ে পানি খেতে পারো,' আড়ষ্ট গলায় নেলিকে বলল সে।

দাঁড়িয়ে পড়ল নেলি। হাঁটু গেড়ে বসল জলধারার পাশে।

'এ পানিটা কি ভালো?' জিজ্ঞেস করল সে।

'সেটিনের পানি সবসময়ই ভালো।'

'তাহলে তুমি পান করছ না কেন?'

'আমার তেষ্টা পায়নি।'

'কিন্তু আমরা তো অনেকক্ষণ ধরে হাঁটছি।'

'মানুষেরা দুর্বল। সেটিনের বাসিন্দাদের তুলনায় অল্প পরিশ্রমেই তারা তৃষ্ণার্ত এবং ক্লান্ত হয়ে পড়ে।'

নেলি তার সোনালি চুলগুলো মাথার একপাশে ঠেলে সরিয়ে ঝুঁকে স্ফটিক স্বচ্ছ পানি তুলে নিল আঁজলা ভরে। পানিটা বেশ গরম। মধুর মতো মিষ্টি মিষ্টি একটা স্বাদ আছে। খেতে ভালোই লাগল। সে হাতে-মুখে পানি ছিটিয়ে বেশ আরাম পেল।

'মানুষের বিরুদ্ধে তোমার এতো ক্ষোভ কেন?' জিজ্ঞেস করল নেলি। যিটার পায়ের দিকে ওর নজর গেল। দেখল যিটার দু'পাশে চারটে চারটে মোট আটটি আঙুল। একটি আঙুল বড়, বাকিগুলো ছোট। তার হাতেও আঙুল চারটে।

'মানুষের বিরুদ্ধে আমার কোন ক্ষোভ নেই। আমি শুধু ওদের সম্পর্কে যা জানি তাই বললাম।'

'এর আগে কোন মানুষের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে? আমার সঙ্গে পরিচয়ের আগে?'

ইতস্তত: করে জবাব দিল যিটা। 'হয়েছে।'

'কোথায় এখন তারা? সেন্টার-এ?'

'না।'

'তাহলে কোথায়?'

'শ্যাডোদের পেটে।'

আঁতকে উঠল নেলি। 'তুমি ওদেরকে খেয়ে ফেলতে দেখেছ?'

'দেখেছি।'

'ওদেরকে বাঁচানোর চেষ্টা করোনি?'

'না।'

রেগে গেল নেলি। 'কেন করোনি? বোলোনা যে এতে তোমার কিছু এসে যায় না।'

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে যিটা বলল, 'শ্যাডোরা সংখ্যায় অনেক বেশি ছিল।

আমার পক্ষে সাহায্য করা সম্ভব ছিল না।'

হালকা দুঃখের ছাপ ছেলেটার কণ্ঠে। সিধে হলো নেলি।

'মোস্ট হাইলর্ড ফুরমা কেন এই ভয়ঙ্কর প্রাণীগুলোকে অবাধে ঘোরাঘুরি করতে দেন?' জানতে চাইল ও।

যিটা কটমট করে তাকাল নেলির দিকে, যেন ধমক দেবে। কিন্তু তারপরই সে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

'আমি জানি না,' শান্ত গলায় জবাব এল।

'এ জায়গাটা যখন এতোই বিপজ্জনক তাহলে তুমি এখানে একা ঘোরাঘুরি করছ কেন?'

'তুমি বড় বেশি প্রশ্ন কর, নেলি ম্যাকেই।'

'এগুলো ভালো প্রশ্ন। বলো না তুমি এখানে এসেছ কেন?'

অন্যমনস্ক দেখাল যিটাকে। 'এ জায়গাটার নাম ফরবিডেন টেরিটোরি। নিষিদ্ধ অঞ্চল। আমি এখানে আসি শ্যাডোদের নিরীক্ষণ করতে। ওদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে জানার চেষ্টা করি।'

'কেন?'

'কারণ ফুরমাকে রিপোর্ট করতে হবে।'

'উনি তাহলে তোমাকে নিজেই এখানে পাঠিয়েছেন?'

'না। আমি নিজে নিজেই এসেছি।'

'শ্যাডোদের বিষয়ে ফুরমাকে রিপোর্ট করে কী হবে?'

'বলব এদেরকে যেন নিয়ন্ত্রণ করা হয়। আমি চাই ফুরমা এদের বিরুদ্ধে একটা সেনাবাহিনী পাঠাবেন।'

'একটা কথা জিজ্ঞেস করি, কিছু মনে কোরো না। তোমাকে দেখে তো বয়সে আমার চেয়ে বড় মনে হয় না। তাহলে এই ফুরমাকে তুমি চেনো কীভাবে?'

'তিনি আমার চাচা।'

'তুমি রাজার ভাতিজা?'

'হুঁ।'

হাসল নেলি। 'শুনে খুব খুশি হলাম।'

'তোমাকে খুশি করার জন্য কথাটা বলিনি।'

'তাই কি? তুমি কি সত্যি মানব কন্যাদের একটুও পছন্দ করো না?'

মাথা নিচু করল যিটা। 'তোমার পানি খাওয়া শেষ হয়েছে, নেলি ম্যাকেই?'

'আমাকে শুধু নেলি বলবে।'

'তোমার পানি খাওয়া শেষ?'

'হুঁ। কিন্তু তুমি কি জোরে না হেঁটে পারো না? আমি ক্লান্ত হয়ে গেলাম।'

'রাত নামার আগেই আমাদেরকে পৌছাতে হবে।'

'কী বলছ? এখনই তো রাত।'

ডানে-বামে মাথা নাড়ল যিটা। 'আমাদের রাজ্যে এটা দিন। রাত নামলে কিছুই দেখা যায় না। তখন শ্যাডোরা ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক হয়ে ওঠে।'

শিউরে উঠল নেলি। 'এ এলাকায় ওদের সংখ্যা কি অনেক বেশি?'

যিটা নাক উঁচু করে বাতাস টানল। 'এ অঞ্চলের সবখানে ওরা ছড়িয়ে আছে। চলো, এগোই।' সে ঘুরে দাঁড়াল। আরেকটি পাহাড় লক্ষ্য করে হাঁটা দিল। নেলি দ্রুত তাকে অনুসরণ করল।

'আমি কি কথা বলতে পারি?' অনুমতি চাইল ও।

'তোমাকে কথা বলা থেকে বিরত রাখে কার সাধ্য! দয়া করে আস্তে কথা বলো।'

'তুমি "দয়া করে" শব্দটা বলেছ, যিটা। আমি খুব খুশি হয়েছি।'

'বললামই তো তোমাকে খুশি করার জন্য আমি কিছু বলি না।'

'সে আমি জানি,' বলল নেলি। 'তুমি শ্যাডোদের নিয়ন্ত্রণ করার কথা বললে। ওদের কি সংখ্যাবৃদ্ধি হয়েছে?'

'মনে হচ্ছে।'

'ওরা দেখতে কেমন, মানে প্রকাণ্ড প্রাণীর মতো?'

'না।'

'একটু খুলে বলো না, শুনি।'

'তোমাকে তো একজন হামলা করেছিল। তুমি তো দেখেছ।'

'ভালো করে দেখতে পারিনি। অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম।'

নাক সিঁটকাল যিটা। 'বিপদে পড়লে মানুষ অমনই করে।'

'এরা কোত্থেকে এসেছে? অন্যান্য বুনো জানোয়ারের মতো এদেরও কি ছোটখাট বাচ্চা আছে?'

যিটা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর সিরিয়াস গলায় বলল, 'এটা একটা রহস্য। সেন্টারের অনেক জ্ঞানী-গুণী মানুষের মধ্যেই এ বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক রয়েছে।' একটু বিরতি দিল সে, তারপর কেন জানি শিউরে উঠল। 'কারও ধারণা আমাদের অনিঃশেষিত ভয় থেকে ওদের উৎপত্তি।'

ভুরু কোঁচকাল নেলি। 'ঠিক বুঝলাম না। তোমাদের লোকেরা কি ওদেরকে সৃষ্টি করছে?'

মাথা নাড়ল যিটা, জঙ্গলে সতর্ক চোখ বুলাল।

'এ এলাকায় দাঁড়িয়ে এসব বিষয় নিয়ে কথা না বলাই ভালো।'

ইতস্তত: করে নেলি বলল, 'ঠিক আছে। আমার একটু কৌতূহল হয়েছিল, এই যা।'

'শ্যাডোদের বিষয়ে কৌতূহল দেখানো ভালো নয়।'

'মানুষের জন্যও কি এ কথা প্রযোজ্য?'

'সবার জন্যই এ কথা প্রযোজ্য,' গম্ভীর মুখে বলল যিটা।

'ফুরমা কেমন লোক?'

'তিনি সকল সেটিনের হাই লর্ড।'

'সে তো আগেও বলেছ। মানে তিনি ব্যক্তি হিসেবে কেমন?'

'তিনি মানুষের পছন্দ করেন কিনা জানতে চাইছ?'

'হ্যাঁ। পছন্দ করেন?'

'না।'

নেলির কপালে ভাঁজ পড়ল। 'অঃ। উনি কি আমাকে সাহায্য করবেন?'

'না।'

'তাহলে তুমি আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাচ্ছ কেন?'

'তুমিই তো যেতে চাইলে। আমি তো তোমাকে জোর করে নিয়ে যাচ্ছি না।'

'তোমার কি মনে হয় আমার পৃথিবীতে ফেরার রাস্তা উনি বাতলে দিতে পারবেন?'

অনিশ্চিত শোনাল যিটার কণ্ঠ। 'ফুরমা জানেন অনেক কিছুই। তবে যা জানেন তার বেশিরভাগ বিষয় সম্পর্কে মুখ খোলেন না।'

নেলি লক্ষ করল ফুরমা সম্পর্কে কিছু বলার সময় যিটার কণ্ঠস্বর কেমন বদলে যায়, কঠোর শোনায়।

'তোমার চাচার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক বোধহয় খুব একটা ভালো না, তাই না?'

'আমি কখনও তাঁকে চাচা বলে ডাকি না। তিনি সকল সেটিনের হাই লর্ড।'

'তোমার সঙ্গে তার সম্পর্ক ভালো নাকি খারাপ বলো?' গোঁ ধরে রইল নেলি।

বিরতি দিল যিটা। 'আমি তাঁর মন মানসিকতা বুঝতে পারি না। জানি না কেন তিনি শ্যাডোদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছেন না। আমার ভেবে দুশ্চিন্তা হয়....' বাক্যটি শেষ করল না সে।

'তোমার কী ভেবে দুশ্চিন্তা হয়?' জানতে চাইল নেলি।

কিন্তু যিটা আর কিছু বলল না।

বারো

ওরা বিরতিহীন হেঁটে চলেছে। যিটা আগের চেয়ে দ্রুত গতিতে হাঁটছে। ওর সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে ঘামে ভিজে চুপচুপ নেলি। খুব গরম লাগছে ওর। যে জঙ্গল ধরে ওরা এগোচ্ছে সেখানে স্বচ্ছন্দে হাঁটার মতো কোন রাস্তা নেই। চলার পথে ঝোপঝাড় ভর্তি। সামনে হাত বাড়িয়ে রেখে হাঁটতে হচ্ছে ওকে যাতে গাছের ডালে বাড়ি না খায়। পথে অসংখ্য ছোট নদী এবং জলধারা পার হলো ওরা। মাঝে মাঝে পানি পান করার জন্য থামল নেলি তবে যিটা ওকে বিশ্রাম দিতে রাজি নয়। দিন ফুরিয়ে আসার দুশ্চিন্তায় সে অস্থির। নেলির কাছে এখনই মনে হচ্ছে অনেক রাত। কিন্তু যিটা ওকে বারবার তাড়া দিচ্ছিল। তার তাড়ায় বাধ্য হয়ে হাঁটার গতি বাড়াতে হলো নেলিকে।

ওরা অদ্ভুতদর্শন উঁচু একটি পাহাড় চুড়োয় এসেছে, এমন সময় দাঁড়িয়ে পড়ল যিটা। মুখ উঁচু করে বাতাসে নাক টানল। তার পাশে এসে দাঁড়াল নেলি।

'কী ব্যাপার?' ফিসফিস করে জানতে চাইল ও।

'ওরা কাছিয়ে আসছে,' শান্ত গলায় জবাব দিল যিটা।

'শ্যাডোরা?'

'হ্যাঁ। আমাদের পিছু নিয়েছে।'

ভয় পেয়ে গেল নেলি। 'তুমি ঠিক জানো?'

'হ্যাঁ,' চারপাশে চোখ বুলাল যিটা। 'এ পাহাড়ে ওঠা উচিত হয়নি। ওরা আমাদেরকে দেখে ফেলেছে। চলো, নেমে পড়ি।' সামনে গিরিখাদের মাঝখানে সরু একটি নদীর দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'ওদিকে একটা গুহা আছে। ওখানে যেতে পারলে আত্মরক্ষা করতে পারব। ওই গুহাটাই আমাদের একমাত্র আশা।'

'কতজন শ্যাডো আমাদের পিছু নিয়েছে, জানো?'

রূপোলী তরবারির হাতল চেপে ধরল যিটা। 'কমপক্ষে এক ডজন।'

নেলির মনে হলো আবার বুঝি সে অজ্ঞান হয়ে যাবে।

'ওদেরকে বাধা দেব কী করে? ওরা কীসে ভয় পায়?'

'ওরা কিছুতে ভয় পায় না,' বলল যিটা।

ওরা যত দ্রুত সম্ভব পাহাড় বেয়ে নিচে নামতে লাগল। কিন্তু ঝোপঝাড় এত ঘন যে বেশ কয়েকবার হোঁচট খেল নেলি। তবে স্বস্তি নিয়ে দেখল ওকে ছেড়ে চলে যায় নি যিটা। যতবার ও হুমড়ি খেয়ে পড়েছে ততবারই যিটা এসে ওকে সিধে হতে সাহায্য করেছে। তবে পেছনে ওরা ছুটন্ত পদশব্দ শুনতে পাচ্ছিল। ওদের সাড়া পাচ্ছে নেলি কিন্তু দেখতে পাচ্ছে না কাউকে। এতে ওর ভয় বেড়ে গেল দ্বিগুণ।

অবশেষে নদীর তীরে পৌঁছাল ওরা।

দম বেরিয়ে গেছে নেলির তবু সে নদীর তীর ধরে দৌড়াবার জন্য ঘুরে দাঁড়াল।

ওকে বাধা দিল যিটা।

'অনেক দেরী হয়ে গেছে,' বলল সে।

'মানে?' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল নেলি।

বাতাস শুঁকল যিটা। 'ওরা গুহাটার কথা জানে। আমাদের পালাবার রাস্তা ওরা বন্ধ করে দিয়েছে।'

নেলির এবার সত্যি অজ্ঞান হওয়ার দশা। 'তাহলে এখন কী করব?'

যিটা তার তীর-ধনুক বের করল। 'রুখে দাঁড়াব। ওদের যে ক'টাকে পারি মেরে তবে মরব।'

'কিন্তু আমি মরতে চাই না। আমি বেঁচে থাকতে চাই।'

যিটা পেছনের পকেট থেকে একটা ছুরি বের করে নেলিকে এগিয়ে দিল।

'তোমাকেও লড়াই করতে হবে,' বলল সে। 'তবে লড়াইতে যদি হেরে যাও জীবিত অবস্থায় ওদের হাতে ধরা দিয়ো না।'

আঁতকে উঠে ছুরিটি ঠেলে সরিয়ে দিল নেলি।

'না।' হাঁপিয়ে ওঠার মতো শব্দ করল সে। 'আমি তা পারব না। নিজের জীবন

আমি নিজের হাতে নিতে পারব না।'

ওর হাতে জোর করে ছুরিটি গুঁজে দিল যিটা।

'আর ওদেরকেও তোমার জীবন নেয়ার সুযোগ দিও না,' মৃদু গলায় বলল সে। 'তোমার কল্পনাতেও নেই ওরা তোমার কী দশা করবে। তারচেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়।'

না না করে ডানে বামে মাথা নাড়ল নেলি।

আঁধার জঙ্গলে গা হিম করা শব্দগুলো ক্রমেই কাছিয়ে আসছে।

হঠাৎ সাহসের একটা ঢেউ যেন বয়ে গেল নেলির দেহে।

'মৃত্যু কখনও শ্রেয় নয়,' বলে সে যিটার হাত থেকে ছুরিটি নিল। শক্ত করে চেপে ধরল ছুরির হাতল।

'আমি লড়াই করব তবু আত্মসমর্পণ করব না। হয় শ্যাডোরা মরবে নয়তো আমি।'

এই প্রথম হাসল যিটা। 'তুমি মানুষ হিসেবে বেশ সাহসী, নেলি।'

তবে নেলি তার সাহস দেখানোর খুব একটা সুযোগ পেল না।

সে তার বাম দিকে সবুজ একটা আকৃতি দেখতে পেল। ধনুকে তীর পরিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছুড়ল যিটা। ছোট বর্শাটি সাঁ সাঁ করে উড়ে চলল জঙ্গলের মাঝ দিয়ে। সবুজ প্রাণীটি আর্তনাদ করে উঠে ডিগবাজি খেয়ে পড়ে গেল। তবে পরক্ষণে আরও দুটো উদয় হলো ওদের বামে। খুবই বদখত চেহারা, চোখগুলো খিদে এবং রাগে জ্বলছে। যিটা আরেকটা তীর ছুড়ে দ্বিতীয় দানবটাকে খতম করল। কিন্তু ধনুকে আবার তীর পরানোর আগেই তিন নম্বর দানবটা ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

যিটা খাপ খুলে তরবারি বের করে ফেলেছিল কিন্তু তার আগেই শ্যাডো লাফিয়ে পড়ল ওর গায়ে। সবকিছু অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে ঘটে চলছিল। নেলি ছুরি তুলল দানবটার পিঠে বসিয়ে দিতে, টের পেল বিরাট একটা কী যেন ওর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। পাঁই করে ঘুরল নেলি। দেখল ইয়া মোটা একটা হাত মুঠো পাকিয়ে ছুটে আসছে ওর দিকে।

দড়াম করে ঘুষিটা লাগল ওর মুখে।

নেলির মাথার ভেতরটা যেন বিস্ফোরিত হলো।

তারপর শুধুই অন্ধকার।

তেরো

স্যালি, ঘড়িয়াল বাবু এবং অ্যাডামের মনে হলো তারা যেন আকাশ থেকে ছিটকে পড়ল। অন্ধকার থেকে রাতে। তবে মাটিতে আছড়ে পড়লেও একটুও ব্যথা পেল না ওরা। এক মুহূর্ত পরেই সিধে হলো সবাই। ক্লজিটের সেই সবুজ জানোয়ারটা ওদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। স্যালি একখণ্ড পাথর তুলে নিয়ে ওটাকে লক্ষ্য করে ছুড়ে মারল। টং করে লাগল মাথায়। দানবটা ওদের সঙ্গে লড়াই করে ক্লান্ত। সে একটা গর্জন করে ঘুরল তারপর দৌড়ে পালিয়ে গেল জঙ্গলে।

এটা কীসের জঙ্গল?

ওরা কোথায় এসে পড়েছে? ওরা তিনজন একে অন্যের দিকে অবাক চোখে তাকাল।

'আমরা পেরেছি,' বলল অ্যাডাম।

স্যালির চেহারা থমথমে, অন্ধকার জঙ্গলের মতোই কালো। 'তবে যা-ই বলো ব্যাপারটা নিয়ে আমি মোটেই উল্লসিত হওয়ার মতো কিছু দেখছি না।'

চারপাশটা পরখ করল অ্যাডাম, বিশেষ করে আকাশ। যেন মাথার ওপর ঝুলে আছে ওটা। হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে। আকাশের গা থেকে ম্লান সবুজ একটা আভা বেরুচ্ছে।

'আমরা অন্য কোন ডাইমেনশনে চলে এসেছি,' বলল ও। 'আশা করি নেলি এ ডাইমেনশনেরই কোথাও অদৃশ্য হয়ে গেছে।'

'আশা করি ও এখানে পৌঁছাবার সঙ্গে সঙ্গে কোন দানব ওকে গিলে খেয়ে ফেলে নি।'

ঘড়িয়াল বাবু জমিন পরীক্ষা করছিল। সে আঙুল তুলে দেখাল।

'এখানে দু'জোড়া পায়ের ছাপ রয়েছে,' বলল সে। 'একটা পায়ের ছাপ দেখে মনে হচ্ছে নেলির।'

নরম মাটিতে ফুটে থাকা পায়ের ছাপ জোড়ার পাশে হাঁটু মুড়ে বসল অ্যাডাম। 'অপর পায়ের ছাপটি চার আঙুলে কোন লোকের,' বলল সে।

ওর পাশে উবু হয়ে বসল ঘড়িয়াল বাবু। সায় দেয়ার ভঙ্গীতে মাথা ঝাঁকাল। 'এগুলো পৃথিবীর কোন মানুষের পায়ের ছাপ নয়।'

'দানবদের পায়ের ছাপ?' জিজ্ঞেস করল স্যালি।

'না,' বলল ঘড়িয়াল বাবু। পায়ের ছাপ জোড়ার ওপর ঝুঁকে দেখছে, মোটা কাচের চশমাটা ঠেলে দিল নাকের ডগায়। 'একে মানুষের মতোই লাগছে।' সে চারপাশে একবার চোখ বুলাল। পায়ের ছাপগুলো ওদের ডানদিক বরাবর চলে গেছে। মাটি খুব নরম বলে ছাপ দেখে অনুসরণ করতে সমস্যা হবে না অ্যাডামদের।' নেলি হয়তো এখানে আসার পরে সাহায্যের জন্য ছোটাছুটি করছিল।'

'আশা করি করেছে,' বলল অ্যাডাম।

'নেলির কাজই তো স্থানীয়দের কাছ থেকে সুযোগ সুবিধা আদায় করা,' বলল স্যালি।

খাড়া হলো ঘড়িয়াল বাবু। 'আমরা ওর পিছু নেব।' পেছনের পকেট থেকে একটা ফ্ল্যাশলাইট বের করে জ্বালল। সাদা আলোর রেখা ভেদ করল অন্ধকার। 'ভাগ্যিস, এ জিনিসটা সঙ্গে আছে,' অদ্ভুত আকাশের দিকে মুখ তুলে চাইল সে। 'আকাশ কেমন অন্ধকার হয়ে আসছে।'

অ্যাডামও সিধে হলো। 'ভাবছি ও কতটা দূরে গেছে।'

'অনুমানভিত্তিক সময় আমাদের ডাইমেনশনের সময়ের সঙ্গে প্যারালালভাবে কাজ

করে,' বলল ঘড়িয়াল বাবু।

'সে হিসেবে ও আমাদের থেকে ঘন্টা দুই আগের রাস্তায় এগিয়ে আছে।'

পায়ের ছাপ পরীক্ষা করে স্যালি মন্তব্য করল, 'ওর পায়ে কোন জুতো নেই দেখছি।'

'সম্ভবতঃ শুধু পাজামা পরে এসেছে,' বলল অ্যাডাম।

'স্থানীয় ছোকরারা নিশ্চয় ওকে দেখে খুশি হবে,' বলল স্যালি।

'ও যে এখনও বেঁচে আছে সে জন্য তুমি খুশি হওনি?' খেঁকিয়ে উঠল অ্যাডাম।

'আমি খুশি হবো যখন আমরা সবাই বাড়ি ফিরে গিয়ে বিছানায় শুতে পারব,' বলল স্যালি। 'তোমরা চালাকি করে আমাদেরকে এখানে নিয়ে এসেছ। জায়গাটা যা-ই হোক। কিন্তু এখান থেকে ফিরব কী করে?'

বাবু ফ্ল্যাশলাইট চেপে ধরল। 'ও নিয়ে পরে চিন্তা করলেও হবে।'

পায়ের ছাপ যেদিকে গেছে সেদিক পানে হাঁটা দিল ওরা বসাই। লম্বা লম্বা কদম দেখে মনে হচ্ছে নেলি আর তার সঙ্গী খুব দ্রুত হাঁটছিল। ঘড়িয়াল বাবু বলল, 'হয়তো নেলির সঙ্গী ওকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। এর মানে ওই ভয়ঙ্কর প্রাণীগুলো নিশ্চয় কাছেপিঠে অনেকগুলো রয়েছে।'

'প্রার্থনা করো তোমার ফ্ল্যাশলাইট দেখে যেন ওরা ডরায়,' বলল অ্যাডাম।

'আমি ওটার ওপর মোটেই ভরসা পাচ্ছি না,' বলল স্যালি। 'অ্যাডাম, তুমি তোমার লেসার পিস্তলটি নিয়ে এলে না কেন?'

'ভুলে গেছ হ্যালোউইনের রাতে ডাইনি অ্যান টেম্পলটন ওটা নিয়ে গিয়েছিল? আর ফেরত দেয়নি। আমার কাছে বাড়তি কোন লেসার পিস্তল নেই।'

'তোমার ওটা ফেরত আনা উচিত ছিল,' বলল স্যালি।

'চুপ,' ওদেরকে সাবধান করল ঘড়িয়াল বাবু। 'আমাদের নিজেদের প্রতি মনোযোগ টেনে আনা ঠিক হচ্ছে না। আস্তে কথা বলো নতুবা একেবারে খামোশ মেরে যাও।'

'আমাকে একটু কথা তো বলতেই হবে,' বলল স্যালি। কথা বলা আমার কাছে বেঁচে থাকার নিঃশ্বাসের মতো। কথা বলতে না দিলে আমি পেট ফেটেই মরে যাবো। আমি এমনকী ঘুমের মধ্যেও কথা বলি।'

'তাহলে ফিসফিস করে বলো,' বলল বাবু।

ওদের চলায় যেন বিরতি নেই। পরবর্তী কয়েক ঘন্টায় মাথার ওপরের সবুজ আভাটা আরও ম্লান হয়ে এল, অবশেষে কালো হয়ে গেল আকাশ। ঘড়িয়াল বাবুর ফ্ল্যাশলাইট না থাকলে ঘন এ অন্ধকারে ওরা আর এক পা-ও বাড়াতে পারত কিনা সন্দেহ। ওরা প্রার্থনা করল ফ্ল্যাশলাইটের ব্যাটারির চার্জ যেন ফুরিয়ে না যায়, যদিও বাবু বলেছে অনেকদিন ধরেই সে ব্যাটারি বদলায় না।

'আর ফ্ল্যাশলাইটে আমি সস্তা দামের ব্যাটারি ব্যবহার করি,' জানাল বাবু।

'হরর টাউনে সস্তা দামের ব্যাটারি যাতে বিক্রি করা না হয় সে ব্যাপারে আইন জারী করা উচিত,' বলল স্যালি। 'কারণ সবসময়ই আমাদেরকে অন্ধকার আর

বিপজ্জনক সব জায়গায় যেতে হয়।'

ওরা আরেকটি পাহাড় বাইতে লাগল। জোরে জোরে শ্বাস ফেলছে অ্যাডাম। দলের অন্যান্য সদস্যরাও পরিশ্রমে হাঁপাচ্ছে।

'নেলি আর তার সঙ্গী যে কোথায় গেছে কে জানে!' বলল অ্যাডাম।

মাথা ঝাঁকাল বাবু। 'আমার ধারণা নেলির গাইড রাত নামার আগেই ওকে নিয়ে নির্দিষ্ট কোন জায়গায় যাওয়ার চেষ্টা করছিল।' থামাল সে। ওদের সামনে, ঠিক নিচে শুনতে পেল পানির শব্দ। ইতিমধ্যে বেশ কিছু ঝর্ণা এবং জলধারা ওরা পার হয়ে এসেছে তবে এবারের শব্দ শুনে মনে হচ্ছে ভরাট কোন নদী বয়ে যাওয়ার আওয়াজ ওটা। 'তোমরা শুনতে পেয়েছ?' জিজ্ঞেস করল ঘড়িয়াল বাবু।

'অবশ্যই,' জবাব দিল অ্যাডাম। 'পানির আওয়াজ মনে হচ্ছে।'

'না,' বলল বাবু, থমকে দাঁড়িয়ে আছে। 'জঙ্গলের মধ্যে কিছু একটা আছে, আমাদের কাছাকাছি।' ফ্ল্যাশলাইটের সুইচ অফ করল সে। নিকষ আঁধার যেন চেপে এল চারদিক থেকে। বন্ধ হয়ে যেতে চায় নিঃশ্বাস।

'আলো জ্বালাও!' হিসিয়ে উঠল স্যালি।

'চুপ!' বলল বাবু। 'আমরা আলোতে ওদেরকে দেখতে না পেলেও ওরা আমাদেরকে ঠিকই দেখতে পাবে। কাজেই বাতি নিভিয়ে রাখাই ভালো। নিরাপদ বোধ করবে।''কিন্তু এ মুহূর্তে আমি মোটেই নিরাপদ বোধ করছি না,' বলল স্যালি। 'শোনো,' মৃদু গলায় বলল অ্যাডাম, 'শব্দটা ক্রমেই কাছিয়ে আসছে!'

চোদ্দ

'আলো জ্বালো,' মরিয়া গলায় বলল স্যালি। 'ওটা বোধহয় সেই দানবগুলোর একটা। আলো দেখলে ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবে।'

'কিন্তু তুমিই এই মাত্র না বললে ফ্ল্যাশলাইটের ওপর তোমার কোন ভরসা নেই,' বলল অ্যাডাম।

'আমি আমার মত বদলে ফেলেছি!' ব্যাঙের মতো আওয়াজ বেরুল স্যালির গলা দিয়ে।

'শান্ত হও,' ঘড়িয়াল বাবু নিশ্ছিদ্র আঁধারে চোখ বুলিয়ে বলল। 'আমার মনে হয় না ওটা সেই দানবগুলোর একটা। মনে হচ্ছে মানুষের পায়ের আওয়াজ।'

'চার আঙুলে মানুষ নাকি পাঁচ আঙুলে?' উদ্বেগ নিয়ে জানতে চাইল স্যালি। 'পাঁচ আঙুলে মানুষ হলে কোন ভয় নেই।'

'ডাকব?' জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম।

'না,' বলল ঘড়িয়াল বাবু। 'ওটা ইতিমধ্যেই জেনে গেছে আমরা কোথায় আছি। ওটা আমাদের দিকেই আসছে।'

'আমাদের চিৎকার করা উচিত,' দাঁতে দাঁত লেগে ঠকঠক শব্দ হচ্ছে স্যালির।

টেনশন আর সইতে পারছে না।

'মনে হয় ওটা নেলি,' বলল অ্যাডাম।

'যদি তাই হয় তাহলে বুঝব গত কয়েক ঘন্টার মধ্যে ও অন্ধকারেও দেখতে শিখে গেছে।'

ওরা অপেক্ষা করতে লাগল। ঘেমে গেছে সবাই। ধুকপুক করছে বুক।

অস্পষ্ট শব্দটা ক্রমেই কাছিয়ে আসছে।

অবশেষে অন্ধকারে কথা বলে উঠল একটি কণ্ঠ।

'তোমরা নেলি ম্যাকেইকে চেনো?' জিজ্ঞেস করল ওটা।

সতর্ক গলায় জবাব দিল অ্যাডাম। 'হ্যাঁ, চিনি। আমরা ওর বন্ধু। তুমি কে?'

'আমার নাম যিটা। নেলির সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ আগে আমার দেখা হয়। আমরা এক সঙ্গে ভ্রমণ করছিলাম।'

'ও কোথায়?' জিজ্ঞেস করল ঘড়িয়াল বাবু। 'তোমার সঙ্গে আছে?'

ইতস্তত: গলায় জবাব দিল যিটা। 'না। ওকে শ্যাডোরা ধরে নিয়ে গেছে।'

'শ্যাডো?' বলল স্যালি। 'ওই সবুজ, ভয়ঙ্কর দানবগুলো?'

যিটা একটু থেমে বলল, 'হ্যাঁ। ওরা খুব ভয়ঙ্কর। নেলির খুব বিপদ। আমি শ্যাডোদের ক্যাম্পে চক্কর দিয়েছি। ওকে উদ্ধার করতে হবে।'

'তুমি থাকতে ওরা ওকে ধরে নিয়ে গেল কীভাবে?' খেঁকিয়ে উঠল স্যালি।

যিটার কণ্ঠে দুঃখ দুঃখ ভাব ফুটল।

'নিচের নদীর ধারে ওরা আমাদেরকে হামলা করেছিল। সংখ্যায় অনেক ছিল। আমি আধডজনকে মেরে ফেলি। কিন্তু নেলিকে সাহায্য করার জন্য তাকাতে দেখি ওরা ওকে ধরে নিয়ে গেছে।'

'পুরানো গল্প,' মন্তব্য করল স্যালি।

'স্যালি,' ওকে সতর্ক করল অ্যাডাম। 'ওভাবে বলে না।'

'তাহলে কীভাবে বলব?' ফুঁসে উঠল স্যালি। 'চার আঙুলে এই অদ্ভুত লোকটা হঠাৎ করে মাঝরাত্তিরে এসে হাজির এবং বলছে সে আমাদের বন্ধুর সঙ্গে ভ্রমণ করছিল কিন্তু তাকে শ্যাডো নামের দানবগুলো ধরে নিয়ে গেছে। আর একে তুমি বিশ্বাস করতে বলছ? আমরা তো এর সম্পর্কে কিছুই জানি না। সে হয়তো শ্যাডো বাহিনীর লোক।'

'ওদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই,' দৃঢ় গলায় বলল যিটা। 'ওরা আমাদের জন্মের শত্রু। নেলিকে উদ্ধার করতে তোমরা যদি আমাকে সাহায্য করতে না চাও, না করবে, তবে আমি চেষ্টা ছাড়ব না।'

'কেন?' কৌতূহলী গলায় জানতে চাইল ঘড়িয়াল বাবু। 'নেলির সঙ্গে তো তোমার মাত্রই পরিচয়। ওর জন্য নিজের জীবনের ঝুঁকি নেবে কেন?'

তৃতীয়বারের মতো যিটা জবাব দিতে একটু চিন্তা করল।

'ওকে নিয়ে আমি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত,' অবশেষে বলল সে। 'ও আমার বন্ধু।'

'আমরা তোমাকে কীভাবে সাহায্য করতে পারি?' জানতে চাইল অ্যাডাম।

'একটু আগেও তোমাদের হাতে শক্তিশালী একটি আলো দেখেছি,' বলল যিটা। 'ওই আলোটা কি তোমাদের নির্দেশে চলে? তোমরা ইচ্ছে মতো ওটাকে জ্বালাতে পারো?'

'পারি,' বলল বাবু।

'খুব ভালো কথা,' বলল যিটা। 'ওই আলোটা দিয়ে আমরা চমকে দেব শ্যাডোদেরকে। অল্পক্ষণের জন্যেও যদি ওদেরকে ভয় দেখাতে পারি তাহলে ওই ফাঁকে নেলিকে ওদের ক্যাম্প থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসব।'

'ওরা কি ওকে বেঁধে রেখেছে?' থমথমে গলায় জানতে চাইল অ্যাডাম।

'হ্যাঁ। ওখানে ওরা মস্ত একটা অগ্নিকুণ্ড তৈরি করেছে ওকে জ্যান্ত পুড়িয়ে খাবে বলে।'

'জানতাম আমি,' বিড়বিড় করল স্যালি।

'তোমার সঙ্গে আমরা ক্যাম্পে ঢুকতে পারি?' জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম। 'তোমাকে সরাসরি কোন সাহায্য করতে পারি?'

'না। মানুষের গতি বড্ড মন্থর। শ্যাডোরা তোমাদেরকে চোখের পলকে কব্জা করে ফেলবে।' একটু বিরতি দিল যিটা। 'তোমরা আমার হাত ধরে হাঁটবে। আলো জ্বালানোর দরকার নেই। কখন আলো জ্বালাতে হবে বলে দেব আমি।'

'আমি এ সম্পর্কে কিছুই জানি না,' বলল স্যালি। 'আমরা কী করে বুঝব তুমি আমাদেরকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছ না?'

'এটা তো এখন প্রমাণ করতে পারব না,' বলল যিটা।

'তোমাদের ইচ্ছা হলে থাকো নতুবা আমার সঙ্গে এসো। আসা না আসা তোমাদের অভিরুচি।'

'আমি এর সঙ্গে যেতে চাই,' বলল অ্যাডাম।

'আমিও,' বলল ঘড়িয়াল বাবু।

'চমৎকার,' অভিযোগের সুরে বলল স্যালি। 'এখনও এ লোকটার চেহারাই দেখলাম না অথচ কিনা তার সঙ্গে যাচ্ছি কতগুলো শ্যাডোর সাথে মারামারি করতে।'

যিটা জিজ্ঞেস করল, 'তোমার নাম কী মেয়ে?'

'সারা উইলকক্স। কেন?'

'তুমি নেলি ম্যাকেইয়ের মতো নও।'

'তুমি কি আমাকে অপমান করার চেষ্টা করছ?'

'যেটা সত্য তা-ই বললাম,' বলল যিটা।

অ্যাডাম যিটার হাত ধরল। ঘড়িয়াল বাবু ধরল অ্যাডামের হাত আর স্যালি ধরল বাবুর হাত। এভাবে হাত ধরাধরি করে ওরা অন্ধকার জঙ্গলের মাঝ দিয়ে হাঁটতে শুরু করল। চলার পথে ওরা কথা বলছিল বলে বিরক্ত হচ্ছিল যিটা। সে সরাসরি স্যালিকে আদেশ করে বসল বকবকানি থামাতে। কিন্তু তাতে লাভ হলো না কোন। স্যালির বাচালতা তাতে থামল না একটুও। যিটা ধরেই নিয়েছে স্যালি বাকিদের থেকে আলাদা কোন ডাইমেনশনের মানুষ। সে মানুষখেকোসহ আরও কী কী সব নিয়ে বিড়বিড় করেই যাচ্ছিল।

ওরা সামনে হলুদ একটা আলো দেখতে পেল।

পনেরো

হলুদ আলোর আবছা আভায় ওরা এই প্রথম যিটার চেহারা দেখতে পেল।

'এর দেখি সুচালো কান,' আঁতকে উঠল স্যালি।

যিটা ঠোঁটে আঙুল চাপা দিল ওকে চুপ করার ইঙ্গিত দিয়ে। কাউকে চুপ করাতে হলে যে এরকম ভঙ্গি করতে হয় তা-ও শিখে ফেলেছে সে।

'আমরা শ্যাডোদের ক্যাম্পের কাছাকাছি চলে এসেছি,' বলল যিটা। 'এখন ডানদিকে যাবো। যার হাতে আলো আছে সে আগুনের কাছ থেকে কাছে কোন গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকবে। তারপর পাখির ডাকের মতো একটা শিসের শব্দ শুনতে পাবে। ওটাই আমার সিগনাল। সাতে সাথে শ্যাডোদের মুখের ওপর আলো ফেলবে। ওদেরকে কিছুক্ষণের জন্য ভয় দেখাতে পারলেই হবে। ওই সময়ের মধ্যে আমি নেলিকে উদ্ধার করে নিয়ে আসব।'

'আর তারপর শ্যাডোরা আমাদের পিছু ধাওয়া করুক,' বলল স্যালি।

'সে সম্ভাবনা অবশ্য আছে,' স্বীকার করল যিটা। 'কিন্তু ভয়ানক মৃত্যুর কবল থেকে নেলিকে উদ্ধার করার এ ছাড়া কোন উপায় আমি দেখতে পাচ্ছি না।'

'যিটা,' বলল অ্যাডাম। 'তোমাদের কাছে তলোয়ার এবং তীর-ধনুক আছে। তোমার একটা অস্ত্র আমাদেরকে দেবে? বাবু যখন আলো জ্বালাবে ওই সময় কোন শ্যাডো তেড়ে আসলে হয়তো তাকে বাধা দিতে পারব।'

তলোয়ারটা অ্যাডামকে দিল যিটা। 'আমার কাছে একটা ছুরি ছিল, নেলিকে দিয়েছিলাম। কিন্তু সে ওটা ফেলে দেয়। ওটা দিয়ে আমি তার বাঁধন খুলতে পারব। তবে শ্যাডো হত্যা করতে হলে সরাসরি ওদের কলজেয় আঘাত হানতে হবে। শরীরের একমাত্র ওই জায়গাটাই ওদের দুর্বল।'

'ওদের মাথা যদি কেটে ফেলো?' বলল অ্যাডাম।

'তাহলে ওদের গতি মন্থর হবে শুধু,' বলল যিটা। 'ওরা স্বাভাবিক প্রাণীদের মতো নয়।

'তা যে নয় তা বোঝাই যায়,' মন্তব্য করল স্যালি।

যিটা ওদের দিকে তাকাল। 'আমাদের পৃথিবীতে লোককে 'গুডলাক' বলার কোন প্রথা নেই তবে নেলির সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পেরেছি তোমরা এসব কুসংস্কারে বিশ্বাসী। তাই আমি তোমাদের সবার শুভ কামনা করছি।'

'তোমার জন্যও শুভ কামনা রইল,' বলল স্যালি।

ওর বন্ধুরা সবাই ওর দিকে অবাক চোখে তাকাল।

জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে গেল যিটা। ঘড়িয়াল বাবু এবং অ্যাডাম হামাগুড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে সামনে বাড়ল। স্যালি ওদের পিছু নিল।

'আমাদের সঙ্গে তোমার আসার দরকার নেই,' অ্যাডাম বলল ওকে।

'আমি অন্ধকারে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করব,' বলল স্যালি।

ওরা অগ্নিকুণ্ডের আরও কাছে এগিয়ে গেল।

শুনতে পেল শ্যাডোদের দল হৈ হল্লা, চিৎকার চেঁচামেচি করছে।

'ইস, তোমার কাছে যদি এখন লেসার পিস্তলটা থাকত,' বলল ঘড়িয়াল বাবু।

'ডাইনির সঙ্গে আবার কখনো দেখা হলে তার কাছ থেকে ওটা চেয়ে নেবো,' বলল অ্যাডাম।

শ্যাডোদেরকে দেখতে পেল ওরা। সংখ্যায় দশজনের কম নয়। তারা অগ্নিকুণ্ড ঘিরে নৃত্য করছে, মুখ দিয়ে লালা ছিটকে পড়ছে। আগুনের মাঝখানে পানি ভর্তি মস্ত একটা কালো কড়াই বসানো। ওরা বোধহয় পানি ফুটবার অপেক্ষা করছে। কড়াই থেকে দূরে, মাটিতে পড়ে আছে নেলি। একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে ওকে। বোধহয় অজ্ঞান হয়ে আছে নেলি। কারণ একটুও নড়াচড়া করছে না। ওরা তিনজন নেলির দিকে ভীত চোখে তাকাল।

'আশা করি ও এখনো বেঁচে আছে,' ফিসফিসিয়ে বলল স্যালি।

'যিটা বলেছে ও বেঁচে আছে,' বলল অ্যাডাম।

'আগুনটা দাউদাউ করে জ্বলছে,' বলল ঘড়িয়াল বাবু। 'জানি না ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় কোন কাজ হবে কিনা।'

'কিন্তু ওটা থেকে তো সাদা আলো বেরোয়,' তরবারিটা উঁচু করল অ্যাডাম। দেখে বোঝা যায় না যে এটা বেশ ভারী। 'এরকম জিনিস ওরা কোনদিন চোখে দেখে নি।'

'আশা করি,' বলল ঘড়িয়াল বাবু।

ওরা মৃদু শিসের শব্দ শুনতে পেল।

শ্যাডোরা আওয়াজটা শুনলেও গ্রাহ্য করল না।

ওরা তিন বন্ধু একে অন্যের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

তারপর লাফ মেরে খাড়া হলো ঘড়িয়াল বাবু এবং ফ্ল্যাশলাইটের আলো ছুঁড়ল শ্যাডোদের মুখে।

স্যালিও এক লাফে সিধে হলো, সে নেকড়ের মতো গর্জন করতে লাগল।

বাবু আর অ্যাডাম ওর দিকে অবাক হয়ে তাকাল। স্যালির মাথা টাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?'

'ওরা যাতে ভাবে আমি নেকড়ে মানবী,' বলল স্যালি। 'তাই অমন করছিলাম।'

ফ্ল্যাশলাইটের আলোর বিচ্ছুরণ নাকি স্যালির নেকড়ে মানবীর হুংকার, কে জানে, ভয় পাইয়ে দিল শ্যাডোদের। আতংক ছড়িয়ে পড়ল তাদের মাঝখানে। ছোটাছুটি করতে গিয়ে একজন আরেকজনের গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল, ধাক্কা খেয়ে অনেকেই ছিটকে গেল আগুনে। কয়েকজনের গায়ে আগুন ধরে গেল এবং তারা স্যালির চেয়েও দ্বিগুণ জোরে চেঁচাতে লাগল। জঙ্গলের ফাঁকা জায়গাটার দূর প্রান্তে অ্যাডামরা দেখতে পেল যিটা নেলির পাশে বসে ছুরি দিয়ে তার বাঁধন কাটছে।

অকস্মাৎ দৌড়ঝাঁপ, চিৎকার চেঁচামেচি বন্ধ করে দিল শ্যাডোর দল। তারা সোজা তাকাল ফ্ল্যাশলাইটের দিকে। যাদের গায়ে আগুন ধরে গিয়েছিল তারাও আগুন নিভিয়ে ফেলে ফিরে পেয়েছে পুরানো সাহস। তিন বন্ধু উদ্বেগ বোধ করল।

'এবার আমরা ফেঁসে গেছি,' বলল স্যালি।

শ্যাডোরা আস্তে আস্তে সামলে উঠল ধকল।

তারপর তারা ওদের দিকে এগোতে শুরু করল।

'স্যালি,' ডাকল ঘড়িয়াল বাবু। 'তোমার বিক লাইটার সঙ্গে আছে?'

'নিশ্চয়,' বলল স্যালি। 'আমাকে এটা দিয়ে কী করতে বলো তুমি? ডিনারের পরে সিগার ফুঁকব?'

'ওটা আগুনের মধ্যে ছুড়ে ফেলে দাও,' বলল বাবু। 'আগুন লেগে ওটা বিস্ফোরিত হবে। তাহলে ওরা ফ্ল্যাশলাইটের চেয়েও বেশি ভয় পাবে।'

চট করে পকেট থেকে লাইটারটা বের করল স্যালি। 'তুমি ঠিকই বলেছ। তবে কী জানো, জিনিসটা আমি পনের সেন্ট দিয়ে কিনেছিলাম।'

স্যালি অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করল লাইটার।

যিটা ইতিমধ্যে নেলিকে মুক্ত করে ফেলেছে।

সে নেলিকে কোলে নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এক মুহূর্ত পরেই বিস্ফোরিত হলো লাইটার।

শব্দটা হলো বিকট। ভয়ানক চমকে গেল শ্যাডোর দল।

ফ্ল্যাশলাইট নিভিয়ে ফেলে চরকির মতো ঘুরল ঘড়িয়াল বাবু।

'জলদি ভাগো এখান থেকে,' হাঁক ছাড়ল সে।

সবাই ছুটল ওর পেছন পেছন।

'আমরা যাচ্ছি কোথায়?' জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম।

'নদীর ধারে,' বলল বাবু। 'যিটা ওখানে আমাদেরকে দেখা করতে বলেছিল, ভুলে গেছ?'

'কিন্তু শ্যাডোরা যদি পেছন পেছন চলে আসে?' জিজ্ঞেস করল স্যালি।

'তাহলে সারা জীবন ধরে তুমি যেসব গল্প বলেছ, আশঙ্কা করেছ যেসব বিষয় নিয়ে সেগুলো সব একসঙ্গে আমাদের জীবনে ঘটে যাবে এবং তোমাকে আর কখনো কিছু নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে হবে না কিংবা অভিযোগও করতে হবে না কারণ তুমি মারা যাবে,' এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলল ঘড়িয়াল বাবু।

'ওঃ,' সংক্ষেপে শুধু এটুকুই বলল স্যালি।

তবে আশ্চর্যই বলতে হবে শ্যাডোরা ওদের পিছু নিল না।

শীঘ্রি ওরা যিটা এবং নেলির সঙ্গে মিলিত হলো। যিটা ওদেরকে নদীর অপর পাড়ে, একটি গুহায় নিয়ে গেল। রাতটা এখানেই নিরাপদে থাকা যাবে।

নেলি সুস্থই আছে। বন্ধুদের দেখে সে মহা খুশি।

'আমি কল্পনাই করিনি যে তোমরা আমার খোঁজে চলে আসবে,' চিৎকার দিল সে,

সবাইকে জোরে আলিঙ্গন করল, এমনকী স্যালিকেও। 'কীভাবে এলে?'

'এ জন্য জর্জ স্যাণ্ডার্সকে ধন্যবাদ দাও,' বলল স্যালি।

বিমূঢ় দেখাল নেলিকে। 'জর্জ?'

'সে এক লম্বা কাহিনী,' বলল অ্যাডাম।

ষোলো

পরদিন সকালে কেটে গেল আঁধার। ওরা ঘুম ভেঙে দেখে গুহামুখে বসে পাহাড়া দিচ্ছে যিটা।

'তুমি ঘুমাওনি?' জিজ্ঞেস করল নেলি।

মৃদু হাসল যিটা। সে মনে হয় নেলিকে পছন্দ করতে শুরু করেছে।

'মানুষের মতো অত বিশ্রামের প্রয়োজন হয় না আমার,' বলল সে।

হেসে উঠে ওর বাহুতে ঘুষি মারল নেলি। 'আবার শুরু কোরো না।'

ঘড়িয়াল বাবু গুহার বাইরে উঁকি দিল। 'তোমাদের দিনগুলোও দেখছি অন্ধকার। এ সময়ে কি শ্যাডোদের হামলা করার কোন আশঙ্কা আছে?'

'আছে,' বলল যিটা। 'তবে এ সময়ে তারা ক্ষিপ্রগতিতে নড়াচড়া করতে পারে না। তারা রাত শেষে সাধারণত বিশ্রাম নেয়। হাতে সময় থাকতে থাকতে আমাদের জলদি সেন্টারের উদ্দেশে রওনা হওয়া উচিত।'

'ওখানে গিয়ে আমরা কী করব?' ঘোঁতঘোঁত করল স্যালি। প্রিয় বালিশের বদলে শক্ত পাথুরে মেঝেয় মাথা দিয়ে ঘুমাতে হয়েছে বলে সে বেজায় অসন্তুষ্ট।

'যিটা ফুরমার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে। তিনি সকল সেটিনের হাই লর্ড।' বলল নেলি। 'ফুরমা যিটার চাচা। যিটা রাজপরিবারের ছেলে।'

'এই ফুরমা না খুরমা আমাদের জন্য কী করবেন শুনি?' জিজ্ঞেস করল স্যালি।

নেলি যিটার দিকে অনিশ্চিত দৃষ্টিতে তাকাল। তারপর বলল, 'আশা করি উনি আমাদেরকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবেন।'

বলল বটে তবে তার কণ্ঠে কোন উৎসাহ নেই। কারণ সবাই লক্ষ করেছে নেলির কথা শুনে মাথা নিচু করে ফেলেছে যিটা।

'উনি কি আমাদেরকে সাহায্য করতে পারবেন?' যিটাকে জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম।

মুখ তুলে চাইল যিটা। 'আগে তো আমাদেরকে তাঁর সাহায্য করার ইচ্ছে থাকতে হবে। তবে সত্যি বলতে কী তিনি সেরকম ইচ্ছে করবেন কিনা জানি না। মানুষদেরকে তিনি খুবই একটা পছন্দ করেন না।'

'তার মানে পৃথিবী থেকে এ ডাইমেনশনে আরও মানুষ এসেছে?' জিজ্ঞেস করল ঘড়িয়াল বাবু।

'হুঁ,' বলল যিটা।

'তারা এখানে এল কী করে?' জানতে চাইল অ্যাডাম।

কাঁধ ঝাঁকাল যিটা। 'মনে হয় তোমাদের পৃথিবী থেকে ওদেরকে অপহরণ করে নিয়ে এসেছে শ্যাডোরা। তোমরাও তো সেভাবেই এখানে এসেছ, না?'

'হ্যাঁ, আমি সেভাবেই এখানে এসেছি,' বলল নেলি।

'আমরাও একই রাস্তা ব্যবহার করেছি,' বলল বাবু। 'তবে আমি জানতে চাইছি শ্যাডোদের সঙ্গে তোমার চাচার সম্পর্ক কীরকম? নেলির কাছে শুনলাম তোমার চাচা নাকি ওদের বিরুদ্ধে কোন অ্যাকশনে যেতে চান না।'

'হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছ। আর এর কারণটা আমি জানি না,' বলল যিটা।

'ওদের সঙ্গে তোমার চাচার কোন দোস্তী আছে?'

'প্রশ্নই ওঠে না,' দৃঢ় গলায় বলল যিটা। 'শ্যাডোদেরকে তো দেখেছ তোমরা। ওরা সকল জীবন্ত প্রাণীর শত্রু।'

'তোমার চাচার কি অন্য কোন রাজনৈতিক শত্রু আছে?' প্রশ্ন করল ঘড়িয়াল বাবু। 'তাঁকে সকল সেটিনের হাই লর্ড বলে সম্বোধন করতে শুনেছি তোমাকে। তোমাদের দেশে আরও কোন আলাদা ভূমি বা রাজ্য আছে ?'

যিটা এক মুহূর্ত চুপ করে রইল। তারপর জবাব দিল, 'সেটিন ছাড়াও আরেকটি রাজ্য আছে। নাম গিলবার। ওটা আয়তনে সেটিনের মতো বড় না হলেও তাদের লোকজন খুবই শক্তিশালী। সম্প্রতি ওদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ হয়েছে। তবে পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ নয়, বিচ্ছিন্ন লড়াই।'

'কী নিয়ে যুদ্ধ হলো?' জানতে চাইল অ্যাডাম।

'ওরা আমাদের চাচাকে রাজা হিসেবে মানতে রাজি নয়,' বলল যিটা। 'ওরা আমাদেরকে ট্যাক্সও দেয় না।'

'সে তো বোঝাই যায়,' বিড়বিড় করে বলল স্যালি।

'গিলবারের সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ হলে সেটিনের কি হেরে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে?' প্রশ্ন করল ঘড়িয়াল বাবু।

একটু ইতস্তত করে জবাব দিল যিটা। 'হ্যাঁ।'

অ্যাডামের সঙ্গে একবার চোখাচুখি করল ঘড়িয়াল বাবু তারপর যিটার দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল, 'তোমার চাচার কি শ্যাডোদের সঙ্গে কোন মৈত্রী চুক্তিতে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে?' ডানে-বামে প্রবল বেগে মাথা নাড়ল যিটা।

'তিনি কেন ওই দানবগুলোর সঙ্গে মিতালী করতে যাবেন?' রাগত গলায় বলল সে।

'তিনি কেন ওই দানবগুলোকে বধ করছেন না?' জিজ্ঞেস করল ঘড়িয়াল বাবু। 'দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে মানুষ কত কিছুই না করে। তোমার চাচাও হয়তো তা-ই করবেন। নেলি বলল তুমি এ এলাকায় ঘোরাঘুরি করো সেটা নাকি তিনি একদমই পছন্দ করেন না।'

'তিনি আমার নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তায় থাকেন,' বলল যিটা।

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল অ্যাডাম। 'এসব তর্কাতকির্র কোন মানে হয় না। সেন্টারে ফিরে যাই চলো তারপর দেখি ভাগ্যে কী আছে।'

'ঠিক বলেছ,' সায় দিল স্যালি। 'স্থানীয় রাজনীতি নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই। আমি শুধু বাড়ি ফিরতে চাই।'

যিটা খাপে তরোয়াল ঢুকাল। 'খুব দ্রুত ছুটতে হবে আমাদেরকে।'

'আর দ্রুত মানে কিন্তু দ্রুতই।' বলল নেলি।

সতেরো

যিটার পেছন পেছন ওরা গুহা থেকে বেরিয়ে এসে জঙ্গলে ঢুকল। টানা দুই ঘন্টায় বেশ কিছু চড়াই-উৎরাই পার হলো। খুব শীঘ্রি ওরা ক্লান্ত হয়ে পড়ল, যিটা বড্ড জোরে হাঁটে। অবশেষে ওরা চওড়া, সমতল একটি রাস্তায় এসে হাজির হলো। বেশ দূরে দেখা যাচ্ছে পাথরের তৈরি বিশাল এক নগরীর কাঠামো। যিটা দাঁড়িয়ে পড়ল, আঙুল তুলে দেখাল। 'ওই যে সেন্টার।'

'ওখানে পৌঁছাতে কতক্ষণ লাগবে?' জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম।

'এই গতিতে হাঁটলে আট ঘন্টা,' জবাব দিল যিটা। 'তবে রাত নামার আগেই আমাদেরকে ওখানে পৌঁছাতে হবে। পৃথিবীর চেয়ে আমাদের দিন বড়।'

'পৃথিবী সম্পর্কে তুমি এত কিছু জানলে কী করে?' প্রশ্ন করল ঘড়িয়াল বাবু।

'পুরানো বইপত্রে পৃথিবীকে নিয়ে অনেক লেখা আছে,' জানাল যিটা। 'আমরা জানি কার্টেন অব ড্রিমসের ওপারেই পৃথিবী।'

'সে আবার কী?' জিজ্ঞেস করল বাবু।

'আমাদের পৃথিবীর সীমান্ত রেখা,' বলল যিটা, প্রশ্ন শুনে অবাক হয়েছে যেন। ও বোধহয় ভেবেছিল ওরা কার্টেন অব ড্রিমসের কথা জানে।

আবার যাত্রা হলো শুরু। এবারে দুলকি পায়ে চলল সবাই। ঘন্টা দুই বাদে ঘোড়ায় টানা গাড়ির একটা বহর দেখতে পেল ওরা। আসছে এদিকেই। গাড়িগুলোর দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল যিটা। সামনের গাড়িটির মাথায় পতপত করে উড়ছে উজ্জ্বল সবুজ আর টকটকে লাল রঙের পতাকা। ঘোড়ার গাড়িগুলো চলার পথে ধুলোর বিশাল একটা মেঘ তৈরি হয়েছে। গাড়ির সারিটাকে মেঘের মতো অনুসরণ করছে ধুলোর মেঘ।

'এ হলো ডিউক লেস্টারের পতাকা,' অবশেষে বলল যিটা। 'কিন্তু তার লোকজন এখানে কী করছে?'

'সে কি তোমার চাচার বন্ধু?' জানতে চাইল নেলি।

মাথা দোলাল যিটা। 'দুজনে খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। চাচা স্বল্প যে ক'জন লোককে পুরোপুরি বিশ্বাস করেন ডিউক লেস্টার তাদেরই একজন।'

'উনি হয়তো ডিউককে পাঠিয়েছেন তোমার খোঁজে,' বলল বাবু।

'তোমার কি মনে হচ্ছে ডিউক কোন হুমকি হতে পারেন?' জানতে চাইল অ্যাডাম।

'আমার মনে হচ্ছে এখানে অদ্ভুত কিছু ঘটনা ঘটতে চলেছে,' বলল ঘড়িয়াল বাবু।

'তুমি তো মাত্রই এখানে এলে,' আপত্তির সুরে বলল যিটা।

'তুমি কী করে জানো?'

'আমি শুধু জানি যে গতরাতে শ্যাডোরা আমাদেরকে হাতের মুঠোয় পেয়েও ছেড়ে দিয়েছে,' বলল ঘড়িয়াল বাবু।

'কী বোকার মতো কথা!' বলল নেলি। 'ওরা তো আমাকে জ্যান্ত খেয়ে ফেলার তোড়জোড় করছিল।'

'তোমাকে হয়তো খেতে চেয়েছে,' বলল বাবু। 'তবে আমার ধারণা ওরা যিটার কোন ক্ষতি করতে চায় নি।'

বিরক্ত হলো যিটা। 'আমার ওপর হামলা হওয়ার সময় তুমি ওখানে ছিলে না। আমাকে মরণপণ লড়াই করতে হয়েছে।'

'কিন্তু সংখ্যায় অনেক শ্যাডোদের কবল থেকে কি কেউ কোনদিন রক্ষা পেয়েছে?' জিজ্ঞেস করল ঘড়িয়াল বাবু।

কপালে ভাঁজ পড়ল যিটার। 'তুমি কি বলতে চাইছ আমার চাচা ওদেরকে বলেছিলেন আমাকে ছেড়ে দিতে?'

কাঁধ ঝাঁকাল বাবু। 'হতেও পারে। চলো, এই ডিউকের সঙ্গে একটু কথা বলি। তার কাছ থেকে নিশ্চয়ই অনেক মজার মজার খবর পাওয়া যাবে।'

তবে ডিউক লেস্টারের কাছে এগিয়ে গিয়ে ওদের কথা বলা হলো না।

ক্যারাভান কাছে আসার পরে ওরা দেখতে পেল বেশ কিছু ওয়াগনে বসে আছে শ্যাডোরা। আসলে দানবগুলোই ঘোড়ার গাড়িগুলো চালাচ্ছে। যিটা ওদেরকে দেখে যেমন শকড হয়েছে তেমনি অবাক।

'এ কিছুতেই হতে পারে না,' বলল সে।

একটু পরেই হাজির হলেন ডিউক লেস্টার। দীর্ঘদেহী, সুঁচালো কান, পরনে চোখধাঁধানো লাল রোব, গলায় ঝুলছে ক্রিস্টালের গোল মেডালিয়ন। তিনি সামনের গাড়িটিতে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ওদেরকে দেখে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন। যিটার সঙ্গে তার বন্ধুদের দেখে খুশি হয়েছেন বলে মনে হলো না। ওদের পরিচয় জানতে চাইলেন।

'এরা কী করে ইংরেজি বলছে জানতে আগ্রহ হচ্ছে আমার,' বিড়বিড় করল স্যালি।

'ওরা আমাদের মগজ থেকে শব্দগুলো নিয়ে নেয়,' নেলিও বিড়বিড় করেই জবাব দিল। 'কিংবা হয়তো ওরা যা বলে তা-ই আমাদের কাছে ইংরেজি অনুবাদ হয়ে আসে। ভুলে যেয়োনা, এটা একটা সুপারন্যাচারাল জায়গা।'

স্যালি শ্যাডোদের দিকে তাকিয়ে খেঁকিয়ে উঠল, 'ওই দানবগুলো এখনো আমাদের মগজ খেতে চায় বাজি ধরে বলতে পারি।'

যিটা ডিউকের প্রশ্ন শুনে মাথাটা সামান্য 'বো' করল।

'এরা পৃথিবী থেকে আসা মানুষ,' ব্যাখ্যা দিল সে।

'ওদের সঙ্গে আমার নিষিদ্ধ অঞ্চলে দেখা, শ্যাডোর কবল থেকে ওদেরকে আমি উদ্ধার করেছি।'

সে ওয়াগনে বসা শ্যাডোদের দিকে তাকাল। 'আমি ওদেরকে এ জমিন থেকে খুব

একটা দূর তাড়িয়ে দিতে পেরেছি বলেও তো মনে হয় না।'

হাত তুললেন ডিউক। 'আজ তুমি যা দেখেছ সে ব্যাপারে কথা বলা মানা। এটা তোমার চাচার আদেশ।'

ক্ষুব্ধ হলো যিটা। 'এই দানবগুলোর সঙ্গে আপনারা বন্ধুত্ব করেছেন, তারপরও আপনারা আমাকে চুপ করে থাকতে বলছেন? এই পার্টনারশিপের কোন মানে নেই। লোকের এ কথা অবশ্যই জানা উচিত। আপনি ভালো করেই জানেন এরা সুযোগ পেলে আমাদেরকে জ্যান্ত খেয়ে ফেলতেও দ্বিধা করবে না।'

আবছা হাসি ফুটল ডিউকের ঠোঁটে। 'কিন্তু এ মুহূর্তে ওরা তা করবে না। গিলবারদের সঙ্গে যুদ্ধের কারণে ওরা এখন আমাদের পক্ষে। ওদেরকে দলে টানা হয়েছে যাতে গিলবাররা তোমার চাচাকে সিংহাসনচ্যুত করতে না পারে।'

'আর যুদ্ধ যখন শেষ হয়ে যাবে?' চেঁচিয়ে উঠল যিটা। 'তখন শ্যাডোরা কী করবে? ওরা পুরস্কার হিসেবে কী চাইবে? আমাদের কতজনকে ওরা খেতে চাইবে?'

ধমক দিয়ে যিটাকে থামিয়ে দিলেন ডিউক। 'তোমার বন্ধুদেরকে নিয়ে পেছনের ওয়াগনে উঠে পড়ো। তোমাদেরকে সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হবে। ওখানে রাজদরবারে তোমাদের বিচার হবে।'

'কিন্তু আমি এবং আমার বন্ধুরা তো কোন অন্যায় করিনি,' প্রতিবাদ করল যিটা।

চোখ কটমট করে তাকালেন ডিউক। 'কোন অন্যায় করনি? তোমাকে নিষিদ্ধ অঞ্চলে আসতে মানা করার পরেও গোয়েন্দাগিরি করতে এলে কেন?'

'আমার চাচাকে সাহায্য করার জন্য কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে এসেছিলাম,' বলল যিটা।

'যতটুকু তোমার জানার কথা তার চেয়ে অনেক বেশি তুমি জেনে গেছ,' বলে ঘুরে দাঁড়ালেন ডিউক। 'যাও, শেষ ওয়াগনটায় উঠে পড়ো। এ নিয়ে তোমার সঙ্গে আর কোন কথা বলতে চাই না।'

ডিউক লম্বা পা ফেলে চলে গেলেন। সঙ্গে গেল তাঁর গার্ডরা।

তাদের হাতে লম্বা লম্বা তলোয়ার। চেহারা অত্যন্ত গম্ভীর।

শেষ ওয়াগনটি বোঝাই শ্যাডো।

তাদের মুখ থেকে লালা ঝরছে। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে খিদেয় অস্থির।

যিটা ফিরল ঘড়িয়াল বাবুর দিকে। 'তোমার কথাই দেখছি ফলে গেল। কী করে বুঝলে?'

'আমি শাসকগোষ্ঠীকে চিনি,' বলল বাবু। 'তাদের বেশিরভাগের কাছে ক্ষমতায় থাকাটা আসল, অন্য কিছু নয়। আমাদের পৃথিবীর অবস্থাও একইরকম। তাই দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে নিতে কোন কষ্ট হয়নি।'

যিটার পিঠ চাপড়ে দিল অ্যাডাম। 'এসব দেখে আমার খারাপই লাগছে। আমরা বোধহয় ভুল সময়ে এখানে চলে এসেছি।'

'হুঁ,' ঘোঁতঘোঁত করল স্যালি। 'অবস্থা দেখে তো মনে হচ্ছে জীবনেও এখান থেকে বেরুতে পারব না।'

আঠারো

মূল প্রাসাদের নিচে অন্ধকার, পাথুরে এক কারাগারে বন্দী করে রাখা হয়েছে অ্যাডামদেরকে। ওরা ওয়াগনে ওঠার পর ওদের চোখ বেঁধে ফেলা হয়। চোখ বাঁধা অবস্থাতেই এ কারাগারে নিয়ে আসা হয়েছে। তারপর খুলে দেয়া হয়েছে বাঁধন।

ওরা সবাই একসঙ্গেই আছে। চারপাশে তাকিয়ে শ্যাডোদের কাউকে দেখা গেল না। ওরা পাথুরে মেঝেতে বসে আছে আর অস্থিরভাবে পায়চারি করছে যিটা। আলো বলতে কারাপ্রকোষ্ঠের এক কোণায় একটি মশাল জ্বলছে। ঘন্টাখানেক হলো কারাগারে নিয়ে আসা হয়েছে ওদেরকে। ওদের খিদে পেয়ে গেছে।

'এ জায়গায় ডাকলে নিশ্চয় রুম সার্ভিস মিলবে না,' বলল স্যালি।

'চাচা কেন এখনও আমাদের ডেকে পাঠাচ্ছেন না বুঝতে পারছি না,' বলল যিটা। 'আমার সঙ্গে তার শীঘ্রি সাক্ষাৎ হওয়া দরকার। আমি তাঁকে বুঝিয়ে বলব তিনি যা করছেন সব ভুল।'

'ফুরমা আজ তোমার সঙ্গে কথা বলবেন না,' বলল ঘড়িয়াল বাবু। 'যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি কথা না-ও বলতে পারেন।'

দাঁড়িয়ে পড়ল যিটা। 'তা হতেই পারে না।'

'ঘড়িয়াল বাবু ঠিকই বলেছে,' বলল অ্যাডাম। 'যুদ্ধ পুরোপুরি শুরু না হওয়া পর্যন্ত এবং তোমরা না জিতলে তিনি গোপন কথাটি ফাঁস করবেন বলে মনে হয় না। একমাত্র যুদ্ধজয় হলেই শ্যাডোদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনের একটা যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা তিনি দিতে পারবেন।'

চিন্তিত দেখাল যিটাকে। 'তোমরা , মানুষরা বড্ড বেশি স্পষ্টবাদী।'

'হরর টাউনে বাস করলে স্পষ্টবাদী হতেই হয়,' বলল স্যালি।

মেঝেয় বসল যিটা। 'এই যে হরর টাউনের কথা বললে-এটা কি পৃথিবীর রাজধানী?'

'এটি সাগর তীরের একটি ক্ষুদে ভুতুড়ে শহর মাত্র,' বলল স্যালি।

'তবু ওটাই আমাদের বাড়ি,' বলল নেলি। 'এখানে যা ঘটছে তা দেখে সত্যি আমাদের খারাপ লাগছে। কিন্তু আমরা আমাদের পরিবারের কাছে ফিরে যেতে চাই। তাঁরা আমাদের জন্য খুব দুশ্চিন্তা করছেন।'

'আমারও তোমাদের জন্য খারাপ লাগছে,' বলল যিটা। 'জানি না কীভাবে তোমাদেরকে বাড়ি ফেরত পাঠাবো। তবে একটা ব্যাপার নিশ্চিত জানি, আমার চাচা তোমাদেরকে এ মুহূর্তে কোনভাবেই সাহায্য করবেন না।'

'তুমি কার্টেন অব ড্রিমস নামে একটা কথা বলেছ,' ঘড়িয়াল বাবু বলল যিটাকে। 'বলেছ এটি তোমাদের পৃথিবীকে ঘিরে রেখেছে। আসলে এর মানে কী?'

ওপরের দিকে হাত তুলে দেখাল যিটা। 'ওটা ওই ওপরে। ওটা সবকিছুই ঘিরে রেখেছে।'

ওপরের দিকে তাকাল ঘড়িয়াল বাবু। 'ওপর মানে কি আকাশ?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই। দ্য কার্টেন অব ড্রিমস। এটি অন্য পৃথিবী থেকে আমাদের আলাদা করে রেখেছে। তোমাদের পৃথিবীতে এরকম কিছু নেই?'

'না,' ঘড়িয়াল বাবু অ্যাডাম এবং স্যালির দিকে তাকাল। জর্জের ক্লজিটে শ্যাডোকে ধাওয়া করার পরে আমাদের মনে হয়েছিল আমরা উঁচু থেকে পড়ে যাচ্ছি, মনে আছে?'

'আছে,' বলল অ্যাডাম। 'মনে হচ্ছিল নিচে পড়ার পরে হাড়গোড় কিছুই বুঝি আস্ত থাকবে না।'

মাথা ঝাঁকাল বাবু। 'উঁচু থেকে পড়লে অবশ্য তেমনই হতো।'

'তুমি কী বলতে চাইছ?' জিজ্ঞেস করল স্যালি। 'যে আমরা স্রেফ আকাশ থেকে পড়ে এখানে এসেছি?'

ঘড়িয়াল বাবু একটু চুপ করে থেকে বলল, 'হুঁ।'

হেসে উঠল স্যালি। 'এমন অদ্ভুত কথা জীবনেও শুনিনি।'

'আমি এখানকার আকাশটা খুব ভালো করে লক্ষ করেছি,' বলল বাবু। 'শুনতে অবাক লাগলেও এটাই সত্যি যে আকাশটাকে খুব বেশি দূরে মনে হয়নি আমার।'

'কিন্তু আকাশ তো আকাশই,' আপত্তির সুরে বলল স্যালি। 'এটা তো আর এক জায়গায় ফিক্সড করা নেই।'

'আমাদের পৃথিবীতে সম্ভবতঃ আছে,' বলল ঘড়িয়াল। 'কিন্তু এখানকার গল্প ভিন্ন। যিটা?'

'আকাশ একটা পর্দার মতো,' বলল যিটা। 'এটা ফিক্সড করা।'

উঠে বসল অ্যাডাম। 'ঘড়িয়াল বাবু, তুমি কি বলছ যে পৃথিবীটা এ পর্দার ঠিক অপর পাশে? তারমানে আমরা আকাশে ঢুকতে পারলে বাড়ি ফিরে যেতে পারব?'

'হ্যাঁ,' বলল ঘড়িয়াল বাবু। 'তবে এই শর্তে যে আকাশটা ছুঁতে হবে এবং যে কোনভাবেই হোক ওটাকে খুলতে হবে। যিটা, তোমাদের দেশে কোন উঁচু পাহাড় আছে যার চুড়োয় উঠলে পর্দাটি স্পর্শ করা যায়?'

'নিশ্চয় আছে,' বলল যিটা। 'অনেক উঁচু উঁচু পাহাড়ের মাথায় ঝুলে আছে দ্য কার্টেন অব ড্রিমস। এই তো কাছেই একটা পাহাড় আছে যার মাথা ছুঁয়েছে আকাশে।'

'এ দেশটা সত্যি অদ্ভুত,' বিড়বিড় করে বলল স্যালি।

'আমাদেরকে ওই পাহাড়ে নিয়ে যেতে পারবে?' জানতে চাইল ঘড়িয়াল বাবু।

মাথা দোলাল যিটা। 'আমার চাচা আমাদেরকে ছেড়ে দিলেই ওখানে যেতে পারব। ঘোড়ায় চড়ে যেতে অল্প সময় লাগবে। ধরো, ঘন্টা কয়েক।'

'মনে হয় না আজ আর আমরা ওখানে যেতে পারব,' গম্ভীর মুখে বলল অ্যাডাম।

এমন সময় কারাপ্রকোষ্ঠের দরজায় কেউ নক করল।

লাফিয়ে উঠল যিটা, দ্রুত এগোল দরজার দিকে। দরজায় চৌকোনা একটা জায়গা

আছে গরাদ বসানো। ওখান থেকে বাইরেটা দেখা যায়। পাথরের হলওয়েতে জ্বলন্ত মশাল হাতে ছোটখাট শরীরের কেউ একজন দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখেই চিনতে পারল যিটা।

'ক্লেরি!' চেঁচিয়ে উঠল সে। 'তুমি এখানে কী করছ?'

'ক্লেরি কে?' জিজ্ঞেস করল স্যালি।

ঘুরল যিটা। 'আমার গার্লফ্রেণ্ড। আমাদেরকে সাহায্য করতে এসেছে।'

সবাই আনন্দে লাফিয়ে উঠল। শুধু নেলি মুখ কালো করে বসে রইল।

'তুমি বলোনি তো তোমার গার্লফ্রেণ্ড আছে,' বলল সে।

সবাই দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বাইরের মেয়েটি লম্বায় যিটার চেয়ে খাটো, সুঁচালো কান সত্ত্বেও তাকে বেশ সুন্দর লাগছিল দেখতে। তার মাথার চুল লম্বা, সবুজ রঙের। পৃথিবীর মানুষদের সে খুব একটা অবাক হয়েছে বলে মনে হলো না। সে তার বয়ফ্রেণ্ডের সঙ্গেই শুধু কথা বলল।

'যিটা,' করুণ গলায় বলল মেয়েটি। 'খবরটা শুনে আমি বিশ্বাসই করতে পারিনি। তোমার চাচা তোমাকে কারাগারে বন্দী করে রেখেছেন! তুমি কী অপরাধ করেছ?'

'আমি কোন অপরাধ করিনি,' বলল যিটা। 'শুধু জানতে পেরেছি গিলবারদের সঙ্গে লড়াইতে ফুরমা শ্যাডোদের সঙ্গে আঁতাত করেছেন।'

শিঁটিয়ে গেল ক্লেরি। 'তা কী করে হয়? ওরা তো দানব।'

গম্ভীর মুখে মাথা ঝাঁকাল যিটা। 'দুর্ভাগ্যজনক হলেও এটা সত্যি। আমাকে হয়তো যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আটকে রাখা হবে। কিন্তু শ্যাডোরা ততদিনে অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠবে। আমাদের রাজ্যও দখল করে নিতে পারে।'

'এখন আমাকে কী করতে বলো?' জিজ্ঞেস করল ক্লেরি।

'তুমি আমাদেরকে এখান থেকে বের হওয়ার ব্যবস্থা করো,' বলল যিটা। 'তোমার বাবার সঙ্গে কথা বলো। তিনি আমাকে খুব ভালো চেনেন, জানেন। আমার বিচারবুদ্ধির ওপরেও তাঁর আস্থা আছে। নিষিদ্ধ অঞ্চলে আমি কী দেখে এসেছি তা সবকিছু তাঁকে খুলে বলবে। ডিউক লেস্টারের লোকজন শ্যাডোদের সঙ্গে দোস্তী করেছে। বলবে কোনটা ভুল আর কোনটা ঠিক তা বিচারের বিবেচনা পুরোটাই আমার চাচা হারিয়ে ফেলেছেন। দানবদের সঙ্গে এই মৈত্রী আমাদের সবাইকে ধ্বংস করে দেবে।'

ক্লেরি অ্যাডামদের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাল। 'কারা এরা?'

'সে এক লম্বা কাহিনী,' বলল যিটা। 'তুমি শুধু সবাইকে বলে দাও কী ঘটছে আর আমাদেরকে এখান থেকে বের করার ব্যবস্থা করো। লোকে সত্যি কথাটা একবার জানতে পারলে আগুনের গোলার মতো বিস্ফোরিত হবে, খবরটা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে বাতাসের গতিতে। তাহলে আর আমাদেরকে অন্যায়ের বলি হতে হবে না।'

'সত্যটা ছড়িয়ে যাবে বটে,' বলল ঘড়িয়াল বাবু। 'তবে ভাবছি তোমার রাজা এ আগুনটাকে এক ফুঁয়ে আবার নিভিয়ে দেন কিনা!'

উনিশ

ঘড়িয়াল বাবুর কথাই সত্য বলে প্রমাণিত হলো। দুই ঘন্টা পরে কারাগার থেকে বেরিয়ে ঘোড়ায় পিঠে চেপে ওরা সেন্টারের রাস্তা দিয়ে পালাতে লাগল। গন্তব্য যিটার বর্ণিত পাহাড়ের দিকে। ওই পাহাড়ের চুড়ো সত্যি যেন স্পর্শ করেছে আকাশ। ওরা পালাচ্ছে কারণ রাজা ওদের পেছনে ক্ষুদ্র সেনাবাহিনী লেলিয়ে দিয়েছেন। এবং তিনি নিজেই রয়েছেন তার নেতৃত্বে। যিটা ওদেরকে তাই বলল। বেশিরভাগ ঘোড়ার সামনে সোনালি এবং নীল রঙের পতাকা উড়ছে। তবে যিটা যেন এক ঝলক দেখতে পেল রাজার সঙ্গে সঙ্গে শ্যাডোরাও আসছে দল বেঁধে। সম্ভবতঃ গুঞ্জনটা ইতিমধ্যে অনেকটা ছড়িয়ে পড়েছে এবং রাজা ব্যাপারটা আর লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করেননি।

ক্লেরি তার দায়িত্ব সুচারুভাবে পালন করেছে। তার বাবা রাজ্যের খুবই প্রভাবশালী একজন। তিনি রাজার গার্ডদের থামাতে নিজের লোকদের পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তারা গার্ডদেরকে বাধা দিয়েও বিশেষ সুবিধা করতে পারে নি। রাজা তাঁর দলবল নিয়ে অ্যাডামদের পেছনে ধাওয়া অব্যাহত রেখেছেন।

'আমার চাচার সঙ্গে শ্যাডোদেরকে এভাবে খোলাখুলি চলতে দেখব সে কথা কোনদিন কল্পনাও করিনি।' লম্বা একটি পাহাড়ের মাথায় এসে বলল যিটা। সেই উঁচু পর্বতের অর্ধেকটা পথ পাড়ি দিয়েছে ওরা। মনে হচ্ছে শীঘ্রি অদ্ভুত সবুজ আকাশটা হাত দিয়ে স্পর্শ করতে পারবে। ক্লেরি যিটার পাশে, নিজের ঘোড়ায় বসে আছে।

'এটা পাপ, এটাকে থামাতেই হবে। শ্যাডোরা আমাদের ভীষণ ঘৃণা করে।'

'হায়, যদি ওদের কবল থেকে মুক্ত হতে পারতাম!' দীর্ঘশ্বাস ফেলল যিটা।

'একটা রাস্তা অবশ্য আছে,' বিড়বিড় করে বলল ঘড়িয়াল বাবু।

'কিছু ভেবেছ তুমি?' জিজ্ঞেস করল নেলি।

'ভেবেছি অনেক কিছুই,' বলল বাবু। পর্বত চুড়োয় ইঙ্গিত করল সে। 'তবে ওদের আগে ওখানে আমাদের পৌঁছাতে হবে।'

রাজা এবং তাঁর সেনাবাহিনীর ঘোড়াগুলো অনেক তেজি এবং দৌড়ায়ও খুব জোরে। তারা হা হা করে ছুটে আসছিল ওদের দিকে। তবে ভাগ্যদেবী অ্যাডামদের পক্ষেই ছিলেন। ওরা পর্বতের একটি তীক্ষ্ণ বাঁক ঘুরতেই যেন আকাশের মধ্যে ঢুকে গেল।

যেন বিশাল কালো এবং পর্দার মধ্যে প্রবেশ করেছে ওরা, ঠিক মাথার ওপরে ঝুলছে ওটা। শেষ চড়াই এবং উৎরাই বেয়ে অবশেষে চূড়ান্ত ঢালটার মাথায় উঠে এল সবাই। মাথা ঢুকে গেল আকাশের মধ্যে। পাথরের মতো শক্ত একটা দেয়াল। তবে প্লাস্টিকের তৈরি যেন।

'এ সত্যি ভারী অদ্ভুত জায়গা,' মন্তব্য করল স্যালি।

'আমরা এটা ভেঙে ভেতরে ঢুকব কী করে?' নেলি জিজ্ঞেস করল ঘড়িয়াল বাবুকে।

'ওই পাশে কোন ফাঁকা জায়গা নেই?' প্রশ্ন করল অ্যাডাম। 'যার মধ্যে স্বচ্ছন্দে ঢোকা যাবে।'

'এ আকাশ ভেঙে ভেতরে ঢোকার তো কথা ছিল না,' বলল ঘড়িয়াল বাবু। 'আমরা চেয়েছি আকাশটা উন্মুক্ত হয়ে যাবে এবং আমরা ভেতরে ঢুকে পড়ব।'

প্রশস্ত, গাঢ় সবুজ রঙের সামিয়ানার দিকে চোখ বড়বড় করে তাকিয়ে আছে স্যালি।

মনে হচ্ছে এ সামিয়ানার কোন শেষ নেই, দেশটার ওপর ঝুলে আছে।

'কথা বলে সময় নষ্ট না করে বরং ভাবি কীভাবে এ আকাশ উন্মুক্ত করা যাবে,' বলল ও।

'একটা বুদ্ধি এসেছে মাথায়,' আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলল ঘড়িয়াল বাবু।

ঘাড় ঘুরিয়ে অগ্রসরমান বাহিনীকে দেখল অ্যাডাম। রাজা ফুরমার সঙ্গে অনেকগুলো শ্যাডো। অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে আসছে তারা।

'তুমি যা-ই প্ল্যান করে থাকো না কেন, এক্ষুণি তা কাজে লাগাও,' অ্যাডাম বলল ঘড়িয়াল বাবুকে।

কাঁধ ঝাঁকাল ঘড়িয়াল বাবু। 'আগে রাজা আসুক এখানে তারপর।'

'কী?' সবাই সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল।

একটা হাত তুলে ওদেরকে থামাল ঘড়িয়াল বাবু। 'শ্যাডো সমস্যার চিরস্থায়ী সমাধানের একটা রাস্তা আমি পেয়ে গেছি।'

'কিন্তু সমস্যাটা তো আমাদের না,' বলল স্যালি। 'আমরা বাচ্চা ছেলেমেয়ে, ওদের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে আমাদের নাক গলানো মোটেই উচিত হবে না। সময় থাকতে থাকতে এখান থেকে কেটে পড়াই ভালো।'

'তবু যদি তোমরা আমাদেরকে একটু সাহায্য করতে পারো,' ক্লেরি কাতর গলায় বলল ঘড়িয়াল বাবুকে।

যিটা নেলির দিকে তাকাল। তাকে ভীত, সন্ত্রস্ত দেখাচ্ছে।

'তোমাদের সাহায্য দরকার,' বলল সে ওকে। 'কিন্তু জানি না সাহায্য চাইবার অধিকার আমাদের আছে কিনা। শুধু এটুকু জানি তোমরা নিরাপদে আছ জানলে আমি স্বস্তি পাবো।'

হাসল নেলি। 'কিন্তু আমার বিপদে তো তোমার কিছু আসে যায় না।'

যিটা ওর হাত বাড়িয়ে দিয়ে নেলির হাত ধরল।

'তোমার বিপদে আমার অনেক কিছুই এসে যায়,' আন্তরিক গলায় বলল ও।

ওদের দিকে তাকিয়ে হাসল ঘড়িয়াল বাবু, যে কাজটি সে খুবই কম করে থাকে।

'চিন্তা কোরো না,' বলল সে। 'আমরা শ্যাডোদেরকে পরাজিত করে একই সময় বাড়িও ফিরতে পারব। সত্যি বলতে কী, দু'টি জিনিস একটির সঙ্গে আরেকটি সম্পর্কযুক্ত।'

'কিন্তু কীভাবে?' জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম।

'চিন্তা করে দেখো আমরা কীভাবে এখানে এসেছি,' বলল ঘড়িয়াল বাবু। 'আমরা বিশেষ একটি জায়গার ভয়ের ওপর মনোসংযোগ করে স্পেস-টাইম কন্টিয়ামে একটি রাপচার তৈরি করি। আর সে বিশেষ জায়গাটি ছিল জর্জের ক্রুজিট। আর নেলির বেডরুমে শ্যাডো প্রবেশ করে ওকে ধরে নিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছিল নেলির ভয়ের কারণে। ওখানেও একটি রাপচার তৈরি হয়েছিল যার সাহায্যে শ্যাডো দানবের অনুপ্রবেশ ঘটে। এখানে ভয়টাই মুখ্য। ভয়-ই আমাদেরকে এ রাজ্যের ফাঁদে ফেলেছে। ভয় আমাদের মাথার ওপরের আকাশ তৈরি করেছে। এই কার্টেন অব ড্রিমস মোটা এবং দুর্ভেদ্য। আমরা যদি আমাদের মন থেকে ভয় ঝেড়ে ফেলতে পারি তাহলে এর ভেতর দিয়ে আমরা খুব সহজে, যেভাবে পানিতে স্বচ্ছন্দে সাঁতার কাটি, সেভাবে ফিরে যেতে পারব আমাদের পৃথিবীতে।'

'তাহলে জলদি করো!' চেঁচিয়ে উঠল স্যালি। সেনাবাহিনী আরও কাছিয়ে এসেছে। রাজা ওদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন, হাতে তাঁর খোলা তরবারি, রাগে গনগন করছে মুখ। তাঁর পেছনে শ্যাডোর দল উল্লাসে হুংকার ছাড়ল। মানুষের মগজ খাওয়ার লোভে মুখ দিয়ে আরও বেশি লালা ঝরতে শুরু করেছে।

'কিন্তু শ্যাডোদেরকে বাধা দেব কী করে?' ঘড়িয়াল বাবুকে জিজ্ঞেস করল যিটা।

'একই উপায়ে।' জবাব দিল বাবু। 'শুধু ওদেরকে ভয় পেলে চলবে না। আমার ধারণা যিটা এবং ক্লেরি, তোমাদের লোকজনই এই শ্যাডোদের সৃষ্টি করেছে। এ রাজ্যের ভয় দানবগুলোকে শারীরিক কাঠামো তৈরিতে সাহায্য করেছে। শ্যাডোদের সম্পর্কে তুমি নেলিকে কী বলেছিলে নেলি আমাকে তা বলেছে। বলেছিলে, "কারও কারও বিশ্বাস ওরা এসেছে আমাদের অনিঃশেষিত ভয় থেকে।" এ কথা শোনার পরে আমার মনে হয়েছে তাহলে দানবদের সৃষ্টি এসব কারণেই।'

'কিন্তু ওদেরকে নিয়ে এখন কী করব?' জিজ্ঞেস করল যিটা।

'ওদের দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকো, দেখবে ওরা ভ্যানিশ হয়ে গেছে,' বলল ঘড়িয়াল বাবু।

'কিন্তু ওরা যদি ভ্যানিশ না হয়?' জিজ্ঞেস করল ক্লেরি।

কাঁধ ঝাঁকাল ঘড়িয়াল বাবু। 'তাহলে আমাদের কম্ম সাবাড়।'

যিটা কী যেন চিন্তা করে অ্যাডামদের সঙ্গে কথা বলল।

'আমার ধারণা শ্যাডোদের পরাজিত করার জন্য সঠিক পরামর্শই দিয়েছে ঘড়িয়াল বাবু। তবু আমাদের ব্যর্থ হওয়ার একটা ঝুঁকি থেকেই যাচ্ছে। এজন্য আমার মনে হয় তোমাদের এখন এ অঞ্চল ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত।'

'অতি উত্তম এবং যৌক্তিক প্রস্তাব,' বলে ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল স্যালি।

'দাঁড়াও, দাঁড়াও,' ওকে বাধা দিল অ্যাডাম। 'বন্ধুদেরকে এভাবে ফেলে যাওয়া ঠিক হবে না।'

নেলি তাকাল যিটা এবং ক্লেরির দিকে। 'আমাদেরকে বাঁচানোর জন্য তোমরা জীবনের ঝুঁকি নিয়েছ।' বলল সে। 'তোমাদেরকে নিরাপদ না দেখে আমরা কোথাও যাচ্ছি না।'

'তোমরা মানুষরা দেখছি অনেক সাহসী,' প্রশংসার সুরে বলল যিটা।

'এবং খুব বোকা,' অসন্তোষে ঘোঁতঘোঁত করল স্যালি।

আর মিনিটখানেকের মধ্যে সেনাবাহিনী এসে চড়াও হবে ওদের ওপর। রাজা ফুরমা ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়লেন, এগিয়ে আসতে লাগলের যিটার দিকে। যিটাও সামনে কদম বাড়াল। সুঁচাল কান আর সবুজ চামড়া সত্ত্বেও সত্যিকারের রাজার মতো লাগছে ফুরমাকে। তিনি বেশ লম্বা, পেশীবহুল শরীর। মাথায় রত্নখচিত সোনার মুকুট।

তবে রাজার হাতে তরবারি এবং চোখ থেকে ঠিকরে বেরুচ্ছে ঘৃণা। তিনি কিছু না বলে যিটার গলা লক্ষ্য করে বাগিয়ে ধরলেন তরবারি। সবাই আঁতকে উঠল ভয়ে। ভাবল রাজা বুঝি যিটার গলার কেটে ফেলেন। কিন্তু যিটা সামান্য হেললও না। সে চাচার অগ্নিচক্ষুর দিকে তাকিয়ে রইল। দেখে মনে হলো না একটুও ভয় পেয়েছে। তার দুপাশে দাঁড়ানো শ্যাডো নামের দানবগুলো সুড়ুৎ করে জিভের ঝোল টানল।

'আমার নিজের রক্ত আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে!' হুংকার দিলেন রাজা। 'এক্ষুণি তোমার মাথা কেটে নিয়ে এ বিদ্রোহের সমাপ্তি ঘটাতে পারি। তুমি কী করে আমার সঙ্গে এমন করতে পারলে?'

যিটা শান্ত গলায় বলল, 'আপনি কী করে আপনার নিজের লোকদের বিরুদ্ধে এমন করতে পারলেন?'

'আমি শ্যাডোদের সঙ্গে মৈত্রী করেছি আমার নিজের লোকদের রক্ষা করার জন্য।'

যিটার গলায় তরবারি ঠেকানো থাকলেও সে ডানে-বামে মাথা নাড়ল।

'আপনি এই মৈত্রী করেছেন শুধু নিজেকে রক্ষার জন্য,' বলল ও। 'আপনি যদি গিলবারের কাছে অত বেশি ট্যাক্স না চাইতেন, অত বেশি আনুগত্য পেতে না চাইতেন, তাদের সঙ্গে খারাপ আচরণ না করতেন, তাহলে আজ আর তারা আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করত না।'

'তারা আমার প্রজা!' গর্জে উঠলেন রাজা। 'তাদেরকে যা করতে বলব তা তারা করতে বাধ্য। তোমাকেও যা করতে বলব তুমি তা করতে বাধ্য।'

'হ্যাঁ, আমি আপনার প্রজা।' শান্ত গলায় বলল যিটা। 'তবে সে সঙ্গে আমি আপনার ভাতিজাও বটে। আর আমি বিশ্বাস করি না যে আপনি আমাকে হত্যা করতে পারবেন। কারণ আপনি অতটা খারাপ নন। সে যদি আমি আপনার দুষ্ট পরিকল্পনা নসাৎ করে দিই, তবুও।'

অহংকারী গলায় রাজা বললেন, 'তুমি আমার পরিকল্পনা নস্যাৎ করতে পারবে না, যিটা।'

'পারব,' বলল যিটা।

সে কাছে দাঁড়ানো শ্যাডোদের দিকে ফিরল এবং তাদেরকে লক্ষ্য করে হেসে উঠল।

সাথে সাথে পাথরের মূর্তির মতো জমে গেল শ্যাডোরা।

কুড়ি

শ্যাডোদেরকে জমে যেতে দেখে উল্লসিত হলো স্যালি। সে হাত তুলে বলল, 'ওদেরকে দ্যাখো। হাসির শব্দে কেমন পাথর হয়ে গেছে। এসো সবাই ওদেরকে লক্ষ করে হাসতে থাকি।'

ওরা সবাই শ্যাডোদের দিকে তাকিয়ে হাহা হিহি হাসিতে ফেটে পড়ল। সে-সঙ্গে নানান কিম্ভূত অঙ্গভঙ্গি করে ভেংচাতে লাগল।

'সবুজ মলের নোংরা বল,' বলল স্যালি।

'নির্বোধ জানোয়ার কোথাকার,' বলল ঘড়িয়াল বাবু।

'বদখত শয়তান,' বলল অ্যাডাম।

'বিশ্রী প্রাণীর দল,' বলল নেলি।

স্যালি নেলিকে বলল, 'এটা কোন কড়া গালি হলো? আরও কড়া বকুনি দাও।'

কিন্তু কড়া বকুনি দেয়ার দরকার হলো না। ওদের হাসির শব্দে, যেহেতু ওদের মধ্যে আর কোন ভয় ছিল না, শ্যাডোর দল হঠাৎ গলে যেতে শুরু করল। সবাই অবাক হয়ে দেখল দানবগুলো একে একে গলে যাচ্ছে। শেষে রাজার পায়ের কাছে থকথকে সবুজ একটা তরল ছাড়া আর কিছুই থাকল না। রাজা ভয় এবং বিস্ময় নিয়ে চারদিকে তাকালেন। যিটার গলা থেকে তরবারি নামিয়ে নিলেন।

'তুমি আমার বন্ধুদেরকে ধ্বংস করেছ,' ফিসফিস করে বললেন তিনি।

'আপনাকে আমরা আপনার প্রকৃত শত্রুর হাত থেকে বাঁচিয়েছি,' বলল ঘড়িয়াল বাবু। 'ইয়োর হাইনেস, একবার গিলবারের লোকদের সঙ্গে কথা বলুন না? ওদের দাবি-দাওয়াগুলো শুনুন। আমি নিশ্চিত ওরা আর আপনাদের সঙ্গে যুদ্ধে জড়াতে চাইবে না। যুদ্ধ শুধু ঝামেলা সৃষ্টি করে আর লোকের প্রাণহানি ঘটায়। আমার মনে হয় আপনি নিজেও সেটা চান না।'

ঘড়িয়াল বাবুর কথাগুলো হয়তো প্রভাবিত করল রাজাকে, অথবা তাঁর গার্ডদের আকস্মিক গলে যেতে দেখার শক তিনি এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেননি, তাই তাঁর চেহারায় বিমূঢ় একটা ভাব। তিনি অ্যাডামদের দিকে এমনভাবে তাকালেন যেন এই প্রথম ওদেরকে দেখছেন। তাঁর ভয় মিশ্রিত চোখে আশ্রয় করল বিস্ময়। ভাতিজার দিকে ফিরলেন তিনি।

'তোমাকে তরবারি তুলে ভয় দেখিয়েছি এ জন্য আমাকে ক্ষমা করে দাও, যিটা,' বললেন তিনি। 'কাজটা মোটেই ঠিক হয়নি। তুমি আমার একমাত্র ভাতিজা।'

যিটা বলল, 'আপনার আদেশ না মানবার জন্য আপনিও আমাকে ক্ষমা করে দেবেন।'

রাজা অ্যাডামদেরকে লক্ষ করছেন। 'এরা তোমার বন্ধু?' প্রশ্ন করলেন তিনি।

মাথা দোলাল যিটা। 'নিষিদ্ধ অঞ্চলে এদের সঙ্গে আমার পরিচয়। ওরা পৃথিবী থেকে এসেছে। আমাদেরকে সাহায্য করতে এসেছে।' একটু বিরতি দিয়ে যোগ করল, 'ওদের পৃথিবীতে ওদেরকে সবাই মহানায়ক হিসেবে চেনে।'

'কথাটি যদিও সত্যি নয় তবু শুনতে ভালোই লাগল,' নিচু গলায় বলল স্যালি।

রাজা ফুরমা সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন। 'ওদের বীরত্ব তো নিজের চোখেই দেখলাম। স্রেফ হেসে ওরা আমার সেনাবাহিনীকে বাতাসের সঙ্গে মিলিয়ে দিল! আর ওদের কথাগুলো কত জ্ঞানগর্ভ! আমি ওদের পরামর্শ মেনে চলার চেষ্টা করব। শান্তি স্থাপন করব গিলবারের সঙ্গে। যুদ্ধ করার মতো বয়সও এখন নেই তাছাড়া শ্যাডোরা নেই বলে যুদ্ধে হয়তো জিততেও পারব না।' বিরতি দিয়ে জানতে চাইলেন, 'এই মানুষরা কি আমার ব্যক্তিগত প্রহরী হিসেবে আমাদের রাজ্যে থাকতে রাজি হবে?'

'থাকতে পারলে খুশিই হতাম, রাজা ফুরমা,' বলে উঠল নেলি। 'কিন্তু পৃথিবীতে আজ রোববার এবং আমাদের সবার স্কুলের হোমওয়ার্ক করতে হবে। গিলবারের সঙ্গে আপনার শান্তি স্থাপিত হওয়ার পরে কোন একদিন নাহয় আবার আসব।'

'বেশ,' বললেন রাজা। 'তোমরা আমার চক্ষু খুলে দিয়েছ। আমি তোমাদের কাছে ঋণী। তোমাদেরকে তোমাদের মতো চলে যাওয়ার অনুমতি দিলাম।'

ঘড়িয়াল বাবু এবং অ্যাডাম আকাশের দিকে মনোসংযোগ করলো।

আকাশটা মাত্র হাত কয়েক দূরে তবে ওটাকে নিরেট একটা দেয়ালের মতোই লাগছে।

'এখন কী করব?' বলল অ্যাডাম।

'মনে বিশ্বাস আনো, অকুতোভয় হও,' পরামর্শ দিল বাবু।

সে দু'হাত গোল করে মুখের সামনে এনে হাঁক ছাড়ল। 'হেই ব্রাইস? টিরা? জর্জ? তোমরা আছ ওখানে?'

আকাশের অপর পাশ থেকে সাড়া দিল ব্রাইস।

'আছি। তোমার কথা শুনতে পাচ্ছি তবে তোমাদেরকে দেখতে পাচ্ছি না। কোথায় তোমরা?'

'খুব কাছে,' বলল ঘড়িয়াল বাবু। 'তোমরা কি এখনও জর্জদের বাড়িতে?'

'হ্যাঁ। ওর ক্লজিটে বসে আছি। তোমার কথা শোনার ঠিক আগ মুহূর্তে ক্লজিটের পেছনটায় সবুজ আলো জ্বলে উঠতে শুরু করেছিল। আমরা কি তোমাদের কাছে আসব?'

'না,' বলল ঘড়িয়াল বাবু। 'তোমরা শুধু সবুজ আলোটার মধ্যে হাত বাড়িয়ে দাও। আমাদের হাত ধরে টেনে নিয়ে যাও।'

'আচ্ছা।'

আকাশ ফুঁড়ে বেরুল দু'জোড়া হাত। একটি হাত দেখতে ব্রাইসের হাতের মতো, অন্যটি টিরার হাতের মতো।

তবে জর্জের হাত দেখতে পায় নি বলে অ্যাডামরা কেউ-ই অবাক হলো না।

নেলি ফিরল যিটা এবং ক্লেরির দিকে। ওদেরকে আলিঙ্গন করল।

'আমরা এখন বিদায় নেব,' বলল সে। 'তোমাদের দু'জনের সঙ্গে পরিচিত হয়ে সত্যি খুব খুশি হয়েছি। সবসময় একসঙ্গে থেকো। জুটি হিসেবে তোমরা দারুণ মানিয়ে গেছ।'

'আবার এসো তোমরা,' বলল যিটা।

'তোমাকে আমরা মিস করব,' বলল ক্লেরি।

'আবার আসব আমি,' কথা দিল নেলি। তারপর হেসে উঠল খিলখিল করে। 'হয়তো কোন এক আঁধার রাতে যেদিন আমার ঘুমাতে খুব ভয় করবে!'

দ্য হাউলিং গোস্ট

এক

হাউলিং গোস্ট যেদিন ধরে নিয়ে গেল নেলি ম্যাকেই'র ছোট ভাই নিলকে, সেদিন থেকেই মহা দুর্যোগ শুরু হয়ে গেল ওর জীবনে। অবশ্য হরর টাউন নামের এই কিম্ভূত শহরে যেদিন মা ওদেরকে নিয়ে এসেছেন তখনই নেলি আশঙ্কা করেছিল ওদের কপালে খারাবী আছে। শহরটাকে প্রথম দর্শনেই ওর অপছন্দ হলেও এ শহর নিয়ে যেসব গা ছমছমে গল্প আছে তার অর্ধেকটাই বিশ্বাস করেনি নেলি। কিন্তু যেদিন বাতিঘর থেকে ভূতটা বেরিয়ে এসে ভাইটাকে অপহরণ করল, সেদিন থেকে সবকিছুই বিশ্বাস করতে শুরু করে নেলি।

'আমি একটু জেটির দিকে যাই?' ওরা সৈকতের মাথায় পৌঁছালে জিজ্ঞেস করল নিল। এখান থেকে পাথুরে জেটির শুরু। এরপরই বাতিঘর।

'না, যেতে হবে না,' পকেটে হাত ঢুকিয়ে বলল নেলি। 'দেখছিস না কী ঠাণ্ডা পড়ছে। আর সন্ধ্যাও হয়ে আসছে।'

'প্লিজ?' অনুনয় করল নিল। 'আমি সাবধানে থাকব।'

ছোট ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে হাসল নেলি। 'শব্দটার মানে তুই আসলে জানিস না।'

ভুরু কোঁচকাল নিল। 'কোন শব্দ?'

'আরে, "সাবধানে থাকব" কথাটার মানে বুদ্ধু!' সাগরের ফুলে ফেঁপে ওঠা পানির দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে নেলি। ঢেউগুলো খুব বেশি উঁচু কিংবা বড় নয় তবে যেভাবে জেটির বড় বড় পাথরগুলোর গায়ে আছড়ে পড়ছে, দৃশ্যটা মোটেই সুখকর নয়। ভীতিকর। যেন সাগরের ঢেউ জেটিটাকে ভেঙে টুকরো করে ফেলতে চাইছে। জেটির শেষ মাথায় অন্ধকারে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকা লম্বা বাতিঘরটাকেও কেমন অশুভ লাগছে। দেখলে ছমছম করে গা। অবশ্য প্রকাণ্ড ওই বাতিঘরের দিকে যতবার তাকিয়েছে নেলি, ততবারই গা শিরশিরে একটা অনুভূতি হয়েছে ওর। মাস দুই হলো ওরা হরর টাউনে এসেছে। এর মধ্যে বারকয়েক সাগর তীরে বেড়াতে এসেছে নেলি। এবং প্রতিবারই বাতিঘরটা ওর ভেতরে ভীতির সঞ্চার করেছে।

'প্লীজ, যেতে দাও না, আপু,' আবার বলল নিল।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল নেলি। 'আচ্ছা যা। তবে সাবধানে হাঁটবি। দেখিস হোঁচট খেয়ে পড়ে না যাস।'

লাফিয়ে উঠল নিল। 'তুমি যাবে আমার সঙ্গে?'

ঘুরল নেলি। 'না। আমি এখানে বসে তোর ওপর নজর রাখব। তবে সাগর থেকে কোন হাঙর এসে যদি তোকে কপ করে খেয়ে ফেলে আমি কিন্তু তোকে উদ্ধার করতে যাবো না।'

নিলের লাফালাফি থেমে গেল। 'হাঙর বুঝি ছেলেদের খায়?'

'খায়, যখন আর মেয়েদেরকে খেতে পায় না, তখন।' নিলকে বোকার মতো তাকাতে দেখে হেসে উঠল নেলি। একটা বড় পাথরখণ্ডের ওপর বসল। 'ঠাট্টা করলাম। যা জেটি থেকে ঘুরে আয়। তারপর বাড়ি ফিরব। আরেকটু পরেই সন্ধ্যা হয়ে যাবে।'

'আচ্ছা,' নাচতে নাচতে ছুটল পাঁচ বছরের নিল, আপনমনে কথা বলছে। 'সাবধানে হাঁটব আর মেয়ে হাঙর থেকে দূরে থাকব।'

'সাবধানে যাস।' নরম গলায় বলল নেলি, এত আস্তে, নিল হয়তো শুনতেই পায়নি। ভাবছিল এ শহর নিয়ে কত ভয়ের গল্প সে শুনেছে কিন্তু তার ভাই এসব গল্প শুনলেও মোটেই ভয় পায়নি। আসলে এখানে ওদের বাবার পুরানো বাড়ি। আর বাবার বাড়িটি খুব পছন্দ হয়ে গেছে নিলের। বিশেষ করে সাগর সৈকত। নিজের আনন্দে সর্বদা মশগুল থাকে বলেই হয়তো হরর টাউনের কোন হরর স্টোরি ওকে মোটেই প্রভাবিত করতে পারেনি।

তবে নেলি জানে এ শহর মোটেই নিরাপদ নয়। অন্যান্য শহরের চেয়ে হরর টাউনের রাত অনেক বেশি কালো এবং অন্ধকার, আকাশের চাঁদটিও যেন আকারে অপেক্ষাকৃত বড়। মাঝে মাঝে মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলে অদ্ভুত সব শব্দ শুনতে পায় নেলি; মাথার ওপরে যেন ডানা ঝাপটাচ্ছে কোন পাখি, মাটির নিচ থেকে ভেসে আসে ভোঁতা কণ্ঠের আর্তনাদ। হতে পারে খুব বেশি কল্পনাপ্রবণ বলেই এসব চিন্তা করছে নেলি-তবে ও ঠিক নিশ্চিত নয়। আহা, বাবা যদি বেঁচে থাকত তাহলে কী আর এত ভয় পেত নেলি? বাবাকে ভীষণ মিস করে ও।

ভয় পেলেও রাতের বেলা একাকী হাঁটতে বেরোয় নেলি।

সমুদ্রের তীরে হাঁটতে ওর খুব ভালো লাগে। মনে হয় সাগর যেন দুহাত তুলে ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকে।

এমনকি গা ছমছমে বাতিঘরও ওকে আহ্বান করে।

নিল জেটির বড় একটি বোল্ডারের ওপর উঠে পড়েছে দেখছে নেলি। ও ওর বাবার শেখানো একটা গান গাইতে লাগল। এটা ঠিক গান নয়, কবিতা। কবিতার চরণগুলো পড়লে গা-টা কেমন ছমছম করে ওঠে। তবু কী জানি কেন এ মুহূর্তে সেই ভৌতিক কবিতাটিই মনে পড়ে গেছে নেলির।

The ocean is a lady.
She is kind to all.
But if you forget her dark moods,
Her cold waves, those watery walls,
Then you are bound to fall,
Into a cold grave,
Where the fish will have you for food.

The ocean is a princess.
She is always fair.
But if you dive too deep,
Into the abyss, the octopus's lair,
Then you are bound to despair,
In a cold grave,
Where the sharks will have you for meat.

'আমার বাবা কবি হিসেবে খুব একটা চৌকস ছিলেন না,' কবিতাটি আবৃত্তি করার পরে বিড়বিড় করে বলল নেলি। অবশ্য ও জানে এ কবিতা ওর বাবার লেখা নয়। কবিতাটি ওর বাবাকে কেউ শিখিয়ে দিয়েছিল। তবে তার নাম জানে না নেলি। হয়তো ওর বাবার বাবা কিংবা তাঁর মা। নেলির দাদা-দাদী হরর টাউনেই বাস করতেন শুনেছে ও। তখন ওর বাবার বয়স পাঁচ।

হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই, বাতিঘরের আলো ঝলসে উঠল।

'ওহ্, নো!' লাফ মেরে খাড়া হলো নেলি। সবাই জানে বাতিঘরটি পরিত্যক্ত। ওখানে কেউ থাকে না। শুধু চামচিকা, মাকড়সা ও ইঁদুর ছাড়া। পুরো বাতিঘর জুড়ে শুধু মাকড়সার ঝুল। এ শহরে আসার পর থেকে সে একদিনের জন্যেও বাতিঘরের বাতি জ্বলতে দেখেনি। মা বলেছেন বহুদিন ধরেই নাকি ওখানে কোন আলো জ্বলে না।

অথচ নেলি এখন দেখতে পাচ্ছে বাতিঘরের চুড়ো থেকে সাদা আলোর জোরালো একটি রেখা বেরিয়ে এসেছে, যেন রকেট শিপ থেকে ছিটকে আসা এনার্জি বিম সাগরের ঢেউয়ের তালে নাচছে। সাদা আলোয় পরিস্কার দেখা যাচ্ছে সাগরের পানি হঠাৎ উন্মত্ত হয়ে উঠেছে, যেন টগবগ করে ফুটছে। শীতল পানি নিয়ে উঠে আসছে বাষ্পের ধোঁয়া। এক মুহূর্তের জন্য পানির নিচে কী একটা জিনিস দেখতে পেল নেলি। হয়তো পাহাড়ের গায়ে বাড়ি খেয়ে ডুবে যাওয়া কোন জাহাজ ।

তারপর আলোকরেখাটি অর্ধবৃত্তাকারে ঘিরে মোড় নিলো সৈকতের দিকে। স্থির হলো জেটির ওপর। কিছু একটা খুঁজছে ।

আতংকিত হয়ে নেলি দেখল আলোটা থাবার মতো এগিয়ে আসছে তার ছোট ভাইয়ের দিকে।

নিল জেটির কাছাকাছি পৌঁছে গেছে, পায়ের দিকে চোখ।

'নিল!' চিৎকার দিল নেলি।

আলোটা গায়ে পড়তেই মুখ তুলে চাইল নিল, যেন শারীরিক কিছু একটা চেপে ধরল ওকে। কয়েক সেকেণ্ডের জন্য ওর খাটো বাদামী চুলগুলো খাড়া হয়ে গেল। তারপর যে পাথরের ওপর ও দাঁড়িয়ে ছিল, সেই বোল্ডার থেকে উপরের দিকে উঠে গেল পা দুটো। আলোটা এমন উজ্জ্বল, ধাঁধিয়ে যায় চোখ। কিন্তু নেলি পরিস্কার দেখতে পেল কুৎসিত দুটো হাত আলো থেকে বেরিয়ে এসেছে, জাপটে ধরবে নিলকে। ওর

গলা ফুঁড়ে বেরিয়ে এল দ্বিতীয় চিৎকার। হাত দুটোর আঙুল থাবার মত বাঁকা হয়ে গেছে।

'ভাগ্, নিল!' গলা ফাটাল নেলি।

ভাইয়ের দিকে ছুটতে শুরু করল ও। কিন্তু আলোর গতি ওর চেয়ে বেশি। জেটির কাছে পৌঁছানোর আগে অদৃশ্য একটা হাত এক ঝটকায় শূন্যে তুলে ফেলল নিলকে। পাথর আর সাগরের ঢেউয়ের ওপরে ভেসে রইল নিল। অশুভ একটা বাতাস ওর চুল ধরে টানতে লাগল। আতংকে বিস্ফারিত নিলের চোখ।

'নিল!' আবার চিৎকার করল নেলি, একটার পর একটা পাথর টপকে যাচ্ছে, পা কোথায় পড়ছে সেদিকে খেয়াল নেই। নিলের একদম কাছে এসে পড়েছে ও, হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে, ঠিক তখনই ভেজা শেওলায় নেলির পা পিছলে গেল। দড়াম করে আছাড় খেয়ে মাটিতে পড়ল ও। ব্যথায় আগুন ধরে গেল ডান পায়ে। ভীষণ চোট লেগেছে। হাঁটুর কাছটায় ছড়েও গেছে অনেকখানি।

'আপু!' অবশেষে আর্তনাদ করল নিল। কিন্তু ওর গলাটা কেমন অদ্ভুত শোনাল, যেন গভীর একটা কুয়োর মধ্যে পড়তে থাকা কেউ গুঙিয়ে উঠল।

নেলি দেখছে শূন্যে ভাসমান ওর ভাইকে জেটির ওপর থেকে সাগরের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তার পায়ের নিচে আছড়ে পড়ল ঢেউ, হুংকার দিল বাতাস।

কিন্তু ওটা স্বাভাবিক বাতাস নয়। হুংকার শুনে মনে হচ্ছে কোন জ্যান্ত প্রাণী গর্জন করছে। হুংকারটা ভেসে আসছে আলোকরেখার ভেতর থেকে। যেন কেউ কুৎসিত রসিকতা করছে। কেমন খ্যাকখ্যাক হাসির শব্দ। ওটা নেলির ভাইকে কজা করেছে, সেই আনন্দেই বিশ্রী সুরে হাসছে।

'নিল!' হতাশায় গুঙিয়ে উঠল নেলি।

নিল কথা বলার চেষ্টা করল। সম্ভবতঃ 'আপু' বলে ডাকতে চেয়েছিল।

কিন্তু ওর গলা দিয়ে কোন স্বর বেরুল না।

অকস্মাৎ বাতিঘরের আলোটা নড়ে উঠল।

আলোটা আরেকবার ঝাঁকি দিল নিলকে। কয়েক সেকেণ্ডের জন্য ভাইকে দেখতে পেল নেলি। শূন্যে ধস্তাধস্তি করছে কারও সঙ্গে। তারপর আলোকরেখাটা উর্ধ্বমুখী হলো। সোজা আকাশের দিকে ফোকাস করল। এবং তারপর নিভে গেল।

যেভাবে আকস্মিক জ্বলে উঠেছিল আলো সেভাবে হঠাৎ নিভেও গেল।

সঙ্গে নিয়ে গেল নেলির ভাইকে।

'নিল!' ডুকরে কেঁদে উঠল নেলি।

শুধু বাতাসের হুংকার শোনা যেতে লাগল।

নেলির কান্নার আওয়াজ গিলে খেল নিষ্ঠুর সাগর।

কেউ তার আর্তনাদ শুনল না। কেউ তাকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে এল না।

দুই

নেলি ম্যাকেইর ভাইকে হাউলিং গোস্ট ধরে নিয়ে যাওয়ার দুইদিন পরের ঘটনা। হরর টাউনের তিন কিশোর-কিশোরী অ্যাডাম ফ্রিম্যান, স্যালি উইলকক্স এবং ওসমান বাবু ওরফে ঘড়িয়াল বাবু স্থানীয় বেকারীতে বসে ডোনাট আর দুধ নিয়ে সকালের নাশতা করছিল। তবে স্যালি দুধের বদলে কফি পান করছিল কারণ তার মতে কফি তার নার্ভগুলো নাকি সতেজ রাখে।

'তোমার নার্ভ নিয়ে আবার কী সমস্যা হলো?' জেলি ডোনাট চিবুতে চিবুতে প্রশ্ন করে অ্যাডাম।

'এ শহরে যদি আমার মতো দীর্ঘদিন তুমি বাস করতে তাহলে এ প্রশ্নটি করতে না,' কফির কাপে চুমুক দিয়ে বলল স্যালি। 'ওই ডোনাট কী দিয়ে তৈরি তা না জেনে না খাওয়াই ভালো।'

'মানে?' ভুরু কোঁচকাল অ্যাডাম।

'মানে খুব সোজা, তুমি তো আর জানো না ওগুলোর ভেতরে কী আছে ,' বলল স্যালি।

'এর মধ্যে জেলি ছাড়া আবার কী থাকবে?' আপত্তির সুরে বলল অ্যাডাম। যদিও ওর খাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে।

গম্ভীর মুখে স্যালি বলল, 'হুঁ, কিন্তু ওই জেলিটা এলো কোত্থেকে? তুমি কি ওদের রান্নাঘরে গিয়ে দেখেছ ওরা কী দিয়ে ডোনাট বানাচ্ছে? র‍্যাসপবেরি আর স্ট্রবেরি দিয়ে জেলি বানানো যায় আবার বানরের মগজ দিয়েও জেলি তৈরি করা যায়।'

'যাহ্, বানরের মগজ দিয়ে আবার জেলি বানায় নাকি?' ডোনাটটা নামিয়ে রাখল অ্যাডাম।

'এ শহরে সবকিছুই সম্ভব,' বলল স্যালি। 'মাঝে মাঝে মনের ওপর বিশ্বাস রাখতে হয়।' সে ঝুঁকে ডোনাটের গন্ধ শুঁকল। 'কিংবা ভরসা করতে হয় নাকের ওপর। তবে এটা আমার কাছে খারাপ মনে হচ্ছে না। ঠিক আছে অ্যাডাম, তুমি এটা খেতে পারো।'

দুধের মগে চুমুক দিল অ্যাডাম। 'আমার খাওয়া হয়ে গেছে।'

'তুমি না খেলে আমি খাই?' বলল ওসমান বাবু। 'খাওয়া নিয়ে আমার অত বাছ বিচার নেই।'

'তোমার ইচ্ছে হলে খেতে পারো,' বাবুর দিকে ডোনাটটি ঠেলে দিল অ্যাডাম। 'আমরা একটু আগে কী নিয়ে যেন কথা বলছিলাম? ভুলে গেছি।'

'ভিনগ্রহবাসীদের অপহরণ কাণ্ড নিয়ে,' ডোনাটে একটা কামড় বসাল বাবু। আঙুলে লেগে থাকা জেলি চেটে নিল জিভ দিয়ে। 'সারা পৃথিবী জুড়ে ঘটছে এরকম ঘটনা। ভিনগ্রহ থেকে আসা অ্যালিয়েনরা মানুষজন ধরে ধরে তাদের গ্রহে নিয়ে যাচ্ছে

শারীরিক পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য। আমাদের কেউ যে এখনও ওদের দ্বারা কেন অপহৃত হইনি ভেবে অবাকই লাগছে আমার। আমরা নমুনা হিসেবে ওদের কাছে খুবই চিত্তাকর্ষক হবো।'

'আমি ওসব ফ্লাইং সসার টসার বিশ্বাস করি না,' মন্তব্য করল অ্যাডাম।

নাক সিঁটকাল স্যালি। 'এক মাস আগে তুমি তো ডাইনিও বিশ্বাস করতে না।'

'তুমি কোনদিন ফ্লাইং সসার দেখেছ?' জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম, যদিও জানে স্যালির জবাব কী হবে।

'অবশ্যই দেখেছি,' বলল স্যালি। 'তোমরা এ শহরে আসার আগে একটা ফ্লাইং সসার দেখেছি রিজারভয়ারে নেমে যেতে। বুড়ো টেডিসন তার মাছ ধরার নৌকা নিয়ে তখন ওই জলাধারে নেমেছে এবং-'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও,' বাধা দিল অ্যাডাম। 'তুমি না বলেছ জলাধারে কোন মাছ নেই? ওখানে মাছ বাঁচতে পারে না বলে সবগুলো লাফিয়ে উপকূলে চলে গেছে?'

'আমি বলেছি বুড়ো মাছ ধরার নৌকা নিয়ে রিজারভয়ারে নেমেছিল,' বলল স্যালি। 'বলিনি যে সে মাছ ধরছিল। সে যাক, তখন ভিনগ্রহবাসীদের রকেট শিপটা বুড়োর মাথার ওপর নেমে আসে। তখন খুব একটা ভাইব্রেশন তৈরি হয়েছিল। সেই উচ্চমাত্রার কম্পনের চোটে বুড়ো টেডিসনের মুখটা লম্বা হয়ে যায়, চোখ দুটো ইয়া বড় বড় হয়ে যেন মাথা ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে। দশ সেকেণ্ড পরে তাকে একদম অ্যালিয়েনদের মতো লাগছিল।'

'তারপর কী হলো?' জানতে চাইল অ্যাডাম।

নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল স্যালি। 'তারপর রকেটশিপটি চলে যায় এবং বুড়ো মাছ ধরতে থাকে। আমার মনে হয় সেদিন তার জালে কিছু একটা ধরা পড়েছিল। তবে সে জিনিস খাওয়ার যোগ্য ছিল কিনা তা বলতে পারব না।'

'কিন্তু মি: টেডিসনকে কি এরপর থেকে অ্যালিয়েনদের মতো দেখাচ্ছিল?' অ্যাডামের ধৈর্যচ্যুতি ঘটার উপক্রম।

'না, বেশিক্ষণ তার চেহারা অ্যালিয়েনদের মত থাকেনি,' জবাব দিল স্যালি।

'তবে লোকটার থুতনি এখনো গজালের মতো খাড়া,' বলল বাবু।

ডানে বামে মাথা নাড়ল অ্যাডাম। 'এ গল্পটা বিশ্বাস হলো না আমার।'

'বিশ্বাস না হলে দোকানের পেছনে গিয়ে একবার উঁকি মেরে এসো।' বলল স্যালি। 'বুড়ো টেডিসন এ দোকানেই কাজ করে। তুমি যে ডোনাটটা খেয়েছ সে হয়তো ওটা নিজেই বানিয়েছে।'

এ শহরে অ্যাডাম নতুন এসেছে। তবে আসার পরে এমন কিছু অদ্ভুতুড়ে অভিজ্ঞতা ওর হয়েছে যে মাঝে মাঝে মনে হয় হরর টাউনে উদ্ভট যেকোন ঘটনা ঘটা খুবই সম্ভব।

'আচ্ছা ঘড়িয়াল বাবু, এ শহরটার নাম হরর টাউন কেন?' ওসমান বাবুকে জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম। 'এটা এরকম গা ছমছমেই বা কেন? এ শহরে এমন কী আছে যে কারণে এটি অন্য দশটা শহর থেকে আলাদা?'

বিজ্ঞের মতো মাথা দোলাল বাবু। সে সবসময় দু'হাতে দুটো দুটো চারটে ঘড়ি পরে থাকে বলে বন্ধুরা তার নাম দিয়েছে ঘড়িয়াল বাবু। তার বাবা বাঙালী, মা আমেরিকান। বাবুর বাবা বোস্টনে ব্যবসা করেন, মা শিকাগোর একটি স্কুলে পড়ান। তার একটি বড় বোন আছে। সে ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করে। বাবুর জন্ম আমেরিকায়। সে বাংলাদেশে এ পর্যন্ত মাত্র একবার গেছে। সবুজ শ্যামল দেশটি তার দারুণ লেগেছে। বাবুর বাবা আরাফাত ওসমান ছেলেকে আবার বাংলাদেশে নিয়ে যাবেন বলেছেন। বাবু খুব উৎকৃষ্ট মস্তিষ্কের। তবে একটু খামখেয়ালী ধরনের এই যা। তার মা, বাবা এবং বোন যেহেতু আলাদা তিনটা শহরে থাকে তাই সেখানকার টাইম জানার জন্য সে দু'হাতে দু'টা করে ঘড়ি পরে থাকে। চতুর্থ ঘড়িটি হচ্ছে হরর টাউনের সময় জানার জন্য। বলাবাহুল্য এ শহরে ঘড়িয়াল বাবু একাই থাকে। অ্যাডাম এবং স্যালি তার জানের বন্ধু। সে বলল, 'বড়ই মূল্যবান প্রশ্ন করেছ বন্ধু। এ শহরে আসার পর থেকে এ প্রশ্নের জবাব জানার জন্য আমি মুখিয়ে আছি। তবে বাম বোধহয় শহরের এমন ভুতুড়ে নামকরণের রহস্য জানে। অ্যান টেম্পলটনও জানতে পারে।'

'কিন্তু বাম তো এ শহরের ব্যাপারে মুখ খুলতেই চায় না,' বলল অ্যাডাম।

'তা চায় না বটে,' সায় দিল বাবু। 'প্রশ্ন করলে বলে জবাবটা নিজেই খুঁজে নাও গে। তবে এ প্রশ্নের জবাব খুঁজে পাবার আগেই হয়তো পৃথিবীর বুক থেকে অদৃশ্য হয়ে যাব আমি।' বিরতি দিল সে। 'একটা কাজ করতে পারো। কোন এক সুযোগে অ্যান টেম্পলটনকে প্রশ্নটা কোরো। শুনেছি তোমরা দুজন নাকি খুব বন্ধু।'

'কে বলল?' জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম।

স্যালিকে ইঙ্গিতে দেখাল বাবু। 'ও বলেছে।'

'আমি শুধু বলেছি অ্যাডাম ওই ডাইনির প্রেমে পড়েছে,' নিজের পক্ষে সাফাই গাইল স্যালি। 'বলিনি যে ওরা জানি দোস্ত।'

'আমি ওর প্রেমে পড়িনি,' খেঁকিয়ে উঠল অ্যাডাম। 'তাছাড়া আমার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কথা বলতে আমি মোটেই পছন্দ করি না।'

'ব্যক্তিগত জীবন?' হাসির একটা ভঙ্গী করল স্যালি। 'তোমার কোন ব্যক্তিগত জীবন আছে নাকি? তোমার তো কোন গার্লফ্রেণ্ডই নেই।'

'আমার বয়স মাত্র বারো।' বলল অ্যাডাম। 'এত কম বয়সে কারও গার্লফ্রেণ্ড থাকা বাঞ্ছনীয় নয়।'

'ঠিক বলেছ,' মশকরার সুরে বলল স্যালি। 'আঠারো বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করো। ততদিনে তোমার জীবনের সেরা সময়গুলো উড়ে যাবে। তবে আমি এসবের ধার ধারি না। আমি বর্তমান নিয়ে বাস করি। এ শহরে বেঁচে থাকার এটাই একমাত্র নিয়ম। কারণ কে জানে আগামীকালই তুমি পটল তুলবে কিনা। কিংবা তারচেয়েও খারাপ কিছু ঘটতে পারে তোমার জীবনে।'

বাবু ওর পিঠ চাপড়ে দিল। 'তোমার বোধহয় আরেকটি ডোনাট খাওয়া দরকার।'

ঘোঁতঘোঁত করে উঠল স্যালি, এখনও অ্যাডামের ওপর থেকে সরায়নি দৃষ্টি।

'ডোনাট আমার সমস্যার সমাধান করতে পারবে না।' তবু সে বাবুর দেয়া একটি চকোলেট ডোনাটে কামড় বসাল। হাসি ফুটল ঠোঁটে। 'আহ্, চিনি আর চকোলেট। প্রেম ট্রেমের চেয়ে অনেক ভালো জিনিস।'

অ্যাডাম অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বিড়বিড় করল, 'তোমার সঙ্গে সবসময় চকোলেটের বাক্স থাকা উচিত।'

'আমি কিন্তু শুনে ফেলেছি,' ডোনাট চিবুতে চিবুতে বলল স্যালি। সে পাশের টেবিলে রাখা একটি কাগজ টেনে এনে ওতে চোখ বুলাতে লাগল। হঠাৎ অস্ফূট আর্তনাদ করে উঠল। 'ওহ্, না।'

'কী হলো?' জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম।

'পাঁচ বছরের একটি বাচ্চা জেটি থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে।'

'সেকি এ খবর তুমি জানো না?' বলল বাবু। 'এতো দুইদিন আগের ঘটনা। গতকালকের কাগজেই ছাপা হয়েছে। ঢেউ এসে সাগরে টেনে নিয়ে গেছে ছেলেটাকে। পুলিশ বলছে বাচ্চাটা পানিতে ডুবে মরেছে।'

'ডুবে মরেছে?' খবরটার দিকে আঙ্গুল নির্দেশ করল স্যালি। 'ওই সময় ছেলেটির সঙ্গে তার বোন ছিল। সে বলছে বাতিঘর থেকে একটা ভূত এসে তার ভাইকে ধরে নিয়ে গেছে।'

কাঁধ ঝাঁকাল বাবু। 'সে যাই হোক, বাচ্চাটা যে নিখোঁজ হয়েছে সেটাই আসল কথা।'

'ওরা কি বাচ্চার লাশ খুঁজে পেয়েছে?' জানতে চাইল অ্যাডাম। খবরটা শুনে তার কেমন অসুস্থবোধ হচ্ছে। সে জানে না ডুবে মরতে কেমন লাগে। তবে কল্পনায় বিষয়টি নিয়ে ভাবার অনুভূতিও খুব একটা সুখকর নয় নিশ্চয়।

'না।' কাগজে চোখ বুলাতে বুলাতে জবাব দিল স্যালি। 'পুলিশ বলছে স্রোতে নিশ্চয় ছেলেটির লাশ ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। কতগুলো নির্বোধ!'

'পুলিশ তো অযৌক্তিক কিছু বলেনি।' বলল অ্যাডাম। বলেই ভয় হলো এখুনি বুঝি স্যালি তার ওপর তেড়ে উঠবে। স্যালি কাগজটা দলামোচড়া করে একপাশে ছুঁড়ে মারল।

'তুমি বুঝতে পারছ না?' জিজ্ঞেস করল সে। 'ওরা লাশ খুঁজে পায়নি কারণ ছেলেটা ডুবে মরেনি। বাচ্চার বোন সত্যি কথাই বলছে। ভূত তার ভাইকে ধরে নিয়ে গেছে। ঘড়িয়াল বাবু, অ্যাডামকে একটু বোঝাওতো যে এরকম ঘটনা হামেশাই ঘটে এ শহরে। এ-ই হলো বাস্তবতা।'

তবে অ্যাডামকে বিষয়টি বোঝানোর ব্যাপারে বাবুর মোটেই আগ্রহ দেখা গেল না। 'বললামই তো ভূতে ছিনিয়ে নিক কিংবা ঢেউ, বাচ্চাটা যে এতক্ষণে বেঁচে নেই তা নিশ্চিত করেই বলা যায়।'

বাবুর কথায় খুবই বিরক্ত স্যালি। 'তুমি নিষ্ঠুরের মতো কী করে এরকম একটা মন্তব্য করে বসলে? ছেলেটা যদি এখনও বেঁচে থাকে?'

বাবু স্যালির দিকে তাকিয়ে পিটপিট করল চোখ। 'তাহলে তো সেটা খুবই সুখবর।'

'না!' চেঁচিয়ে উঠল স্যালি। 'ছেলেটা যদি বেঁচে থাকে আর ওকে রক্ষার জন্য যদি সাহায্যের দরকার হয়? তাহলে একাজটা আমাদেরকেই করতে হবে।'

'তাই নাকি?' বলল বাবু।

'অবশ্যই,' বলল স্যালি। 'আমি এ মেয়েটির কথা বিশ্বাস করি। আমি ভূতেও বিশ্বাস করি।'

'কিন্তু আমি করি না,' বলল অ্যাডাম।

জ্বলন্ত চোখে ওর দিকে তাকাল স্যালি। 'তুমি আসলে ভূতে ভয় পাও। আর সেজন্যই এ বেচারিকে সাহায্য করতে চাইছ না। সত্যি, অ্যাডাম, তুমি বড্ড হতাশ করলে আমায়।'

স্যালির বকবকানিতে মাথা ধরে গেছে অ্যাডামের। 'এ বাচ্চাটা তো আর আমার শত্রু নয় যে তার বিরুদ্ধে কিছু বলব। পুলিশ যেখানে একে খুঁজে পায়নি সেখানে আমরা কীভাবে পাব আশা করো?'

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল স্যালি। 'চমৎকার। চেষ্টা করার আগেই হাল ছেড়ে দিচ্ছ। আগামীতে যদি তোমাকে কোন ডাইনি কিংবা ভিনগ্রহবাসী ধরে নিয়ে যায়, আমি স্রেফ এক কাপ কফি পান করতে করতে আর জেলি ডোনাটে কামড় দিতে দিতে আশপাশে যারা থাকবে তাদের সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলব, অ্যাডাম খুব ভালো এবং ভদ্র ছেলে ছিল। আমি তাকে খুব পছন্দ করতাম। কিন্তু সে যদি নিখোঁজ হয়ে থাকে তো থাকবে, তাকে খোঁজাখুঁজি করার কোন দরকারই নেই কারণ তাকে নিয়ে আমি মোটেই ভাবিত নই,' দম নেয়ার জন্য বিরতি দিল। 'তো?'

'তো, কী?' জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম।

নিজের দুই কোমরে হাত রাখল স্যালি। 'তুমি আমাকে সাহায্য করছ, নাকি করছ না?'

ঘড়িয়াল বাবুর দিকে তাকাল অ্যাডাম। সে কাগজে সেই বাচ্চা ছেলেটির খবর পড়ছে। 'আমরা ওকে সাহায্য করছি, নাকি করছি না?'

দুহাতে বাঁধা চারটে ঘড়ির সময় দেখল ঘড়িয়াল বাবু পালা করে। তারপর বলল, 'আজ দুপুরে অবশ্য আমাদের তেমন কাজ নেই। কাজেই নেলির বাসা থেকে একবার ঘুরে আসা যায়। নেলি ম্যাকেইকে চিনি আমি। ভারি মিষ্টি দেখতে।'

অ্যাডাম ফিরল স্যালির দিকে। 'আমরা তোমাকে সাহায্য করছি।'

স্যালি চরকির মতো ঘুরল দরজার দিকে। 'তোমরা ছেলেরা বেশ পরার্থবাদী।'

বাবু চেয়ার ছাড়ল স্যালিকে অনুসরণ করার জন্য।

তার কাছে ফিসফিস করে জানতে চাইল অ্যাডাম, 'পরার্থবাদী মানে?'

'গালিটালি হবে হয়তো,' জবাবে ঘড়িয়াল বাবুও ফিসফিস করল।

তিন

নেলি ওর বাড়ির সামনের কাঠের দোলনায় বসেছিল। মেয়েটিকে দেখে বুকের ভেতরটা মোচড় দিল অ্যাডামের। আহারে, কী দুঃখী দুঃখী চেহারা। ওদের পায়ের শব্দ পর্যন্ত শুনতে পায়নি অন্যমনস্ক মেয়েটা। নিজের ভাবনায় বুঁদ হয়ে আছে। যে ভাবনায় হয়তো নিখোঁজ ছোট ভাইটির স্মৃতিই দোলা দিচ্ছে। ওই মুহূর্তে অ্যাডামের মনে হলো বাচ্চাটাকে ফিরিয়ে আনার বদলে সে নিজের সবকিছু দিয়ে দিতে রাজি।

তখন মনে পড়ল ঘড়িয়াল বাবু কী বলেছিল।

হয়তো সত্যি ছেলেটার আর সন্ধান মিলবে না।

'হ্যালো,' বারান্দায় উঠে এসে মেয়েটিকে উদ্দেশ্য করে বলল স্যালি। 'তুমি নেলি ম্যাকেই?'

ঠিকই বলেছে বাবু। মেয়েটি দেখতে খুবই সুন্দরী। লম্বা সোনালি চুল, প্রায় কোমর ছুঁইছুঁই। চোখ জোড়া বড় বড়, সাগরের মতো গভীর নীল। তবে চোখজোড়া লালচে। নিশ্চয় একটু আগেই কান্নাকাটি করেছে মেয়েটি।

'হ্যাঁ,' মৃদু গলায় বলল সে।

সামনে এগিয়ে গেল স্যালি, বাড়িয়ে দিল হাত। 'হাই, আমি স্যালি উইলকক্স, এ অ্যাডাম ফ্রিম্যান আর ও হলো আমাদের ঘড়িয়াল বাবু। ও বাঙালি এবং সবসময় হাতে চারটা ঘড়ি পরে থাকে বলে ওকে আমরা ঘড়িয়াল বাবু বলে ডাকি। তবে ওর আসল নাম ওসমান বাবু। আমরা দেখতে ছোটখাট হলে কী হবে, আমরা খুব বুদ্ধিমান এবং সাহসী।

'আমাদের সবার জীবনেই অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটেছে। তাই আমরা আজব, বিদঘুটে প্রায় সবকিছুই বিশ্বাস করি, তোমার ভূতসহ।' শ্বাস নিতে বিরতি দিল ও। তারপর যোগ করল, 'আমরা তোমার নিখোঁজ ভাইকে খুঁজে পেতে সাহায্য করার জন্য এসেছি।'

স্যালির হড়বড় স্বরে বলা কথাগুলো হজম করতে এক মুহূর্ত সময় নিল নেলি। তারপর অ্যাডাম আর বাবুর দিকে ফিরে হাত নাড়ল।

'তোমরা বসো,' মৃদু গলায় বলল নেলি। 'তোমাদের কি তেষ্টা পেয়েছে? লেমোনেড খাবে?'

'আমরা আমাদের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কিছু খাই না,' বসতে বসতে বলল স্যালি।

'আমি লেমোনেড খাবো,' স্যালির পাশে বসল অ্যাডাম।

'অ্যাডাম,' ভর্ৎসনার সুরে বলল স্যালি। 'আমরা এখানে নেলিকে সাহায্য করতে এসেছি, খাওয়া-দাওয়া করতে নয়।'

কাঁধ ঝাঁকাল অ্যাডাম। 'কিন্তু আমার তেষ্টা পেয়েছে।'

'আমারও,' বলল বাবু। 'তোমাদের বাসায় কোক হবে?'

দোলনা ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল নেলি। 'কোক এবং লেমোনেড দুটোই আছে। আমি আসছি এখুনি। তুমি সত্যি কিছু খাবে না, স্যালি?'

স্যালি একটু চিন্তা করে বলল, 'ঠিক আছে। খাওয়ানোর জন্য যখন এত ঝুলোঝুলি করছ, জিনজার এল (আদা মেশানো পানীয়) আছে? আমি সবুজ ক্যানের কানাডা ড্রাইটা সবচেয়ে পছন্দ করি। ঠাণ্ডা তবে হিমশীতল নয়।'

মাথা ঝাঁকাল নেলি। 'আচ্ছা দেখছি আছে কিনা।'

ঘরের ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল ও। অ্যাডাম বাবুর দিকে তাকাল। সে এক দৃষ্টিতে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

'ওদিকে কী দেখছ?' জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম।

হাত তুলল ঘড়িয়াল বাবু। 'বাতিঘরটা। এখান থেকে পরিস্কার দেখা যায়।'

ঠিকই বলেছে ও। এদিক থেকে মোটামুটি পরিস্কার দেখা যাচ্ছে বাতিঘর। আধ কিলোমিটার দূরে, লম্বা, সাদা একটা পিলার। বাতিঘরটার দিকে তাকিয়ে কেন জানি শিউরে উঠল অ্যাডাম। সে আগে কখনও বাতিঘর দেখেনি। কোনটা স্বাভাবিক আর কোনটা ভুতুড়ে বাতিঘর সে পার্থক্য ও বুঝতেই পারবে না।

'বেশ লম্বা,' বলল ও।

'এবং অনেক পুরানো,' অবশেষে বসল বাবু। 'বিজলী বাতি এদিকে আসার অনেক আগে ওটা তৈরি করা হয়। শুনেছি আগে নাকি বাতিঘরের মাথায় তেলের প্রদীপ জ্বালানা হতো যাতে ওই আলো দেখে ডুবো পাহাড়ের ব্যাপারে জাহাজীরা সাবধান হতে পারে।'

'আর আমি শুনেছি আলোর জন্য নাকি প্রদীপের বদলে মানুষ পোড়ানো হতো,' বলল স্যালি।

'মানুষ তো আর মশাল না যে দাউ দাউ করে জ্বলবে,' বলল বাবু। 'বাম একবার আমাকে বলেছিল স্পেনিয়ার্ডরা নাকি ওই বাতিঘর বানিয়েছে। আর সেটা আমেরিকার পত্তনের সময়। কিন্তু ওই বাতিঘর এতো পুরানো বিশ্বাস হয় না আমার।'

'পরে বাতিঘরে ইলেকট্রিক লাইন দেয়া হয়?' জানতে চাইল অ্যাডাম।

'হ্যাঁ,' জবাব দিল বাবু। 'হরর টাউনের সাগর খুবই বিশ্বাসঘাতক। এর উপকূলে কী যে লুকিয়ে আছে কেউ জানে না। তাই আধুনিক জাহাজগুলোকেও সাবধানে চলাচল করতে হয়। আমার জন্মের বহু আগে বাতিঘরটি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। কারণটা ঠিক জানি না। আজকাল তো এদিকটাতে কোন জাহাজই আসতে চায় না। শেষ জাহাজ এসেছিল শুনেছি ওটা জাপানের একটা ট্রান্সপোর্ট শিপ। দুইশো টয়োটা গাড়ি নিয়ে আসছিল জাহাজটি। জেটির গায়ে ধাক্কা খেয়ে ডুবে যায়। কিছুদিন নাকি কেউ ডুব দিলেই ক্যামরি, করোলা যেরকম খুশি গাড়ি সাগরতল থেকে তুলে নিয়ে আসত লোকে। মাসের পর মাস সৈকতের কাছে অনেক গাড়ি ভেসে থাকতে দেখা গেছে।'

'আরে দূর বাজে কথা,' মন্তব্য করল স্যালি।

'বিশ্বাস না হলে বামকে জিজ্ঞেস করে দ্যাখো,' বলল বাবু। 'সে তো এ শহরের সব খবরই জানে।'

'বাতিঘর বন্ধ হওয়ার পেছনে নিশ্চয় কোন কারণ আছে,' বলল অ্যাডাম।

'ওটা ভুতুড়ে বলেই বোধহয় বন্ধ হয়ে গেছে,' বলল স্যালি। 'এর চেয়ে উপযুক্ত কারণ আর থাকতে পারে না।'

'কিন্তু ভুতুড়ে হলো কী করে?' জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম। 'সেটাই তো আমি জানতে চাই।'

বিস্ময় ফুটল স্যালির চেহারায়। 'বাহ্, লাইনে এসেছ দেখছি অ্যাডাম। আমাদের মত ভুতুড়ে ব্যাপারগুলো তুমিও বিশ্বাস করতে শুরু করেছ। বেশ বেশ। এখন থেকে আর তোমার ওপর আগের মতো চিল্লাচিল্লি করব না।'

'জানি না তুমি কেন খামোকা আমার ওপর চিল্লাফালা করো,' বলল অ্যাডাম। নেলি যেদিকে অদৃশ্য হয়েছে সেদিকে তাকাল। 'মেয়েটিকে আমার বড্ড দুঃখী দুঃখী লাগল।'

মাথা ঝাঁকাল ঘড়িয়াল বাবু। 'যেন একটা ফুলকে কেউ পা দিয়ে মাড়িয়ে দিয়েছে।'

'যেন একটা গোলাপকে ছিন্নভিন্ন করা হয়েছে,' আবেগী হয়ে উঠল অ্যাডাম।

'দাঁড়াও, দাঁড়াও,' অনুযোগের সুরে বলল স্যালি। 'তোমরা কি ওর প্রেমে পড়ে যাচ্ছ নাকি?'

'প্রেম হলো এক আবেগ বই পড়ে এ সম্পর্কে শুধু এটুকুই জানি আমি,' বলল বাবু।

'আর ওর সঙ্গে তো মাত্রই পরিচয় হলো,' বলল অ্যাডাম। 'এখন পর্যন্ত ভালো করে চিনি না, জানি না।'

'কিন্তু আমার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমরা আমাকে পছন্দ করে ফেলেছিলে, তাই না?' জিজ্ঞেস করল স্যালি।

কাঁধ ঝাঁকাল অ্যাডাম। 'মনে হয় তাই।'

স্যালিকে একটু উৎকণ্ঠিত এবং বিরক্ত দেখাল। 'আমি উপস্থিত থাকতে ওই মেয়ের সঙ্গে তোমাদের ফস্টিনস্টি করতে দেব না।'

'ঠিক হ্যায়,' বলল ঘড়িয়াল বাবু। 'আমরা অপেক্ষা করতে রাজি আছি। যদি কিছু করিও তোমার অগোচরেই করব।'

তেতে মেতে কিছু বলতে যাচ্ছিল স্যালি, নেলিকে আসতে দেখে চুপ মেরে গেল। ওর এক হাতে বরফ মেশানো কোকের লম্বা দুটো গ্লাস, অন্য হাতে লেমোনেড। সে কোকের একটা গ্লাস স্যালিকে দিল। ক্ষমা প্রার্থনার সুরে জানাল ঘরে জিঞ্জার এল নেই।

'আচ্ছা, সমস্যা নেই,' বলল স্যালি, গ্লাসে চুমুক দেয়ার আগে গন্ধ শুঁকে নিল।

এক ঢোকে অর্ধেক গ্লাস লেমোনেড সাবাড় করল অ্যাডাম। 'আহ্,' তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলল ও। 'গরমের দিনে ঠাণ্ডা লেমোনেডের তুলনাই হয় না!'

'দুদিন আগেও কিন্তু বেশ ঠাণ্ডা পড়েছিল,' করুণ গলায় বলল নেলি। বসল দোলনায়।

অ্যাডাম লেমোনেডের গ্লাস হাতে বসে নরম গলায় জানতে চাইল, 'তোমার ভাই

যেদিন হারিয়ে গিয়েছিল সেদিন ঠাণ্ডা পড়েছিল বুঝি?'

মাথা ঝাঁকাল নেলি। 'হ্যাঁ, খুব জোর বাতাস বইছিল- ফুলে ফেঁপে উঠেছিল সাগর।' ডানে বামে মাথা নাড়ল ও। 'জেটির ধারে যাওয়াটাই আমাদের উচিত হয়নি।'

'তখন কোন সময়?' জানতে চাইল স্যালি।

'সূর্যাস্তের সময়।' জবাব দিল নেলি। 'তবে কালো মেঘের জন্য সূর্য দেখা যাচ্ছিল না।'

'তোমরা দুজনেই জেটিতে হাঁটছিলে?' প্রশ্ন করল অ্যাডাম।

'না,' মাথা নাড়ল নেলি। 'নিল একাই হাঁটছিল। আমি দূর থেকে ওকে দেখছিলাম। আমি একটা পাথরের ওপর বসে ছিলাম। নিল এর আগেও অনেকবার একা একা জেটিতে গেছে। ও খুব সাবধানে রাস্তা দেখে পা ফেলত। আর খুব বেশি দূরেও যেত না। কিন্তু সেদিন একটু বেশিই দূরে চলে গিয়েছিল। এমন সময়...' আবছা হয়ে এল নেলির কণ্ঠ, বুকের ওপর ঝুলে পড়ল মাথা। মনে হলো কেঁদে ফেলবে। কিন্তু কাঁদল না, বাক্যও শেষ করল না।

'এমন সময় একটা ভূত এসে ওকে চেপে ধরে,' বাক্যটি সম্পূর্ণ করল স্যালি।

দম নিল নেলি। 'আমার তাই ধারণা।'

'কিন্তু তুমি নিশ্চিত নও।' নরম গলায় জানতে চাইল অ্যাডাম।

মাথা নাড়ল নেলি। 'খুব দ্রুত ঘটে যায় ঘটনা। হঠাৎ দেখি বিদ্যুৎ ঝলকের মতো কী যেন একটা এসে ওকে টেনে নিয়ে গেল। জানি না ওটা কী ছিল।'

'তুমি ঠিক দেখেছ তোমার ভাই পানিতে পড়ে যায়নি?' প্রশ্ন করল ঘড়িয়াল বাবু।

মাথা তুলল নেলি। 'আমার ভাই পানিতে পড়ে যায়নি। সে ডুবে মরেনি। আমি পুলিশকে বলেছি এ কথা। বলেছি আমার মাকেও। কিন্তু কেউ আমার কথা বিশ্বাস করেনি।' একটু বিরতি দিল সে। তারপর তীব্র দৃষ্টিতে তাকাল ওদের দিকে। 'আমার কথা বিশ্বাস হয় তোমাদের?'

'হ্যাঁ, হয়।' বলল স্যালি। 'আমরা শুধু ঘটনা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চাইছিলাম। ভূতের সঙ্গে লড়াই করতে যাচ্ছি আমরা। কাজেই আগেই এরকম তথ্য জানা দরকার। ভূতটার বর্ণনা দিতে পারবে?'

'নিল জেটি ধরে হাঁটছিল এমন সময় বাতিঘরের চূড়ো থেকে আলোর একটি রেখা ছিটকে আসে। চোখ ধাঁধানো আলো। মনে হচ্ছিল নিলকেই যেন খুঁজছে। আলোটা নিলের গায়ে পড়েছে, ভেতর থেকে কুৎসিত একজোড়া হাত বেরিয়ে আসতে দেখি আমি। খপ করে চেপে ধরে ওকে। তুলে ফেলে শূন্যে। তারপর নিভে যায় বাতিঘরের বাতি এবং সে-সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে যায় আমার ভাই। ওকে আমি শূন্যে ভাসতে দেখেছিলাম।'

'এ গল্পই তুমি বলেছ পুলিশকে?' জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম।

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল নেলি। 'ঠিক যা ঘটেছে তাই বলেছি।'

'পুলিশ বাতিঘর চেক করতে গিয়েছিল?' জানতে চাইল বাবু।

'তা জানি না,' জবাব দিল নেলি। 'ওদেরকে আমি চেক করার কথা বলেছিলাম। ওখান থেকে কোন আলো আসার প্রশ্নই নেই। আমার গল্প শুনে তাদের ধারণা হয়েছে আমার ভাই সাগরে পড়ে ডুবে মরেছে। বলেছে আমি খুব শক পেয়েছি বলে চোখে নাকি ভ্রম দেখেছি।'

'পুলিশ তো এরকম কথাই বলে,' মন্তব্য করল স্যালি।

'আরেকটা কথা,' বলল নেলি। 'হাত জোড়া যখন আলোর মাঝ থেকে বেরিয়ে এসে নিলকে ধরে ফেলেছিল তখন খুব জোরে হুংকার ছাড়ছিল বাতাস। তবে বাতাসের গর্জনটা অদ্ভুত লাগছিল। যেন কোন দানব ঠাঠা করে পৈশাচিক হাসি হাসছে।'

'দানবটা পুরুষ, নাকি মহিলা?' প্রশ্ন করল অ্যাডাম।

'এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন,' মন্তব্য করল স্যালি।

নেলি একটু ভেবে জবাব দিল, 'হাসির শব্দ শুনে মনে হয়েছিল কোন মহিলা দানব।'

'তাহলে ওকে দানব না বলাই ভালো,' বলল স্যালি। 'ওটা একটা ভূত।' সে নেলির হাঁটুতে হাত রাখল। 'চিন্তা কোরো না, ওটা ভূত-প্রেত-পিশাচ যাই হোক, আমরা তোমার ভাইকে ফিরিয়ে আনবই।'

'আমরা ওকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করব,' স্যালিকে শুধরে দিল অ্যাডাম।

'যদি না আমাদের জীবন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে,' বলল ঘড়িয়াল বাবু।

নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল নেলি, সজল হয়ে উঠেছে চোখ।

'ধন্যবাদ, তোমাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তোমরা জানো না আমার কথা বিশ্বাস করে তোমরা আমাকে কী স্বস্তি দিয়েছ। আমি জানি আমার ভাই বেঁচে আছে। আমি মন থেকে কথাটা বিশ্বাস করি।' একটু থামল সে। 'এখন কথা হলো, আমরা কী করব?'

চেয়ার ছাড়ল অ্যাডাম, ওর বুকের ভেতরটা হঠাৎ আশ্চর্য এক সাহসে ভরে উঠেছে। বলল, 'কী করব সে তো বোঝাই যায়। আমরা ওই বাতিঘরে হানা দেব।'

চার

লাইট হাউজ বা বাতিঘরে যাওয়ার পথটি বড়ই বন্ধুর। জেটির শেষ মাথায় বলে এমনিতেই ওখানে যাওয়া অসুবিধে, তার ওপর বড়বড় স্তূপীকৃত বোল্ডারের ওপর দিয়ে যে কাঠের সেতুটি লাইট হাউজের দিকে চলে গেছে সেটি ভাঙা, নড়বড়ে। অ্যাডাম সেতুর দিকে এক ঝলক তাকিয়েই মনে মনে আফসোস করল সুইমিং ট্রাকটি না এনে ভুলই করে ফেলেছে। কারণ সেতুর যে দশা তাতে ওতে সে পা রাখা মাত্র ওটা ভেঙে পড়তে পারে। তাহলে অ্যাডামও সঙ্গে সঙ্গে পানিতে ঝপাস!

ভাগ্যিস সাগর আজ শান্ত। জেটির গায়ে ক্রমাগত আছড়ে পড়া ঢেউগুলোর আকারও তাই ছোট। কাজেই সেতু ভেঙে অ্যাডাম যদি পড়েই যায়, সাঁতার কেটে তীরে

উঠতে বিশেষ বেগ পেতে হবে না। এসব চিন্তা করছে অ্যাডাম, এমন সময় স্যালি হরর টাউন নিয়ে আবার ভয়ঙ্কর সব গল্প বলতে শুরু করল।

'এখানেই জস তার পা হারিয়েছিল,' পানির দিকে ওরা এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দেখে বলল স্যালি।

'কে?' চমকে উঠল অ্যাডাম।

'ডেভিড গ্রীন,' বলল স্যালি। 'এ গল্প তোমাদের বলেছি আমি। সে তার বুগি বোর্ডে চেপে সাগরে নেমেছিল, এমন সময় একটি গ্রেট হোয়াইট শার্ক এসে কুটুস করে ওর পা-টা কামড়ে নেয়। আর যদ্দুর মনে পড়ে এটাই সেই জায়গা।'

'কিন্তু আমার যদ্দুর মনে পড়ে তুমি বলেছিলে ডেভিড গ্রীন উপকূলে বসে হাঙরের হামলার শিকার হয়।' বলল অ্যাডাম। যেদিক থেকে ওরা এসেছে সেদিকে ফিরে পাথরের ওপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে জেটি পর্যন্ত আসতে খুব একটা সমস্যা হয়নি, তবু সাগর সৈকত থেকে ওরা অনেক দূরে চলে এসেছে। সাগর ফুঁসে ওঠার সময় জেটিতে থাকার কথা কল্পনাই করতে পারে না অ্যাডাম। পাহাড়সমান ঢেউগুলো আছড়ে পড়লে ওদের কারও শরীরের হাড্ডিই আস্ত থাকবে না।

'আমি ঠিক কী বলেছিলাম মনে নেই,' বলল স্যালি। 'তবে আমি শুধু এটুকুই জানি এই পানিতে নেমেছ তো যে কোন একটি অঙ্গহানি হবেই।'

অ্যাডাম ফিরল ঘড়িয়াল বাবুর দিকে। 'ব্রিজটা দেখে মনে হচ্ছে ভেঙে পড়বে। ঝুঁকি নেয়া কি ঠিক হবে?'

'মেয়েদের গায়ের ওজন কম,' বলল ঘড়িয়াল বাবু। 'ওদের কাউকে ব্রিজের ওপর পাঠিয়ে পরীক্ষা করে দেখা যায় ঝুঁকিটা কম না বেশি।'

'ঘড়িয়াল বাবু!' চিৎকার দিল স্যালি। 'তুমি ওখানে আমাদেরকে পাঠাতে চাও কোন যুক্তিতে? নিজে যেতে পারো না? কাপুরুষ!'

'বারে, আমি অযৌক্তিক কথাটা কী বললাম?' আপত্তি করল বাবু।

'ঠিক আছে। ঝগড়া কোরো না।' বলল নেলি। 'আমার ভাই যদি সত্যি ওই বাতিঘরে বন্দী থাকে তাহলে তার কাছে যেতে যতবড় ঝুঁকিই হোক আমি নেব।'

ওর পিঠ চাপড়ে দিল স্যালি। 'আহা, তোমার মতো একটি বোন যদি থাকত আমার।'

অ্যাডাম ওদের দুজনের মাঝখানে এসে দাঁড়াল। 'এক মিনিট। এটা ঠিক হচ্ছে না। আমাদের ছেলেদের কাউকে আগে ওখানে যাওয়া উচিত।'

'তুমি কি ভুলে গেলে ছেলে বলতে এখানে শুধু আমরা দুজনই আছি?' বলল বাবু।

'তুমি এমন ভীতুর ডিম কেন?' তিরস্কার করল অ্যাডাম। 'তোমার কাছ থেকে এরকম ব্যবহার আশা করিনি মোটেই।'

কাঁধ ঝাঁকাল ঘড়িয়াল বাবু। 'আমি নেলিকে কষ্ট দেয়ার জন্য বলছি না, তবে আমার ধারণা ওর ভাইকে বাতিঘরে পাবার সম্ভাবনা ক্ষীণ। তাই আমি আমার হাত কিংবা পা হারানোর ঝুঁকি নিতে চাইছি না।' সে নেলির দিকে তাকাল। ওর কথা শুনে

মুখটা নিচু করে ফেলেছে মেয়েটা। 'তবে তোমরা যখন এত করে বলছ, ঠিক আছে, সবার আগে আমিই যাচ্ছি।'

ভাঙা সেতুর দিকে পা বাড়াল সে। ওকে বাধা দিল অ্যাডাম। 'তোমার চেয়ে আমি হালকা,' বলল ও। 'আমি আগে যাবো।'

নীল জলের দিকে তাকাল বাবু। ওরা এখানে আসার পরে এই প্রথম সাগরের পানি অল্প অল্প ফুঁসতে শুরু করেছে। 'ঠিক আছে,' বলল ও। 'তবে ব্রিজ ভেঙে পড়ে গেলে যত দ্রুত সম্ভব তীরে উঠে পড়বে।'

মাথা ঝাঁকাল অ্যাডাম। টের পাচ্ছে ওর বুকের ভেতরে ধড়াস ধড়াস শুরু হয়ে গেছে। ও ব্রিজের দিকে প্রথম কদমটা রেখেছে, কে যেন ওর হাতে হাত রাখল। ঘাড় ঘোরাল অ্যাডাম। নেলি। উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠার ছাপ চোখেমুখে। এ নিয়ে দ্বিতীয়বার অ্যাডামের মনে হলো মেয়েটির নীল চোখজোড়া সত্যি সুন্দর। আকাশের নীল যেন ধারণ করেছে সে দু'চোখে। রোদ পড়ে ঝলমল করছে সোনালি কেশরাজি। অপূর্ব!

'সাবধান, অ্যাডাম!' ফিসফিস করল ও।

হাসল অ্যাডাম। 'বিপদে পড়ে আমার অভ্যাস আছে। আমি বিপদে ভয় পাই না।'

'হ্যাঁ,' বিদ্রুপের স্বরে বলল স্যালি। 'মি. ক্যানসাস সিটি (অ্যাডামের জন্ম এ শহরে) তাদের সুইমিংপুলে গ্রেট হোয়াইট শার্কদের সঙ্গে কুস্তি করে বড় হয়েছে।'

স্যালির শ্লেষ গায়ে মাখল না অ্যাডাম। ঘুরল সেতুর দিকে। রশি দিয়ে তৈরি হ্যাণ্ডরেইল বা রেলিং। কাঠের প্রতিটি তক্তা মনে হচ্ছে শতাব্দী প্রাচীন। সাবধানে প্রথম তক্তাটির ওপর শরীরের ওজন চাপাল অ্যাডাম, রাখল কদম। সেতুর নিচে ক্রমে অশান্ত হয়ে উঠতে থাকা পানির দিকে তাকাবে না তাকাবে না করেও তাকাল । পানি দেখে মনে হচ্ছে ভীষণ ঠাণ্ডা। ওর মনে হলো খুব তীক্ষ্ণ নজর ফেললে পানির নিচে বিরাট আকারের শরীর দেখতে পাবে – চলে ফিরে বেড়াচ্ছে।

দ্বিতীয় কদম বাড়ল অ্যাডাম। ক্যাঁচকোঁচ শব্দে আপত্তি করে উঠল সেতু, সে সঙ্গে ওজনের চাপে কাঠের তক্তাটা একটু বেঁকে গেল। অ্যাডাম এখন শরীরের পুরো ভার চাপিয়ে দিয়েছে সেতুর গায়ে। তৃতীয় পদক্ষেপে সেতুটা আরেকটু নিচের দিকে ডেবে গেল। সেতুটা খুব বেশি লম্বা নয়। তবে এ গতিতে এগোতে থাকলে সেতু পার হতে অ্যাডামের এক মাস সময় লেগে যাবে। ও ভাবল যদি দ্রুত কদম ফেলে তাহলে হয়তো সেতুর গায়ে পুরোপুরি ওজনের চাপটা নাও পড়তে পারে। বুদ্ধিটা মন্দ নয় তবে এতে ঝুঁকিও আছে ।

তবে ঝুঁকির কথাটা মাথা থেকে জোর করে দূর করে দিল অ্যাডাম। ছুটল সেতুর ওপর দিয়ে। সেতুর অপর প্রান্তের প্রায় কাছাকাছি এসে পড়েছে এমন সময় ওটা ভেঙে পড়ল।

সেতুর পুরো কাঠামোটাই ভেঙে পড়েছে হুড়মুড় করে। এক সেকেণ্ড আগেও সেতুর ওপর দিয়ে জান বাজি রেখে ছুটছিল অ্যাডাম, পরের সেকেণ্ডে আবিষ্কার করল সে পানিতে পড়ে গেছে।

পানিতে খাড়াভাবে পড়ল অ্যাডাম। এবং পড়েই ডুবে গেল। তবে প্রাণপণ শক্তিতে পায়ে স্ট্রোক মেরে ভেসে উঠল ও। মুখ হাঁ করে শ্বাস নিতে গিয়ে গিলে ফেলল লোনা জল। শুনতে পেল বন্ধুরা তাকে উদ্দেশ্য করে চেঁচামেচি করছে। কিন্তু জবাব দেয়ার মত অবস্থায় নেই অ্যাডাম। লোনা জলে জ্বলছে চোখ। বেদম কাশতে শুরু করল ও। পানি কী ভীষণ ঠাণ্ডা!

এমন সময় সবার চেঁচামেচি ছাপিয়ে স্যালির চিৎকার শুনতে পেল অ্যাডাম।

'সাঁতার দাও! উন্মত্তের মতো চিৎকার করছে স্যালি। 'একটা হাঙর আসছে তোমাকে খেয়ে ফেলতে!'

পাঁচ

স্যালির চিৎকার শুনে অ্যাডামের প্রায় হার্ট অ্যাটাক হওয়ার জোগাড়। সে যেদিন এ হরর টাউনে এসেছিল, সেদিনই একটা গাছ ওকে প্রায় গিলে খেতে যাচ্ছিল। কিন্তু হাঙরের জলখাবার হওয়ার ব্যাপারটি এরচেয়ে অনেক বেশি নিকৃষ্ট। হাঙর তো ওকে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। উন্মাদের মতো ঘুরল অ্যাডাম। চোখে লোনা জল ঢোকার কারণে বাতিঘর কিংবা জেটি কিছুই পরিস্কার দেখতে পাচ্ছে না। বুঝতে পারছে না ও আসলে কোনটির দিকে সাঁতরে চলেছে। তবে যা-ই হোক তা নিয়ে এখন কিছু আসে যায় না অ্যাডামের। সে এখন পানি থেকে উঠে পড়তে পারলেই বাঁচে।

'আমি তো কোন হাঙর দেখতে পাচ্ছি না,' নেলির গলা শুনতে পেল অ্যাডাম।

'তুমি যখন ওদেরকে দেখতে পাবে ততক্ষণে সর্বনাশ যা হওয়ার হয়ে যাবে,' স্যালি চেঁচাল। 'অ্যাডাম! সাবধান!'

অ্যাডাম এবারে ঘাড় ঘুরিয়ে বন্ধুদের দিকে তাকাল। খাবি খেতে খেতে জিজ্ঞেস করল, 'সত্যি কি তোমরা কোন হাঙর দেখতে পাচ্ছ?'

ডানে বামে মাথা নাড়ল ঘড়িয়াল বাবু। 'আমি কোন হাঙর দেখতে পাচ্ছি না।'

'তুমি কী করে দেখবে,' বলল অ্যাডাম। 'তুমি তো প্রায় অন্ধ।'

ঘড়িয়াল বাবুর চোখ ভীষণ খারাপ। তাই অত্যন্ত হাই পাওয়ারের চশমা পরে থাকে। দূরের জিনিস সে ভালো দেখতে পায় না।

'আমিও কোন হাঙর দেখতে পাচ্ছি না,' বাবুকে সায় দিল নেলি।

'আরে এত বড় সমুদ্রে কোথাও না কোথাও হাঙর আছেই,' অধৈর্য গলায় বলল স্যালি। 'জলদি পানি থেকে উঠে এসো। নইলে কিন্তু হাঙরের খপ্পরে ঠিকই পড়বে।'

'এতক্ষণে এ কথা বলছ!' স্যালি ওকে এতক্ষণ ভয় দেখাচ্ছিল বুঝতে পেরে ওর ওপর খুবই বিরক্ত হলো অ্যাডাম। লক্ষ করল ও বাতিঘরের কাছে চলে এসেছে। ওদিক পানেই সাঁতার কাটার সিদ্ধান্ত নিল অ্যাডাম। কিছুক্ষণ পরে সাগর থেকে উঠে এল ও, বাতিঘরের সদর দরজার পাশে দাঁড়িয়ে শীতে হিহি করে কাঁপতে লাগল। এখন ও বুঝতে পারছে পুলিশ কেন নেলির গল্প বিশ্বাস করেনি বা পাত্তা দেয়নি। ভাঙা সেতু

জেটির গায়ে দুলছে, ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে ভাঙা তক্তার ওপর। এক অর্থে এখানে ফাঁদে পড়ে গেছে অ্যাডাম যদি না সে স্যালির হাঙরের ভয়ে ভীত না হয়ে আবার সাঁতার কেটে বন্ধুদের কাছে ফিরে না যায়।

'তোমার পা ঠিক আছে তো?' হাঁক ছাড়ল স্যালি।

'হ্যাঁ,' প্রত্যুত্তরে অ্যাডামও চেঁচাল। 'পা জোড়া এখনও আমার শরীরের সাথে সেঁটে আছে। ধন্যবাদ।'

'বাতিঘরের দরজার ভেতরে ঢোকা যায় কিনা দেখো,' বলল বাবু। 'ভেতরে রশি টশি পেলে আমাদের কাছে ছুঁড়ে দাও।'

দরজা বলাবাহুল্য তালাবন্ধ। অ্যাডাম চারপাশে চোখ বুলাল বড়সড় পাথরখণ্ডের খোঁজে। পাথর দিয়ে তালা ভাঙবে। ঘরের ভেতরে ভূতটা ঘাপটি মেরে রয়েছে কিনা কে জানে! হয়তো অ্যাডাম ঢুকলেই ওর ওপর 'হাউ' করে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

কিন্তু এ মুহূর্তে ভূতের কথা ভাবছে না অ্যাডাম। ভেজা জামাকাপড় সেঁটে রয়েছে গায়ে, শীতে ওর কাঁপুনি ধরে গেছে। এখন ভেতরে ঢুকে জামাকাপড় একটু শুকিয়ে নিতে পারলেই বাঁচে। ওর মাথার সাইজের একখণ্ড পাথর বাছাই করল অ্যাডাম, ধাঁই করে ওটা নামিয়ে আনল ডোরনবে। এক বাড়িতেই ভেঙে গেল তালা। হাট করে খুলে গেল দরজা।

ভেতরে অন্ধকার। ইস, সঙ্গে একটা ফ্ল্যাশলাইট আনা উচিত ছিল। একদম ভুলে গেছে ওরা। কয়েক কদম আগে বাড়ল অ্যাডাম, আবার ধুকধুক শুরু হয়ে গেছে বুকের ভেতর। বাতাসে কেমন সোঁদা, বাসী গন্ধ। অনেকদিন ধরে এ জায়গাটা বন্ধ। কাঠের মেঝেয় ধুলোর পুরু আস্তরণ। হাঁটছে অ্যাডাম, ওর জুতোর ছাপ থেকে যাচ্ছে ধুলোর চাদরে। ওর জামাকাপড় দিয়ে টপটপ করে ঝরছে পানি, আঠালো করে তুলছে ধুলো। দরজা দিয়ে আসা আলোয় প্যাঁচানো সিঁড়ি দেখতে পেল অ্যাডাম, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে উঠে গেছে বাতিঘরের মাথায়। একদম ওপরে আর সিঁড়ি দেখা যাচ্ছে না অন্ধকারের কারণে, যেন অস্বাভাবিক আঁধার গিলে খেয়েছে গপ করে।

'হ্যালো,' ডাক দিল অ্যাডাম।

শব্দটা প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে এল ওর কাছে।

হ্যালো। হ্যালো। হ্যালো।

প্রতিটি প্রতিধ্বনি আগেরটার চেয়ে ভারি এবং অপার্থিব শোনাল।

হ্যালো। হ্যালো। হ্যালো।

যেন একটা ভূত কথা বলছে।

ওলো। ওলো। ওলো।

কিন্তু বন্ধুত্বপরায়ণ ভূত নয়। ওকে স্বাগত জানাচ্ছে না।

ওগো। ওগো। ওগো।

শব্দটা শুনে শিউরে উঠল অ্যাডাম।

গো। গো। গো।

যেন এখান থেকে চলে যেতে বলছে।

অ্যাডামের হাতের বামে ছোট একটি স্টোর রুম। ভেতরে একটি বেলচা, মাল বইবার এক চাকার গাড়ি বা হুইল ব্যারো, বেশ কিছু ধাতব কন্টেইনার চোখে পড়ল । কন্টেইনার থেকে কেরোসিনের গন্ধ আসছে। আর দেখতে পেল একগোছা রশি। স্টোর রুমের অন্যান্য জিনিসের তুলনায় রশিটি প্রায় নতুনই বলা চলে। অ্যাডাম রশিটি নিয়ে দ্রুত বাইরে চলে এল অন্যদেরকে দেখাতে।

'তুমি কি রশি দিয়ে এখানে আসবে নাকি আমাদেরকে ওখানে যেতে বলছ?' জিজ্ঞেস করল ঘড়িয়াল বাবু।

এগিয়ে গেল নেলি। 'আমি বাতিঘরটা খুঁজে দেখব। দেখতেই হবে।'

ভয়ে ভয়ে সাগরের পানির দিকে তাকাল স্যালি। 'রশিটা যদি ছিঁড়ে যায় আমরা সবাই হাঙরের পেটে গিয়ে সেঁধবো।'

'তোমার ওখানে রশি বাঁধার জায়গা আছে?' উঁচু গলায় জানতে চাইল বাবু।

প্যাঁচানো সিঁড়িটা একবার দেখে নিল অ্যাডাম। ওর হাতে অনেকটা দড়ি। এ দিয়ে সিঁড়ির সঙ্গে বেঁধে স্যালিদের কাছে বাকি অংশ সহজেই ছুড়ে দেয়া যাবে। 'হ্যাঁ,' বলল ও। 'তোমরা জেটির সঙ্গে রশি বাঁধতে পারবে তো?'

বোল্ডারগুলো পরীক্ষা করল ঘড়িয়াল বাবু। 'পারব। তবে পানির ওপর দিয়ে ঝুলে ঝুলে আসতে হবে।'

'হাঙর পানি থেকে কতটা উঁচুতে লাফ মেরে উঠতে পারে ভাবছি আমি,' বিড়বিড় করল স্যালি।

অ্যাডাম রশির একটা অংশ ঘড়িয়াল বাবুর দিকে ছুড়ে মারল। সে রশিটা একটা পাথরে জড়িয়ে নিল। ও রশি পাথরে বেঁধে নেয়ার আগেই অ্যাডাম বাতিঘরে ঢুকে তার রশির অংশ সিঁড়ির সঙ্গে বেঁধে ফেলল। যদিও জানে হাস্যকর তবু মনে হলো শব্দটা এখনো শুনতে পাচ্ছে। তবে শব্দটা এখন প্রায় আবছা একটা গোঙানিতে পরিণত হয়েছে।

ও ও ও ও ও ও ও ও।

বাইরে চলে এল অ্যাডাম। বাবু রশির প্রান্ত পাথরের সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে ফেলেছে। পানি থেকে এক মিটার উঁচুতে ঝুলছে রশি। 'কে আগে যাবে?' জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম।

নেলি খপ করে ধরে ফেলল রশি। 'আমি যাব।' তারপর বিরতি দিল। 'আমাকে কী করতে হবে?'

'বাতিঘরের দিকে পেছন ফিরে এগোতে শুরু করবে,' বলল ঘড়িয়াল বাবু। 'শক্ত মুঠোয় চেপে ধরে রাখবে রশি এবং ধীরে ধীরে টেনে তুলবে শরীর। যখন পানির ওপর চলে আসবে, পা দিয়ে রশি জড়িয়ে ধরবে। খবরদার, পড়ে যেয়ো না যেন।'

ঘড়িয়াল বাবুর পরামর্শ মাফিক কাজ করল নেলি। একটু পরেই সে অ্যাডামের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেল। তার লম্বা সোনালি চুলের ডগা ছোট ছোট ঢেউয়ের চূড়ো

স্পর্শ করছিল। অ্যাডাম তাকে সাহস দিয়ে কিছু বলতে চেয়েও চুপ হয়ে গেল। কারণ স্যালি ওর দিকে কটমট করে তাকিয়ে আছে।

স্যালিকে ঠিক বুঝতে পারে না অ্যাডাম। অথচ নেলিকে সে-ই আগ বাড়িয়ে সাহায্য করতে গিয়েছিল। নেলি সম্পর্কে অ্যাডাম দু'একটা ভালো ভালো কথা বলেছে বলেই কি মেয়েটাকে এমন হিংসে করতে হবে! আর নেলিকে স্যালি যে কেন হিংসে করছে তা-ও মাথায় ঢোকে না অ্যাডামের। ওরা তো বাচ্চা, কাজেই দু'জনের মধ্যে কোনরকম প্রেম-ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠার প্রশ্নই নেই। আর প্রেম-ভালোবাসা কী জিনিস তা-ই তো ছাই বোঝে না অ্যাডাম।

'আরেকটু,' রশির প্রায় শেষ মাথায় নেলি চলে এসেছে দেখে বলল অ্যাডাম। ওর পা যখন পাথরগুলোর ওপরে, ওকে রশি থেকে নামিয়ে আনতে সাহায্য করল অ্যাডাম। ওর পাশে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে শ্বাস নিতে লাগল নেলি। হাঁপিয়ে গেছে বেদম।

'খুব ভয় পেয়ে গেছিলাম,' বলল ও।

'কদ্দিন ধরে হরর টাউনে আছ তোমরা?' জানতে চাইল অ্যাডাম।

'দুই মাস। তুমি?'

'দুই সপ্তাহ। বাবার চাকরির কারণে আসতে হলো।'

নেলির চেহারা করুণ দেখাল। 'আর আমরা এসেছি আমাদের বাবা মারা গেছে বলে।'

'ওহ্, আমি দুঃখিত।'

'আমার বাবার এখানে একটি বাড়ি ছিল।' দুর্বল গলায় বলল নেলি। 'আর আমাদের অন্য কোথাও থাকার জায়গা নেই।'

'নিল ছাড়া তোমার আর কোন ভাইবোন নেই?'

'না।'

'অ্যাই!' স্যালির তারস্বর চিৎকার ভেসে এল। সে রশি বেয়ে আসছে। 'বকবকানি বন্ধ করো। আমি পানিতে পড়ে গেলে আমাকে উদ্ধারের জন্য প্রস্তুত থাকো।'

'তোমাকে উদ্ধার করার জন্য আমার আর তর সইছে না,' ঠাট্টার সুরে বলল অ্যাডাম।

রশি ধরে ঝুলে ঝুলে আসতে নেলির চেয়ে বেশি সময় নিল স্যালি। অবশ্য সে সারাক্ষণই নানান অভিযোগ আর অনুযোগ করে যাচ্ছিল। তারপরও কী করে রশি পার হওয়ার মতো শক্তি শরীরে থাকল সেটাই আশ্চর্যের বিষয়। যা হোক, অবশেষে সে ওদের পাশে এসে দাঁড়াল।

একটু পরে ঘড়িয়াল বাবুও চলে এল। রশিটা বেশ মজবুত। বাবুর হালকা পাতলা শরীরের টানে ওটা একটু হেলল না পর্যন্ত। যেহেতু কোন হোয়াইট শার্কের দেখা মেলেনি, ওরা আশা করল নিরাপদেই আবার ফিরে যেতে পারবে।

তারপর ওরা দল বেঁধে প্রবেশ করল রহস্যময় বাতিঘরে।

ছয়

বাতিঘরের নিচতলাটি সম্পূর্ণ খালি। একটা স্টোররুম, মাকড়সার জাল, ঝুল এবং ধুলো ছাড়া এখানে আর কিছু নেই। পেঁচানো সিঁড়ি যেন ওদের জন্যই অপেক্ষা করছিল, ওদেরকে যেন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ছিল, সাহস থাকে তো ধাপ বেয়ে অন্ধকারের রাজত্বে প্রবেশ করো। ওপর দিকে ইঙ্গিত করল অ্যাডাম।

'একটা ফ্ল্যাশলাইট খুব দরকার ছিল।' বলল ও।

'আমরা ডোনাট খেতে বাসা থেকে বেরিয়েছিলাম। এখানে আসার কিন্তু আমাদের নিয়ত ছিল না।' বলল ঘড়িয়াল বাবু। ধাতব সিঁড়িগুলো হাত দিয়ে পরখ করল। 'মনে হচ্ছে বেশ মজবুত। বাজি ধরে বলতে পারি এ সিঁড়ি কোন দরজার সামনে গিয়ে শেষ হয়েছে।'

'কী করে ঝুঝলে?' জিজ্ঞেস করল স্যালি।

'এখানে অন্ধকার,' ব্যাখ্যা দিল বাবু। 'তবে বাতিঘরের জানালাগুলো কিন্তু তক্তা দিয়ে আটকে দেয়া হয়নি। বাইরে থেকে পরিস্কার বোঝা যায়। আমাদের মাথার ওপরে ফ্লোর জাতীয় কিছু একটা আছে যে কারণে জানালা আর আমাদের মাঝে বাধার প্রাচীর তৈরি করেছে।' সিঁড়িতে পা রাখল ও। 'আমার কথার প্রমাণ একটু পরেই পেয়ে যাবে।'

'আমাদের সবাইকে কি একসঙ্গে ওপরে উঠতে হবে?' চারপাশে চোখ বুলিয়ে ভীত কণ্ঠে জানতে চাইল স্যালি।

'তোমার ইচ্ছে হলে এখানে একা থাকতে পারো,' বাবুর পেছন পেছন এগোল অ্যাডাম। 'তবে অন্ধকারে একা থাকলে কী ঘটে হরর ছবির পোকা হিসেবে তোমার তো জানাই আছে।'

'আমি এ শহরে বড় হয়েছি,' খেঁকিয়ে উঠল স্যালি। 'ঘুমাতে যাওয়ার আগে রিল্যাক্স করার জন্য আমি হরর ছবি দেখি। নইলে আমার ঘুম আসে না।' সে সিঁড়িতে পা রাখল। 'আশা করি এ সিঁড়ি মাঝপথেই গায়েব হবে না।'

'তাহলে সবাই পপাত ধরণীতল হবো,' বলল বাবু।

'আশা করি আমার ভাইকে এখানেই পাবো,' অ্যাডামের পেছন পেছন যেতে যেতে মৃদুস্বরে বলল নেলি।

সিঁড়িগুলো খুব খাড়া। অল্পক্ষণের মধ্যে ওদের হাঁপ ধরে গেল। মেঝে মনে হলো অনেক অনেক দূরে। নিচের দিকে তাকিয়ে অ্যাডামের মাথাটা চক্কর দিল। অন্ধকারে সিঁড়ি বাইতেও নার্ভের ওপর খুব চাপ পড়ছে। মাঝে মাঝেই মাকড়সার জাল লেগে যাচ্ছে নাকে-মুখে আর ওরা লাফিয়ে উঠছে ভয়ে। অ্যাডাম ভাবছিল সঙ্গে একটা বিক লাইটার থাকলেও হতো। তাহলেও খানিকটা দূর হতো অন্ধকার। ওরা যত উপরে উঠছে ততই গাঢ় হচ্ছে আঁধার এবং বাড়ছে তাপ।

একটু থেমে বিশ্রাম নেয়ার জন্য ঘড়িয়াল বাবুকে ডাকতে যাচ্ছে অ্যাডাম, ঠিক তখন 'আউ!' করে উঠল বাবু। অন্ধকারে তাকে প্রায় দেখাই যাচ্ছে না।

'আমরা ওপরে চলে এসেছি,' ঘোষণা করল সে হাত দিয়ে কপাল ডলতে ডলতে। বাড়ি খেয়েছে যেন কীসের সঙ্গে।

'কোন দরজা দেখতে পাচ্ছ?' জিজ্ঞেস করল স্যালি, সে অ্যাডাম আর নেলির মাঝখানে।

'কীসে যেন ঠুকে গেল মাথাটা, দরজাই হবে খুব সম্ভব,' বলল বাবু। 'তোমরা দাঁড়াও। দেখি দরজা খোলা যায় কিনা।'

মুঠি পাকিয়ে বেশ কয়েকবার ঘুষি মারল ঘড়িয়াল বাবু। শব্দ শুনে মনে হলো কাঠের দরজায় আঘাত হানছে। কিন্তু খুলল না দরজা।

'তুমি বরং মাথা দিয়ে ঢুঁস দাও,' পরামর্শ দিল স্যালি। 'তাহলে দরজা খুলেও যেতে পারে।'

'দরজায় বোধহয় তালা মারা,' বলল নেলি, সে অ্যাডামকে পাশ কাটাল। অন্ধকারে ও প্রায় অদৃশ্য। অ্যাডাম শুনল ঘড়িয়াল বাবু আর নেলি ওদের মাথার ওপরের কাঠের দরজায় হাতড়াচ্ছে। হঠাৎ খুট করে একটা শব্দ হলো এবং আলোর একটা রশ্মি আছড়ে পড়ল অ্যাডামের মুখে। বাইরে থেকে আসছে আলোকরেখাটা। যদিও জানালাগুলো বাতিঘরের একদম চুড়োয়। নেলি এবং ঘড়িয়াল বাবু ধাক্কা মেরে খুলে ফেলল ট্র্যাপডোর।

তারপর ওরা উঠে এল বাতিঘরের মাথায়।

এখানেও ধুলো এবং মাকড়সার জালের কমতি নেই। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা প্রকাণ্ড একটি ধাতব সার্চলাইটের ঠিক পেছনে প্রকাণ্ড একটি ধাতব আয়না। আয়নার গায়ে পুরু ধুলোর পরত। ঘড়িয়াল বাবু আয়নার ওপর আঙুল দিয়ে খানিকটা ধুলো সরাল। নিচে চকচক করে উঠল ধাতব। সার্চলাইটের মাঝখানে পাশাপাশি যে দুটো বাল্ব রয়েছে ওগুলোকে মনে হচ্ছে একজোড়া অনিসন্ধিৎসু চোখের মতো। বাবু সার্চলাইটটির ওপর নজর বুলাল, চেক করল ওটার গায়ে জড়ানো তার।

'দেখেই বোঝা যায় বহুদিন ধরে এ জিনিস ব্যবহার করা হয় না,' অবশেষে বলল সে।

কথাটা মনঃপূত হলো না নেলির। 'কিন্তু মাত্র দুদিন আগেও এ সার্চলাইট ব্যবহার করা হয়েছে।'

'তুমি নিশ্চিত আলোটা এখান থেকেই এসেছিল?' জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম।

'অবশ্যই নিশ্চিত,' জবাব দিল নেলি।

কিন্তু ঘড়িয়াল বাবুর সন্দেহ যায় না। 'তারগুলো পচে গেছে। এ তারে বিদ্যুত চলার কোন কারণ নেই।'

'আমি জানি আমি কী দেখেছি।' একগুঁয়ে গলায় বলল নেলি। ঘরের বাকি অংশে চোখ বুলাল। 'ও এখানেই কোথাও নিশ্চয় আছে,' মৃদু কণ্ঠে যোগ করল সে।

অ্যাডাম ওকে সান্ত্বনা দেয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'তোমার ভাইকে যদি কোন ভূত ধরে নিয়েই থাকে, হয়তো অন্য কোথাও নিয়ে গেছে।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল নেলি। 'অন্য কোথাও বলতে কি তুমি ইঙ্গিত করছ ওকে আমরা আর কোথাও খুঁজে পাবো না?'

'না, না,' দ্রুত বলল অ্যাডাম। 'আমি তা বলিনি। আমি আসলে বলতে চেয়েছি মাত্র তো খুঁজতে শুরু করলাম। চলো, ভালো করে খুঁজি।'

ঘরে খোঁজার মতো তেমন কিছু নেই। সার্চলাইট ছাড়া আছে শুধু সাদামাটা চেহারার কাঠের টেবিল এবং চেয়ার, একটা খাটিয়া আর বহুদিন ধরে ব্যবহৃত হয় না এরকম একটি বাথরুমেও ওরা সন্ধান চালাল। সিঙ্কের ট্যাপ নষ্ট। ট্যাপ খোলার চেষ্টা করতে পানির বদলে হালকা গ্যাস বেরিয়ে এল।

তবে টেবিলের একধারে একটি জিনিস খুঁজে পেয়েছে স্যালি। পুরানো কাঠের একটা ফলক, দু'পাশেই কাঁচা হাতে হৃৎপিণ্ডের ছবি খোদাই করা, তার নিচে লেখা দুটি শব্দ : 'মাম্মি' এবং 'রিক'। সম্ভবত : কোন বাচ্চার কাজ। অ্যাডাম তাকাল স্যালি এবং ঘড়িয়াল বাবুর দিকে।

'সর্বশেষ কে এই বাতিঘরের দায়িত্বে ছিল জানো?' জিজ্ঞেস করল সে।

'শুনেছি এক রক্তচোষা নাবিক ছিল নাকি সে,' জবাব দিল স্যালি।

মাথা নাড়ল ঘড়িয়াল বাবু। 'না। রক্তচোষা ছিল সেই লোকটা যে জেটিতে মাছ ধরার যন্ত্রপাতি বিক্রির দোকান চালাত। বাম বলেছে বাতিঘরের সর্বশেষ দায়িত্বে ছিল এক মহিলা-এক বুড়ি মহিলা।'

'সে কি মারা গেছে?' জানতে চাইল নেলি।

'হরর টাউনের বেশিরভাগ বয়সী মানুষই মৃত,' জানাল স্যালি।

সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল ঘড়িয়াল বাবু। 'সে তো ত্রিশ বছর আগের কথা। এতদিনে মহিলার মরে ভূত হয়ে যাওয়ার কথা।'

'ভূত হতে চাইলে তোমাকে মারা যেতে হবে,' নেলিকে উৎসাহ দেয়ার ভঙ্গিতে বলল স্যালি।

'আর এ রিকটা কে?' প্রশ্ন করল অ্যাডাম।

ডানে বামে মাথা নাড়ল বাবু। 'এর ভাগ্যে কী ঘটেছে আমি জানি না। বাম হয়তো বলতে পারবে। তবে আগে ওকে খুঁজে পেলে হয়। লাইব্রেরিতে রেকর্ডও থাকতে পারে।'

চেহারা বিকৃত করল স্যালি। 'লাইব্রেরিতে যাব? ওয়াক থু!'

'লাইব্রেরির আবার সমস্যা কী?' স্যালির নাটকীয়তায় বিরক্ত অ্যাডাম।

'লাইব্রেরিয়ানটা একটু অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ।' জানাল বাবু।

'একটু?' বলল স্যালি। 'তার নাম মি. স্পাইনি, সে লাইব্রেরি কার্ডের জন্য যখন তোমার ছবি তুলবে তখন সে আসলে তোমার এক্স-রে করে ছাড়বে। সে তোমার হাড়গোড় পর্যন্ত দেখতে চাইবে। আর যখন তোমাকে কোন বই দেবে, সবচেয়ে

ওজনদার বইটা হাতে ধরিয়ে দেবে। আর রেফারেন্স রুমে গেছ, তোমাকে বাইরে থেকে তালা মেরে রাখবে। যদি তুমি তার মূল্যবান বই কিংবা পত্রিকা চুরি করে পালাও! শেষবার আমি ওখানে যখন গেলাম, দুই রাত্তির রেফারেন্স রুমে বন্দী ছিলাম। ব্যাটা আমাকে কাজ শেষ না করে বেরোতেই দেয়নি। আমি গত দশ বছরের *টাইম* ম্যাগাজিন আর *ফ্যাঙ্গোরিয়া* ঘাঁটতে গিয়েছিলাম।'

'শুনে খুশি হলাম তুমি তোমার সময়টা ভালো কাজে ব্যয় করেছ,' বলল ঘড়িয়াল বাবু।

'তুমি যখন লাইব্রেরিতে যাবে, মি. স্পাইনি তোমাকে জোর করে দুধ গিলিয়ে দেবে। সে সবসময় বলে, "সময়ের আগেই হাড়গুলোকে বুড়ো হতে দিও না।" বিশ্বাস করো, ওই লোককে আমি একদিন দেখেছি গোরস্তানে কবর খুঁড়ে কংকাল বের করছে। শুনেছি তার বাড়ির ক্লজিট বোঝাই নাকি কংকালের হাড়গোড়।'

'মি. স্পাইনিকে এত ভয় পাবার কিছু নেই,' বলল অ্যাডাম। স্যালি-বাবুর উদ্ভট আলোচনা আর বাড়তে দিতে চায় না। 'আমি লাইব্রেরিতে যাবো,' নেলির দিকে ঘুরল সে। 'তোমার যদি কোন সমস্যা না থাকে।'

করুণ চেহারা নিয়ে মাথা ঝাঁকাল নেলি, এখনও ঘরের চারপাশে ঘুরছে তার চোখ। 'আমি খুব আশা করেছিলাম এখানে এসে নিলকে দেখতে পাবো।'

অ্যাডাম ওর পিঠে মৃদু চাপড় দিল। 'আমরা তো ওকে খুঁজে পেতে চেষ্টা করছি। চিন্তা কোরো না।'

ওরা ঘড়িয়াল বাবুর পেছন পেছন সিঁড়ি বেয়ে নামতে গেল।

ঠিক তখনই জ্বলে উঠল সার্চলাইট।

সাত

রহস্যময় কোন কারণে আলোটা সাগর নয়, সিঁড়ি উদ্দেশ্য করে ঝলসে উঠেছে। ঘড়িয়াল বাবু সিঁড়ির বেশ কয়েক ধাপ নেমে গেছে, এমন সময় তীব্র আলোর ঝলকানি নিয়ে জীবন ফিরে পেল সার্চলাইট। নেলি তখনও সিঁড়ির ওপরে। অন্যদের মত তীব্র আলোকছটায় ধাঁধিয়ে গেল ওর চোখ। পা ফেলতে গিয়ে সে একটা ধাপ মিস করল এবং হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। অ্যাডাম আবছাভাবে দেখল তার বাম দিকে কিছু একটা পড়ে যাচ্ছে এবং সে সঙ্গে ভেসে এল আর্তচিৎকার। নিজেও জানে না কী করছে, নেলিকে ধরার জন্য ডাইভ দিল অ্যাডাম।

আর তখন নিভে গেল সার্চলাইটের বাতি।

চোখে ফুলঝুরি দেখছে অ্যাডাম। তবে দু'এক সেকেণ্ড পরে বুঝতে পারল সে নেলির একটা হাত ধরে ফেলেছে এবং মেয়েটা সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে থাকার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। যদি নেলির হাত ছুটে যায় কিংবা ওকে ছেড়ে দেয় অ্যাডাম, লাইট হাউজের ত্রিশ মিটার নিচের মেঝেতে আছড়ে পড়বে ও। চিৎকার করে ঘড়িয়াল বাবুর

কাছে সাহায্য চাইল অ্যাডাম।

'নেলিকে ধরো!' হাঁক দিল ও।

'আমি তো ওকে দেখতেই পাচ্ছি না ধরব কী করে?' ঘড়িয়াল বাবুও চেঁচাল। সে জামার খুঁট দিয়ে চশমার কাচ পরিস্কার করছে। চশমা ছাড়া সে কিছুই দেখতে পায় না।

'আমি এখানে!' আর্তনাদ করল নেলি। যে ট্র্যাপডোরটি ওপরের ঘরটিতে চলে গেছে সেটি হাট করে খোলা। নেলি সিঁড়ির বিপরীত দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। অ্যাডামের চোখ থেকে ফুলঝুরির নাচ অদৃশ্য হয়ে গেলে দেখল শূন্যে পা ছুঁড়ছে নেলি। স্যালি তার পাশে ঝুঁকে নেলির অপর হাতটি ধরার চেষ্টা করল।

'তোমাকে আমরা কিছুতেই পড়ে যেতে দেব না,' বলল সে।

'তুমি আমার হাতে ব্যথা দিচ্ছ!' গুঙিয়ে উঠল নেলি।

'ওহ্,' বলল স্যালি, বসল হাঁটু গেড়ে। 'সরি।'

'বাবু,' উদ্বিগ্ন সুরে বলল অ্যাডাম, নেলির ধরা হাতটা আলগা হয়ে যাচ্ছে মুঠো থেকে। 'তোমার চশমাটা জলদি পরে নিয়ে নেলির পা চেপে ধরো। আমি ওকে আর বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারব না।'

চোখ ঘষল বাবু। 'আমি এখনও সবকিছু ঝাপসা দেখছি। নেলি, তুমি কথা বলো, চিৎকার করো, কিংবা যাহোক কিছু করো। আমি তোমার গলা শুনে হাতড়ে হাতড়ে তোমার কাছে যাবো।'

'আমি কী কথা বলব?' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল নেলি। 'আর কী নিয়ে বলব? আমার সবসময় উচ্চতাভীতি রয়েছে। আমি ভূত প্রেত একদমই পছন্দ করি না। তবে আইসক্রিম আমার খুব প্রিয়। আমি স্কুলে যেতে পছন্দ করি। আমি গান গাইতে ভালোবাসি। আর দু'একটি ছেলেকেও পছন্দ করি।'

'কোন ছেলে? কোন ছেলে?' বলতে বলতে লাফ মেরে উঠল স্যালি।

'ধরেছি,' বলল বাবু, অন্ধকারে হাতড়ে নেলির কাছে এসে খপ করে ওর পা ধরে ফেলেছে।

'ঠিক ধরেছ?' জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম।

'হ্যাঁ, কিন্তু তুমি যেন ওকে এখনই ছেড়ে দিও না।' বলল বাবু। নেলিকে ও আরও টেনে তুলল। নেলি পায়ের নিচে কীসের যেন স্পর্শ পেল। জিজ্ঞেস করল, 'আমার পায়ের নিচে কি সিঁড়ি?'

'মনে হয়,' ওকে ওপরের দিকে ঠেলছে ঘড়িয়াল বাবু। 'আমার তো মনে হয় সিঁড়ির ওপরেই দাঁড়িয়ে আছি যদিও চোখে কিছুই ঠাহর হচ্ছে না।' সে নেলির পা জাপ্টে ধরে রেখেছে। তারপর সিঁড়ির ধাপে ওকে দাঁড়া করিয়ে দিয়ে বলল, 'এখন আর কোন ভয় নেই।'

নেলির হাত ছেড়ে দিল অ্যাডাম। 'ফুঃ' মুখ দিয়ে জোরে শ্বাস ফেলল ও। 'আরেকটু হলেই সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছিল।' সে সার্চলাইটের দিকে ফিরল। অভিযোগের সুরে ঘড়িয়াল বাবুকে বলল, 'তুমি না বলেছিলে সার্চলাইট নষ্ট?'

ঘড়িয়াল বাবু সিঁড়িতে উঠে এল, নেলি তার পাশে। সার্চলাইটের সঙ্গে সংযুক্ত তার পরীক্ষা করে দেখল। আবারও ডানে বামে মাথা নাড়ল।

'তোমরা কেউ কি কিছু স্পর্শ করেছিলে?' জিজ্ঞেস করল সে।

'না,' একযোগে বলল নেলি এবং অ্যাডাম।

'বুঝতে পারছি না কেন বাতিটা জ্বলে উঠল,' বলল বাবু। 'এ তারগুলো তো নষ্ট।'

'অন্য কোন পাওয়ার সোর্স থাকতে পারে কি?' জিজ্ঞেস করল নেলি।

ওরা একে অন্যের দিকে তাকাল।

একটা শব্দ শুনতে পেয়েছে। আবছা একটা হুংকার। যেন গজরাচ্ছে।

মনে হলো অনেকদূর থেকে এসেছে শব্দটা। সাগরের কোথাও থেকে। ওরা দৌড়ে নেমে এল সিঁড়ি বেয়ে। বেরিয়ে এল লাইট হাউজ থেকে। ছুটতে ছুটতে বেরিয়েছে ওরা, তারপর রশিতে ঝুলে ঝুলে ফিরে এলে জেটিতে। ভৌতিক উৎসের সন্ধান পরে করা যাবে, সিদ্ধান্ত নিল ওরা।

আট

বামের খোঁজ করেও ওকে পেল না ঘড়িয়াল বাবু। তাই ওরা লাইব্রেরিতে গেল। অ্যাডামের কাছে মনে হয় লাইব্রেরিটি বই পড়ার জায়গার চেয়ে ভূতের বাড়ি বললেই মানাতো বেশি। তবে হরর টাউনে আসার পর থেকে সে এ বিষয়ে অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

দোরগোড়ায় ওদেরকে অভ্যর্থনা জানালেন মি. স্পাইনি। এমন খ্যাংড়াকাঠি মানুষ জীবনে দেখেনি অ্যাডাম। লোকটা অস্বাভাবিক উচ্চতার কারণে কুঁজো হয়ে গেছেন, হাড্ডিসার শরীরটা দেখলে মনে হয় ভাঁজ পড়া চামড়া ফুঁড়ে বেরিয়ে পড়বে সমস্ত হাড়গোড়। হাত দুটো বিরাট। পরনে সেকেলে কালো সুট, ওয়েস্টকোট। ওরা লাইব্রেরিতে ঢোকার সময় মাথা ঝুঁকিয়ে সামান্য 'বো' করলেন। ক্যানকেনে কণ্ঠ।

'হ্যালো, ছেলেমেয়েরা, সুস্বাগতম,' বললেন তিনি। 'আশা করি তোমাদের হস্ত পরিস্কার এবং মন অপরিচ্ছন্ন নয়। তোমরা কি এক গ্লাস দুধ পান করবে?'

'না, ধন্যবাদ,' তড়িত গতিতে বলে উঠল স্যালি। 'আমরা কয়েকটি রেফারেন্স চেক করেই চলে যাবো।'

'স্যালি উইলকক্স,' মি. স্পাইনি ওর দিকে ঝুঁকলেন। 'তোমাকে আবার দেখে খুশি হলাম।' থাবার মতো হাত বাড়িয়ে দিলেন। 'তোমার হাড়গোড়ের অবস্থা কীরকম?'

ঝট করে এক কদম পিছিয়ে গেল স্যালি। 'খুব ভালো। ধন্যবাদ। আমরা দুধ খাবো না কারণ আমাদের হাড়গোড় সুস্থ এবং সবল আছে। আমরা কি একবার আপনার পুরানো খবরের কাগজে চোখ বুলাতে পারি? আর আপনি দয়া করে কথা দেবেন আমাদেরকে রেফারেন্স রুমে আটকে রাখবেন না?'

এক পা পিছিয়ে গেলেন মি. স্পাইনি। সন্দেহের চোখে দেখছেন ওদেরকে। 'আমার খবরের কাগজ নিয়ে তোমাদের কী দরকার?'

'শুধু পড়ব,' বলল ঘড়িয়াল বাবু। 'তবে আপনি আমাকে দুধ খাওয়াতে পারেন। দুধ খেতে আমার আপত্তি নেই।'

হেসে মাথা ঝাঁকালেন মি. স্পাইনি। 'দুধ না খেলে তোমরা অস্ট্রিওপোরেসিস রোগে ভুগতে বাধ্য।' নেলি এবং অ্যাডামের দিকে তাকালেন।

'এটা কী রোগ জানো?'

'না,' জবাব দিল নেলি।

'এবং আমরা জানতেও চাই না,' বলল অ্যাডাম।

তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন মি. স্পাইনি। 'বেশ বেশ। তবে তোমাদের হাড়গোড় যখন বাঁকা হয়ে যেতে শুরু করবে তখন আমার কাছে এসো না যেন। ততদিনে অনেক দেরী হয়ে যাবে।' মি. স্পাইনি ওদেরকে নিয়ে লাইব্রেরির দোতলায় একটি অন্ধকার রুমে নিয়ে গেলেন। তারপর ঘড়িয়াল বাবুর জন্য দুধ আনতে গেলেন। স্যালির দৃঢ় বিশ্বাস দুধটা বিষাক্ত হবে, তবে ঘড়িয়াল বাবু বলল তার খুব তেষ্টা পেয়েছে এবং দুধ বিষাক্ত হোক আর যাই হোক তাতে তার কিছু আগে যায় না।

হরর টাউনে যে খবরের কাগজটা নিয়মিত বের হয় তার নাম Disaster। অ্যাডাম অবাক হয়ে লক্ষ করল ছোট্ট এ শহরে মানুষের মৃত্যুর খবর কী সমারোহ করে ছাপা হয়। প্রতিটি সংখ্যায় শোক সংবাদ ছাপা হয়েছে আধা পৃষ্ঠা জুড়ে। স্যালি অবশ্য একটি কথা ঠিকই বলেছে। হরর টাউনে মানুষজন খুব বেশি দিন থাকে না। মৃত্যুর কারণ হিসেবে লেখা হয় 'অদৃশ্য হয়ে গেছে'।

ঘড়িয়াল বাবু পরামর্শ দিল বাতিঘর বন্ধের খবর পেতে হলে ত্রিশ বছর আগের কাগজ ঘাঁটতে হবে।

'তুমি ঠিক জানো ওই সময় বাতিঘরের বন্ধ হয়ে গেছে?' তাক থেকে পুরানো সংখ্যাগুলো নামাতে ওকে সাহায্য করতে করতে জিজ্ঞেস করল নেলি।

'বাম আমাকে তাই বলেছে,' বলল বাবু।

'আমরা আসলে খুঁজছিটা কী?' ঘোঁতঘোঁত করল স্যালি। 'ওরা কাগজে ভূতের কথা লেখে না। এমনকি 'ডেইলি ডিজাস্টার'-এও এ নিয়ে কোন খবর নেই।'

'আমরা আসলে সেই লোককে খুঁজছি যে ভূত হয়ে নেলির ভাইকে ধরে নিয়ে গেছে,' বলল অ্যাডাম। তাকাল ঘড়িয়াল বাবুর দিকে। 'তাই না?'

মাথা দোলাল ঘড়িয়াল বাবু। 'মাম্মি আর রিক কে তাও জানা দরকার।' সে ছোট, অন্ধকার ঘরটির মাঝখানের টেবিলের ওপর খবরের কাগজ বিছালো।

ঘন্টাখানেক ওরা তন্নতন্ন করে খুঁজল খবরের কাগজের প্রতিটি পৃষ্ঠা। এ সময়ের মধ্যে বারতিনেক মি. স্পাইনির আবির্ভাব ঘটল দুধের গ্লাস হাতে নিয়ে। তিনি সবার জন্য দুধ নিয়ে এলেন। স্যালি দুধ খেল না তবে অভদ্রতা হয়ে যায় বলে নেলি আর অ্যাডাম মানা করতে পারল না মি. স্পাইনিকে। ওরা দুধের গ্লাসে চুমুক দেয়ার সময় তিনি কাছেই দাঁড়িয়ে রইলেন। অ্যাডাম দুধে চুমুক দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঁকা করে ফেলল মুখ। থু থু করে ফেলে দিল।

'মনে হয় দুধের মধ্যে বালু মিশিয়েছে,' বলল সে।

'বালু নয়,' ব্যাখ্যা করলেন মি. স্পাইনি। 'ওটা ক্যালসিয়াম পাউডার। এ জিনিস তোমাদের হাড়গোড় এতোটাই সবল এবং শক্ত করে তুলবে যে তোমাদের মৃত্যুর কুড়ি বছর পরেও ওগুলোতে কোন ক্ষয় ধরবে না, রইবে মজবুত এবং সাদা।' তিনি নেলি এবং অ্যাডামের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। এই প্রথম ওরা লক্ষ করল মি. স্পাইনির দাঁতগুলো কী বড় বড়! 'তোমাদের দু'জনকে লাশ হিসেবে মানাবেও দারুণ।' আবেগমথিত কণ্ঠে বললেন তিনি।

কেশে উঠে দুধের গ্লাস নামিয়ে রাখল নেলি। 'দুধে আমার অ্যালার্জি আছে।'

মি. স্পাইনি অবশেষে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে বাতিঘর সম্পর্কিত একটি লেখা খুঁজে পেল ঘড়িয়াল বাবু।

সাগরে করুণ মৃত্যু

গত শনিবার বিদ্যুৎ বিপর্যয় ঘটে। হ্যালিফ্যাক্স নামের একটি জাহাজ হরর টাউনের ডুবো পাহাড়ে বাড়ি খেয়ে ডুবে যায়। এ জাহাজের ক্যাপ্টেন ছিলেন ডোয়ান পিলার। ক্যাপ্টেন পিলার তাঁর জাহাজের সঙ্গেই সলিল সমাধি লাভ করেছেন। তবে তাঁর লাশ এখনও খুঁজে পাওয়া যায় নি। বাতিঘরের বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের কারণও জানা যায় নি। তবে বাতিঘরের বাতির অভাবই যে জাহাজটি ডুবে যাওয়ার পেছনে দায়ী তা সকলের কাছে পরিস্কার।

দুঃখজনকভাবে ওই দিন সন্ধ্যায় বাতিঘরের দায়িত্বে থাকা মিসেস ইভলিন মেই-র পুত্র বাতিঘরের পাশের জেটিতে খেলা করার সময় সাগরের ঢেউ তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। পাঁচ বছরের রিককে এখনও খুঁজে পাওয়া যায় নি এবং কর্তৃপক্ষ আশঙ্কা করছেন সে ডুবে মরেছে। এ বিষয়ে মন্তব্য করার জন্য ইভলিন মেই-কে পাওয়া যায়নি।

'তাহলে এই ব্যাপার!' চেঁচিয়ে উঠল স্যালি।

সবাই তাকাল তার দিকে। 'কী ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করল ঘড়িয়াল বাবু।

উত্তেজিত দেখাচ্ছে স্যালিকে। 'তোমরা ব্যাপারটা বুঝতে পারছ না? রিকের মা'র কর্তব্যে অবহেলার কারণে ক্যাপ্টেন পিলারের জাহাজ ডুবে যায় এবং ক্যাপ্টেন পিলারের ভূত প্রতিশোধ নিতে রিককে ধরে নিয়ে যায়।'

সায় দিল ঘড়িয়াল বাবু। 'হ্যাঁ, তোমার কথায় যুক্তি আছে। কিন্তু ক্যাপ্টেন পিলারের ভূতের সঙ্গে নিলের কী সম্পর্ক? সে কেন নিলকে ধরে নিয়ে গেল?'

'ঠিক,' মাথা দোলাল অ্যাডাম। 'নিল তো আর ক্যাপ্টেনের বাড়া ভাতে ছাই দেয় নি।'

স্যালি ধৈর্য ধরে জবাব দিল। 'এখানে বাড়া ভাতে ছাই দেয়ার ব্যাপার নয়। রিকের বয়স ছিল পাঁচ বছর। নিলও তাই। ওই জাহাজীর হয়তো পাঁচ বছরের বাচ্চাদের ওপর রাগ ছিল। আর রিককে যখন ধরে নিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় সে সময়টাও খেয়াল করো।

তখন সূর্যাস্তের সময়। একই সময় নিলও অদৃশ্য হয়ে গেছে।'

'হুঁ, ব্যাপারটা কাকতালীয়ভাবে ঘটতেও পারে,' স্বীকার করল অ্যাডাম।

'তবে আমার মনে হয় বৃদ্ধার ভূত নিলকে ধরে নিয়ে গেছে,' বলল নেলি।

'তোমার এরকম মনে হওয়ার কারণ?' জিজ্ঞেস করল স্যালি।

'কারণ নিলকে যে হাত দুটো জাপ্টে ধরেছিল ওটা কোন বুড়ি মহিলার হাত ছিল,' জবাব দিল নেলি। 'আর তার হুংকারও ছিল মেয়ে মানুষের মতো।'

'বুড়ি মহিলারা আবার হুংকার ছাড়ে নাকি?' বলল স্যালি।

'শোনো, আমরা জানতে পারলাম তোমার ভাইয়ের মতো একটি ছেলেকে ভূতে নিয়ে গেছে। কাজেই সেই একই ভূত যে নিলকেও ধরে নিয়েছে সে ব্যাপারে আমি বাজি ধরতে পারি।'

'এই নাবিক ভূতটা কোথায় থাকে বলে তোমাদের ধারণা?' প্রশ্ন করল নেলি।

'সম্ভবতঃ সে নিজের জাহাজে বাস করে,' জবাব দিল স্যালি।

'আর বলাবাহুল্য সে জাহাজটি পানির নিচে,' মন্তব্য করল অ্যাডাম।

কী যেন চিন্তা করছিল ঘড়িয়াল বাবু। এবার বলল, 'তার মানে এ নয় যে আমরা ও জাহাজে যেতে পারব না কিংবা জাহাজে বাতাসও থাকবে না। জাহাজে নিশ্চয় বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা আছে। আর নিল যদি ওখানে থাকে তো বেঁচেই আছে। বইতে পড়েছি টাইটানিক জাহাজে এমন সব ঘর ছিল যেখানে পানি ঢুকতে পারত না। আর টাইটানিক এ জাহাজের চেয়ে অনেক বেশি দিন ধরে সাগরের তলায় পড়ে আছে।'

'কিন্তু আমরা জাহাজে যাব কী করে?' জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম। 'আমাদের স্কুবা ইকুইপমেন্ট (পানির নিচে চলাচলের উপযোগী যন্ত্রপাতি) লাগবে।'

'আমার কাছে স্কুবা ইকুইপমেন্ট আছে,' জানাল ঘড়িয়াল বাবু। 'আমি সাত বছর বয়স থেকে ডাইভিং করে আসছি।'

'কিন্তু আমি তো ডাইভ দিতে জানি না,' আপত্তি করল অ্যাডাম।

'শিখিয়ে দেবো,' বলল বাবু। 'ডাইভিং খুব মজার জিনিস।'

'কিন্তু যদি হাঙর আসে?' উদ্বেগ নিয়ে জিজ্ঞেস করল নেলি। তবে সে ভেতরে ভেতরে খুশি কারণ ওরা ওর ভাইয়ের খোঁজে যাবে।

'আসলেও কুছ পরোয়া নেহি,' উংফুল্লচিত্তে বলল ঘড়িয়াল বাবু। 'সে তো একবারে একজনের বেশি দুজনকে খেতে পারবে না!'

নয়

ঘন্টাখানেক পরে ওরা স্কুবা ইন্সট্রুমেন্ট বহন করে নিয়ে এল জেটিতে। এয়ার ট্যাংকগুলো এত ভারী কল্পনাও করেনি অ্যাডাম। সুপার মার্কেট থেকে শপিং ট্রলি এনে ওতে ডাইভিং-এর কিছু জিনিস চাপিয়ে আনতে হয়েছে। তবে পাথুরে জেটি পর্যন্ত নিয়ে আসা যায়নি ট্রলি। তাই বাকি পথটুকু যন্ত্রপাতি ঘাড়ে করেই আনতে হয়েছে।

'আমার একটু বিশ্রাম না নিলেই চলছে না,' এয়ার ট্যাংকটা মাটিতে নামিয়ে রেখে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল অ্যাডাম । যন্ত্রটি দেখতে খুবই জটিল। অ্যাডামের সন্দেহ আছে এ জিনিসের ব্যবহার অল্পক্ষণের মধ্যে সে শিখে নিতে পারবে কিনা। তাছাড়া হাঙরের ভয়টাও গেঁথে আছে মাথার মধ্যে।

ঘড়িয়াল বাবু বলল, 'সূর্যের আলো থাকতে থাকতে পানিতে নামা উচিত। আমরা যত তাড়াতাড়ি ডাইভ দিতে পারব ততই মঙ্গল।'

যন্ত্রটির দিকে ইঙ্গিত করল অ্যাডাম। 'এটার ব্যবহার সত্যি তুমি আমাকে শিখিয়ে দিতে পারবে?'

'তুমি নিশ্চয়ই মুরগিছানার মতো ভয় পাচ্ছো না?' মিষ্টি গলায় বলল স্যালি।

অ্যাডাম প্রত্যুত্তরে রেগেমেগে কিছু বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় নেলি সামনে এসে দাঁড়াল। ওর পক্ষ নিয়ে বলল, 'মুরগিছানার মতো ভয় পাবার ছেলেই নয় অ্যাডাম। তোমরা বোধহয় ভুলে যাচ্ছ রশি বেয়ে বাতিঘরে সবার আগে ও-ই কিন্তু গিয়েছিল।'

কোন মেয়ের চ্যালেঞ্জ সহ্য করার মতো মেয়েই নয় স্যালি। সে নেলির মুখের সামনে তর্জনি তুলে ধরল। 'ভুলে যেয়ো না এই উদ্ধার অভিযানের বুদ্ধিটা কিন্তু আমার মাথা থেকেই বেরিয়েছিল,' বলল সে। 'তাছাড়া, অ্যাডাম এবং আমি ন্যাংটোকালের বন্ধু। আমার যখন খুশি ওকে মুরগিছানা বলে ডাকি। আর ও ওতে রাগও হয় না।'

'না, না। অবশ্যই রাগ করি,' বলল অ্যাডাম।

'আর ও তোমার ন্যাংটোকালের বন্ধু কবে থেকে?' বলল ঘড়িয়াল বাবু। 'ও তো শহরেই এসেছে দু'সপ্তাহ।'

'তুমি কি আমাকে হিংসা করো, স্যালি?' বলল নেলি।

নাক সিঁটকাল স্যালি। 'আমি তোমাকে হিংসা করতে যাব কোন দুঃখে?'

'নেলির প্রশ্নের জবাব দাও, স্যালি,' বলল অ্যাডাম।

বিস্ফোরিত হলো স্যালি। 'তুমি সবসময় ওর পক্ষ নাও কেন শুনি?'

'আমি সবসময় ওর পক্ষ নিই না,' বলল অ্যাডাম। 'তোমার আসলে মাথাটা একটু ঠাণ্ডা রাখা দরকার।'

অসন্তোষ নিয়ে গজগজ করল স্যালি। 'দেখব হাঙর এলে কীভাবে তোমার মাথা ঠাণ্ডা থাকে।'

ঘড়িয়াল বাবুদের বাসা থেকে স্কুবা ইকুইপমেন্ট নিয়ে আসার সময় অ্যাডাম এবং সে সুইমিং ট্রাঙ্ক এবং স্যাণ্ডউইচ নিয়ে এসেছিল। স্কুবা গিয়ার গায়ে চাপানোর সময় প্রতিটি ইকুইপমেন্ট সম্পর্কে প্রশ্ন করে যাচ্ছিল অ্যাডাম। ওকে হাত তুলে বাধা দিল বাবু।

'আমি তোমার ইকুইপমেন্ট অ্যাডজাস্ট করে দিচ্ছি,' বলল সে। 'শুধু মনে রাখবে মুখ দিয়ে শ্বাস নেবে। আর পানির ওপরে ভুস করে ভেসে উঠবে না।'

'যদি দম বন্ধ হয়ে যায় আর পানির ওপর ভেসে ওঠার দরকার হয় তখন কী করব?' জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম।

'দম বন্ধ হয়ে গেলে তোমার ফুসফুস ফেটে যাবে এবং ফেস মাস্ক ভরে যাবে রক্তে,' বলল ঘড়িয়াল বাবু। 'যদি দম বন্ধ হয়ে আসে, শ্বাস নিতে না পারো, তোমার রেগুলেটরে কাশি দেবে।'

'সেটা আবার কী?'

'তোমার মুখের মধ্যে যে জিনিসটি ঢুকে গেছে সেটি। আর মাস্ক পরিস্কার করার দরকার হলে এক হাত দিয়ে মাস্কের ওপরের অংশটা চেপে ধরবে এবং নাক দিয়ে নিঃশ্বাস ফেলবে। বাতাসের চাপে সরে যাবে পানি।'

নার্ভাস বোধ করছে অ্যাডাম। 'মাস্ক কি পানিতে ভরে যেতে পারে?'

'অবশ্যই পারে,' জবাব দিল ঘড়িয়াল বাবু।

'মাস্ক পানিতে ভরে গেলে তুমি আর কিছু দেখতে পাবে না,' ওকে ভয় দেখাল স্যালি। 'জানতেও পারবে না কে বা কীসে তোমকে ধরতে আসছে।'

ঘড়িয়াল বাবু একটা এয়ার ট্যাঙ্ক চাপিয়ে দিল অ্যাডামের পিঠে। অ্যাডামের মনে হলো সে যেন বৃহস্পতি গ্রহে চলে এসেছে যেখানে পৃথিবীর চেয়ে ভর তিনগুণ বেশি। ট্যাঙ্ক চাপিয়ে দেয়ার ফলে ও প্রায় নড়াচড়াই করতে পারছে না।'

'পানিতে নামলেই আর ওজনটা টের পাবে না,' ওকে আশ্বস্ত করল ঘড়িয়াল বাবু। সাগরের একশো মিটার দূরে হাত ইশারায় দেখাল। 'ওই যে ওখানে সাগরের পানির রঙ বদলে গেছে দেখতে পাচ্ছ? ওখানটায় আমরা যাবো।'

'হুঁ,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল অ্যাডাম। বাবু যেখানে অঙ্গুল নির্দেশ করেছে ওখানকার পানি হালকা নীল।

'ওখান থেকে রীফের শুরু,' বলল ঘড়িয়াল বাবু। 'শৈলশ্রেণির ওখানেই কাছেপিঠে কোথাও সম্ভবতঃ ডুবে গেছে জাহাজটা। তবে রীফ ওখান থেকে শুরু হয়ে সিকি মাইল পর্যন্ত বিস্তার পেয়েছে। হয়তো পুরো এলাকাটাই আমাদের চষে বেড়াতে হবে।'

'আমাদের এয়ার ট্যাঙ্কের বাতাস কতক্ষণ থাকবে?' গজে চোখ বুলাল অ্যাডাম। ওতে লেখা 300Psi. এ কথাটার মানে কী ও জানে না।

'ঘণ্টাখানেক, যদি না আমরা খুব গভীরে যাই,' বলল ঘড়িয়াল বাবু। 'যখন Psi দেখাবে, বুঝবে ট্যাংকে আর বাতাস নেই।'

'যদি হাঙর আসে?' জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম।

'প্রার্থনা করবে,' বলল স্যালি।

'সাগরতলে ডুব দেবে,' বলল বাবু। 'আর আল্লা-খোদার নাম নেবে।'

অ্যাডাম পানিতে নামার পূর্ব মুহূর্তে ওর দিকে ঝুঁকে এল নেলি, চুমু খেল গালে। এর আগে কোন মেয়ে অ্যাডামকে চুমু খায়নি ওর মা ছাড়া। আর মা-তো মেয়ে নয়, তিনি স্রেফ মা। কী করা উচিত বুঝতে পারছিল না অ্যাডাম। নেলিকে তার চুমু ফিরিয়ে দিতে ভয় লাগছিল, বিশেষ করে স্যালির সামনে কারণ সে এমন ক্রুর চোখে তাকিয়ে আছে যেন একটা হাঙর। তাই শুধু হাসল অ্যাডাম। ওকে আশান্বিত করতে চাইল।

'চিন্তা কোরো না,' বলল অ্যাডাম। 'তোমার ভাইকে হয়তো আমরা খুঁজে পাবো।'

নেলি গভীর চোখে ওর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি জানি তোমরা ওকে খুঁজে পাবে অ্যাডাম।

'হুঁহ,' নাক দিয়ে অদ্ভুত একটা শব্দ করল স্যালি। 'আগে ও নিজে ঠিকঠাক ফিরে আসুক তো!' হঠাৎ সিরিয়াস দেখাল ওর চেহারা। অ্যাডামের বাহুতে হাত রাখল। 'আমি ঠাট্টা করছিলাম, অ্যাডাম। তোমরা দু'জনেই কিন্তু সাবধানে থাকবে।'

'সত্যি সাবধানে থাকতে চাইলে কী আর পানিতে নামতাম!' বিড়বিড় করল ঘড়িয়াল বাবু। সে অ্যাডামকে নিয়ে পানিতে পা বাড়াল।

দশ

ওরা পানিতে নেমে পড়ল। ঘড়িয়াল বাবু অ্যাডামের BC বা বুয়েন্সি কন্ট্রোল ডিভাইস থেকে বের করে দিল বাতাস। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ডুবে যেতে লাগল অ্যাডাম। তবে ও ভয় পেল না। আগে কখনও মাস্ক পরে পানিতে নামেনি ও। তাই পানির নিজের জগত দেখে ভীষণ মুগ্ধ হয়ে গেল। নানান রঙের মাছ ভেসে বেড়াচ্ছে। সারফেস ভেদ করে আসা সূর্যের আলো মনে হচ্ছে কোন ভিনগ্রহের সূর্যের আলোক রেখা।

ওরা পানির দশ মিটার নিচে নেমে আসার পরে যাত্রা বিরতি দিল। কত গভীরে নেমেছে তা ডেপথ গজ দেখেই বুঝতে পারছিল অ্যাডাম। তবে যত নিচে নেমে আসছিল ততই আঁধার হয়ে যাচ্ছিল আশপাশ। মাত্র তিন মিটারের বেশি দূরে দেখতে পাচ্ছে না ও। ওর পাশে পাশে নামছিল ঘড়িয়াল বাবু। সে অ্যাডামের দিকে আঙুল তুলে OK সংকেত দিল। প্রত্যুত্তরে অ্যাডামও আঙুল দিয়ে OK চিহ্ন দেখাল।

একটা কথা ঠিকই বলেছে বাবু। এখন আর কোনই ওজন অনুভব করছে না অ্যাডাম। যেন মহাশূন্যে ভেসে রয়েছে। দারুণ একটা অনুভূতি। পানিতে ডুব দেয়ার সিদ্ধান্তটা ঠিকই ছিল, মনে মনে বলল ও।

আর গভীর পানির দিকে হাত ইশারায় দেখাল ঘড়িয়াল বাবু। জায়গাটা জেটি থেকে দূরে, রীফের দিকে। অ্যাডামকে ওর সঙ্গে আসতে ইঙ্গিত করল। জবাবে মাথা ঝাঁকাল অ্যাডাম। এই নিঃশব্দ যোগাযোগ বেশ উপভোগ করছে ও।

ওরা সামনে এগোতে শুরু করল। অ্যাডাম দ্রুতই আবিষ্কার করল হাতের বদলে শুধু ফ্লিপার ব্যবহার করলে অনেক দ্রুত সাঁতার কাটা যায়। পানির নিচে বেশ স্বস্তিই অনুভব করছে ও, হাঙরর ভয়টা একদমই চলে গেছে। লক্ষ করল ওর নিশ্বাসের সঙ্গে রূপোলী বুদ্বুদ ভুড়ভুড়ি কেটে উঠে যাচ্ছে ওপরে, সারফেসে। ভাবল নেলি আর স্যালি ওদের ভুড়ভুড়ি দেখতে পাচ্ছে কিনা।

দুই মিনিট পরে ওরা চলে এল রীফে। ওরা এখন পানির পনের মিটার নিচে, সূর্যাস্তের আধঘন্টা পরে যেমন অন্ধকার ঘনায়, এখানেও তেমনই আঁধার। রীফ কোরাল দিয়ে নয়, ধারালো পাথর দিয়ে তৈরি। ঘড়িয়াল বাবু বলেছিল কোরাল নাকি শুধু উষ্ণ পানিতে জমায়। ওরা রীফের ওপর সাঁতার কাটতে কাটতে ডুবোজাহাজটার চিহ্ন খুঁজে

বেড়াচ্ছে। অ্যাডামের মনে হলো সে ওই দূরের চাঁদের সারফেসে ভাসছে। যদিও এদিকটা অন্ধকার তবু রঙের বর্ণছটাগুলো এখনও দৃশ্যমান। আফসোস হলো ক্যামেরা থাকলে ছবি তুলে ওর পরিবারের সদস্যদেরকে দেখাতে পারত। জানে প্রমাণ ছাড়া তারা বিশ্বাসই করবে না সাগরতলে নেমেছিল অ্যাডাম। ও নিজেই বিশ্বাস করত না।

ঘড়িয়াল বাবু অ্যাডামের হাতে একটি ফ্ল্যাশলাইট ধরিয়ে দিল। পানির ওপরে থাকতে দেয়নি কেন ভাবছিল অ্যাডাম। হয়তো বাবুর আশংকা ছিল পানির নিচে নিজেকে মানিয়ে নেয়ার আগে জিনিসটা দিলে অ্যাডাম ওটা হারিয়ে ফেলবে। ফ্ল্যাশলাইটজোড়া ছোট, আলোও তেমন জোরালো নয়। তবে সামনের ডুবো পাহাড়গুলো মোটামুটি পরিস্কার দেখা যাচ্ছিল। বাবু তার ফ্ল্যাশলাইট জ্বেলে পাহাড়ের ফাঁক এবং গর্তগুলোয় উঁকি দিচ্ছিল যদি জাহাজের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়।

আধঘন্টার মতো ওরা শৈলশ্রেণি বা রীফে খোঁজ চালিয়েছে, হঠাৎ অ্যাডাম টের পেল ওর সামনে কী যেন একটা খসে পড়ল। নিচে তাকিয়ে বুঝতে পারল ঘড়িয়াল বাবু ওর ওয়েট বেল্টটি যথেষ্ট শক্ত করে বাঁধেনি। ওটা খুলে যাচ্ছে। অ্যাডাম জানে এই ওয়েট বেল্টের কারণেই ওরা পানির নিচে থাকতে পারছে। ওয়েট বেল্টের ওজন ডাইভারদের পানির নিচে ধরে রাখে। অ্যাডাম ভুলে যায়নি সে জোর করে পানির ওপরে উঠতে চাইলে ফুসফুস ফেটে যাবে। আতংকের একটা ঢেউ বয়ে গেল তার শরীর জুড়ে। পিছলে পড়তে থাকা বেল্ট ধরার বদলে ও বাবুর হাত খামচে ধরল এবং উন্মত্তের মতো ইঙ্গিতে দেখাল কী ঘটছে।

ওর দিকে তাকাল ঘড়িয়াল বাবু।

আর সে মুহূর্তে অ্যাডামের ওয়েট বেল্টের বাঁধন পুরোপুরি আলগা হয়ে খসে গেল।

ওটা ভারী একখণ্ড পাথরের মতো ডুবে গেল, অদৃশ্য হয়ে গেল গভীর খাদের মধ্যে।

অ্যাডাম টের পেল ও ওপরে ভেসে উঠছে। দ্রুত।

ওহ, না। অ্যাডাম ভাবল ওর ফুসফুস এখুনি বিস্ফোরিত হবে।

আর মাস্ক ভেসে যাবে রক্তে। ওয়াক!

মারা যাবে অ্যাডাম। সে পরিণত হবে মাছেদের খাদ্যে।

ঘড়িয়াল বাবু ওকে খপ করে ধরে ফেলল। মাথা নাড়তে নাড়তে ওকে নিজের দিকে টেনে ধরে থাকল। অ্যাডামকে লেকচার দেয়ার দরকার নেই। কারণ সে জানে ওপরে ভেসে উঠতে হলে আস্তে আস্তে উঠতে হবে। কিন্তু বাবু ওকে নিচে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, চলে এল একটা ডুবো পাহাড়ের মাথার ওপর। সে একখণ্ড পাথর তুলে নিয়ে অ্যাডামের BC'র একটি পকেটে রাখল। সঙ্গে সঙ্গে অ্যাডাম ডুবে গেল। ওর হাত ছেড়ে দিল বাবু। সে ইঙ্গিতে যেখানে ওয়েট বেল্ট পড়ে গেছে সে জায়গাটা দেখাল, তারপর আঙুল দিয়ে নিজের বুক ঠুকল। ও বলছে বেল্টের খোঁজে যাবে। অ্যাডাম যেন ওর জন্য অপেক্ষা করে। অ্যাডাম জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাল।

অদৃশ্য হয়ে গেল ঘড়িয়াল বাবু।

রীফের মাথায়, এক কোণায় বসল অ্যাডাম। ভাবছিল হাঙর বোঝাই সাগরে ভূতের খোঁজ করাটা সত্যি যৌক্তিক হচ্ছে কিনা। ঘড়িয়াল বাবু চলে যাওয়ার পর থেকে খালি হাঙরের কথা মনে পড়ছে ওর। ও শুনেছে গ্রেট হোয়াইট শার্কগুলো নাকি তিন হাজার পাউণ্ড ওজনের হয়ে থাকে। এ হাঙরগুলো খুব খাইখাই স্বভাবের। অ্যাডামকে এক কামড়ে নেয়ার পরেও তাদের খিদে মিটবে না। অ্যাডাম মনে মনে প্রার্থনা করল ওর ওয়েট বেল্ট নিয়ে যেন ঘড়িয়াল বাবু শীঘ্রি ফিরে আসে।

কিন্তু ফিরল না ঘড়িয়াল বাবু।

দশ মিনিট গেল। পনের মিনিট। এখনও খবর নেই ঘড়িয়াল বাবুর।

ওর এয়ার গজ পরীক্ষা করল অ্যাডাম। ৫০০ Psi। তার মানে বাতাসের পরিমাণ বেশি নয়। ওর জলদি তীরে ফেরা উচিত, কিন্তু ঘড়িয়াল বাবু ছাড়া কীভাবে যাবে? স্যালি ওকে আবার মুরগিছানা বলে গালাগাল দেবে। তাছাড়া অ্যাডাম ঘড়িয়াল বাবুকে বেশ পছন্দও করে। বন্ধুকে একা রেখে যেতে মন সরছে না।

অ্যাডামের এয়ার গজ ৪০০ Psi তে নেমে এল। তারপর ৩০০ Psi।

সারফেসে ভেসে উঠতে হলে এয়ার ট্যাংকে এই বাতাসটুকু অন্ততঃ হবে। কিন্তু ঘড়িয়াল বাবুর কী হলো?'

হয়তো হাঙরের কবলে পড়েছে ঘড়িয়াল বাবু।

হতাশায় গুঙিয়ে উঠল অ্যাডাম কী করবে বুঝতে না পেরে।

আর ঠিক তখনই ভাঙা জাহাজটার ধ্বংসাবশেষ দেখতে পেল।

এগারো

সত্যি জাহাজের ধ্বংসাবশেষ কিনা প্রথমে নিশ্চিত হতে পারল না অ্যাডাম। নীলচে কালো ভৌতিক পানিতে সাদা একটা ঝলক দেখেছে ও। ওর বামে, প্রায় পেছন দিকে বলে আগে ওটা চোখে পড়েনি। তবে খুব দূরেও নয়; ও দেখতে পাচ্ছে বলেই মনে হচ্ছে দূরত্বটা বেশি নয়। অ্যাডাম ভাবল ওয়েট বেল্ট উদ্ধার করতে যাওয়ার সময় ঘড়িয়াল বাবু এটা দেখতে পেয়েছিল কিনা। হয়তো ভাঙা জাহাজের ভেতরে এখন বাবু, ভাবছে ও। হয়তো এজন্যই এখনো ফেরেনি।

একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল অ্যাডাম। ও জাহাজটা এক মিনিটের জন্য একটু ঢুঁ মেরে আসবে। তার বেশি কিছু নয়। এর পরে সারফেসের উদ্দেশ্যে রওনা হবে, বাবুসহ কিংবা বাবুকে ছাড়া। ভাঙা জাহাজের দিকে মন্থর গতিতে সাঁতরে এগোল অ্যাডাম।

জাহাজটি একটি মোটর ইয়ট ছিল, সম্ভবতঃ কুড়ি মিটার হবে লম্বায়। সামনে, জাহাজের হাল যেখানটায় পাথরের সঙ্গে বাড়ি খেয়ে ভেঙে গিয়েছিল, ওখানটাতে মস্ত একটা গর্ত। পাশে লেখা অক্ষরগুলো ঝাপসা হয়ে গেলেও পড়া যায়। ত্রিশ বছরেও মুছে যায় নি লেখাটি। অ্যাডাম যে জাহাজটি দেখছে ওটা নিঃসন্দেহে *হ্যালিফ্যাক্স*।

ওর ট্যাংকের বাতাস পরীক্ষা করল অ্যাডাম। ২০০ Psi।

ওকে সারফেসে ফিরতে হবে। এক্ষুণি।

ও ওপর দিকে মাত্র উঠতে শুরু করেছে, হালের গর্ত থেকে ভুড়ভুড়ি উঠতে দেখল। ফাঁক বা গর্তটা ব্যাসার্ধে মিটারখানেক হবে। ঘড়িয়াল বাবু ভেতরে ঢুকে আটকে যায় নি তো? ওমন হলে ওর এয়ার ট্যাংকের বাতাসও তো ফুরিয়ে আসছে।

আরেকটি কঠিন সিদ্ধান্ত নিল অ্যাডাম।

ও গর্তের ভেতরে ঢুকবে।

এক ঝলক চারপাশে চোখ বুলিয়েই চলে আসবে।

কিন্তু গর্তে ঢুকতে হলে ওকে ডাইভ দিতে হবে। ও এ মুহূর্তে পানির আঠারো মিটার নিচে রয়েছে। আবছা মনে পড়ছে ঘড়িয়াল বাবু বলেছিল সারফেসে যাওয়ার সময় প্রতি পাঁচ মিটার ওঠার পরে তিন মিনিট যাত্রা বিরতি নিতে হবে। কিন্তু এবার আর যাত্রাবিরতির সে সময়টুকু ও পাবে না। হয়তো শেষ পর্যন্ত ওর ফুসফুসটা ফেটেই যাবে। তবু কেন জানি ভয় লাগছে না অ্যাডামের। বন্ধুকে বাঁচাতে হবে। এজন্য যা করা দরকার সে করবে। অ্যাডাম সাঁতরে হালের ফাটলের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

ও সামনে ফ্ল্যাশলাইট জ্বালিয়ে সাঁতার কাটছে, জাহাজের বো-তে চলে এল। ঢুকল স্টোররুম জাতীয় একটি কক্ষে। একটা ঝাড়ু আর বালতিতে ধাক্কা লাগল। ওগুলো ভাসতে থাকল পানিতে। ওর চারপাশের দেয়াল যেন চেপে আসছে, মনে হচ্ছে ফ্ল্যাশলাইটের আলো কমে যাচ্ছে। পানিতে নামার আগে বাবু নিশ্চয়ই টর্চের ব্যাটারি পরীক্ষা করে দেখেছিল, আশা করল অ্যাডাম। আশা করল শীঘ্রি ঘড়িয়াল বাবুর দেখা মিলবে। স্টোরেজ রুমটি একাংশ ভেঙে গিয়ে প্রবেশ পথটি সরু করে তুলেছে। এখানে কেউ একবার আটকে পড়লে আর বেরুবার জো নেই।

হঠাৎ কী যেন লাফিয়ে পড়ল ওর সামনে।

ওটার চোয়াল ভর্তি ধারালো দাঁত। ড্যাবডেবে চক্ষু। ভীষণ কদাকার একটা মুখ।

মাস্কের ভেতরে চিৎকার দিল অ্যাডাম।

হাত থেকে পড়ে গেল ফ্ল্যাশলাইট।

সবকিছু আঁধার হয়ে গেল। ঘুটঘুটে অন্ধকার।

আর তখন বুঝতে পারল অ্যাডাম ওর আর রক্ষা নেই। যে ভয়ঙ্কর প্রাণীটা ওর দিকে ছুটে আসছে ওটা কামড়ে খাবলা মাংস তুলে নেবে ওর মুখ থেকে, তারপর মুখের গর্ত দিয়ে ভেতরে ঢুকে চিবিয়ে চিবিয়ে খাবে ওর মগজ। বেশ কয়েকটি ভয়ঙ্কর সেকেণ্ড বরফের মতো জমে গিয়ে পানিতে ভেসে রইল অ্যাডাম, সাগরতলের বীভৎস প্রাণীর শিকার হওয়ার অপেক্ষা করছে।

কিন্তু প্রহর কেটে গেল অথচ কোন কিছু ওকে কামড়ে দিল না দেখে অবশেষে চোখ মেলে চাইল অ্যাডাম। বুঝতে পারল ওর ফ্ল্যাশলাইট নিভে যায়নি, পড়ে আছে পায়ের নিচে। আলোর রেখাটি একটা ক্রুজিটের ওপর পড়েছে, স্টোরেজ এলাকাটি আর আলোকিত নয়। স্টোরেজ রুম কালো হয়ে গিয়েছিল কারণ ও নিজেই অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল।

অ্যাডাম হাত বাড়িয়ে তুলে নিল ফ্ল্যাশলাইট।

আবার ভয়ঙ্কর প্রাণীটাকে দেখতে পেল।

আবার তারস্বরে চিৎকার দিল অ্যাডাম।

তারপর লজ্জা পেয়ে বুজে ফেলল মুখ।

যেটাকে ও ভয়ঙ্কর প্রাণী বলে ভেবেছে আসলে ওটা মাত্র ত্রিশ সেন্টিমিটার লম্বা একটা ইলেকট্রিক ঈল, দেখতে সাগরতলের সাপের মতো। ও মাছটাকে দেখে যত না ভয় পেয়েছে তারচেয়ে ঈলটা ওকে দেখে দ্বিগুণ আতংকিত হয়েছে। অ্যাডাম হাত নাড়তেই ছুটে পালাল ইলেকট্রিক ঈল। অ্যাডাম ঠিক করল এখন ও চলে যাবে। ঘড়িয়াল বাবু ভাঙা জাহাজে ঢুকলেও চলে গেছে। কারণ ওকে দেখতে পায়নি অ্যাডাম।

ঘুরল ও, যে পথে এসেছিল সেদিকে সাঁতার দিল।

ও অন্তত: তা-ই ভেবেছে, যেদিক দিয়ে এসেছে সেদিকেই ফিরছে।

কিন্তু ও সাগরে ফিরল না।

বদলে নিজেকে আবিস্কার করল একটি স্টেটরুম বা জাহাজের ব্যক্তিগত কেবিনে।

ফ্ল্যাশলাইটটা চারপাশে একবার ঘুরিয়ে দেখল অ্যাডাম।

ও নিশ্চয় উল্টো ঘুরে গিয়ে এখানে ঢুকে পড়েছিল। আর এটা ঘটেছে ও যখন চোখ বুজে চিৎকার করছিল তখন।

স্টেটরুমটা বেশ বড়সড়। আর এর ভেতরে বাতাস আটকে রয়েছে। এটি অবশ্য ভালো খবর। নিজের এয়ার সাপ্লাই চেক করে দেখল অ্যাডাম। আরেকবার জ্ঞান হারানোর অবস্থা হলো।

ওর Psi পৌঁছেছে শূন্যের কোঠায়।

রেগুলেটরে মুখ চেপে ধরল ও।

কিন্তু ওখান থেকেও বাতাস পেল না।

রেগুলেটর খুলে ফেলে গভীর একটা দম নিল অ্যাডাম। স্টেটরুমের বাতাস খুব প্রাচীন, কেমন আঁশটে একটা গন্ধ। তবে অন্তত: ফুসফুস তো ভরেছে বাতাসে। এরকম একটা বিশ্রী অবস্থার মধ্যে পড়বে কল্পনাও করেনি অ্যাডাম। সে আঠারো মিটার পানির নিচে এবং তার এয়ার ট্যাংক সম্পূর্ণ খালি। আরও খারাপ খবর হলো কেউ জানে না ও কোথায়।

ফ্ল্যাশলাইটা আরেকবার চারপাশে ঘোরাল অ্যাডাম।

তখন ইলেকট্রিক ঈলের চেয়েও ভয়ানক একটা জিনিস চোখে পড়ল।

অনেক বেশি ভয়ানক এবং ভয়ঙ্কর।

একটা শেওলা ধরা, গা ঘিনঘিনে মাথার খুলি। গোটা একটা কংকাল।

ওটা ভেসে আসছে ওর দিকেই।

চিৎকার দিল অ্যাডাম। কেউ শুনল না ওর আর্তনাদ।

আর নরকংকালটা ওর দিকে এগিয়ে আসতেই লাগল।

বারো

'আমি ওকে হারিয়ে ফেলেছি।' জেটিতে উঠে এসে বলল ঘড়িয়াল বাবু।

'কী!' চেঁচিয়ে উঠল স্যালি। 'তুমি ওকে হারিয়ে ফেললে কীভাবে?'

একটা বোল্ডারের ওপর বসে ফেস মাস্ক খুলে ফেলল বাবু। 'ওর ওয়েট বেল্ট ছুটে যায়। আমি ওটা উদ্ধার করতে যাই। দুটো পাথরের মধ্যে আটকে গিয়েছিল বেল্ট। ওটা খসিয়ে আনতে জান বেরিয়ে গিয়েছিল আমার। ফিরে এসে দেখি যেখানে অ্যাডামকে রেখে গিয়েছিলাম ও নেই সেখানে।'

চারপাশে চোখ বুলাল ঘড়িয়াল বাবু। 'তোমরা বোধকরি ওকে দেখনি।'

'অবশ্যই আমরা ওকে দেখিনি,' গলা ফাটাল স্যালি। 'ওর ওপর তোমার লক্ষ রাখার কথা ছিল।'

'আমি দুঃখিত,' বলল ঘড়িয়াল বাবু।

'তুমি দুঃখিত!' গুঙিয়ে উঠল স্যালি। 'তুমি আমার ভবিষ্যৎ সিনিয়র প্রম ডেটকে এইমাত্র মেরে এখন আবার সরি বলছ!'

'সিনিয়র ইয়ার আসতে এখনও বহু দেরি,' বলল বাবু। 'এর মধ্যে তোমার মতো কাউকে হয়তো খুঁজেও পাবে।'

নেলির চোখে জল এসে গেছে। 'অ্যাডাম কি সত্যি মারা গেছে?'

চেহারা করুণ করে ডানে বামে মাথা নাড়ল বাবু। 'আমার এয়ার ট্যাংকে একটুও বাতাস ছিল না। অ্যাডামেরটাও তাই। শ্বাস নিতে যদি শেষ মুহূর্তে মাছের মতো ফুলকা না গজায় তাহলে ওর বেঁচে থাকার কোনও সম্ভাবনাই দেখতে পাচ্ছি না।' সাগরের দিকে মুখ ফিরিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'আহারে, ছেলেটার বয়স কত কম ছিল,' কাতরে উঠল স্যালি। মাথায় হাত চাপড়াল নেলি। 'ওহ, না। সব আমার দোষ বেচারা অ্যাডাম।'

'নাকি কান্না বন্ধ করো,' নেলিকে ধমক দিল স্যালি। 'ঘটনা শেষ হওয়ার আগেই উপসংহার টেনে বসো না।' একটু ভেবে বলল, 'তুমি ওকে যেখানে রেখে গিয়েছিলে সেখান থেকে অ্যাডাম কেন সরে যাবে?'

কাঁধ ঝাঁকাল ঘড়িয়াল বাবু। 'হয়তো ওকে কোন হাঙর গপ করে গিলে খেয়েছে।'

হাউমাউ করে কেঁদে উঠল নেলি।

'তোমার করুণ সুরের বিলাপ একটু বন্ধ করবে, প্লিজ?' খেঁকিয়ে উঠল স্যালি।

'তুমিই কিন্তু সারাক্ষণ হাঙর হাঙর করে চেঁচিয়ে পাড়া মাত করেছ,' বলল বাবু।

হঠাৎ থমকে গেল স্যালি, মটমট করে হাতের আঙুল ফোটাল। 'পেয়েছি! ওকে তুমি শেষ যে জায়গায় দেখেছ সেখান থেকে অ্যাডামের প্রস্থানের কারণ একটাই হতে পারে। ও নিশ্চয় ভাঙা জাহাজটার সন্ধান পেয়েছিল।'

'আমি কোন ভাঙা জাহাজ দেখতে পাইনি,' বলল ঘড়িয়াল বাবু। মোটা কাচের চশমাটা ঘষে ঘষে পরিস্কার করছে। ফেস মাস্কের নিচে চশমা পরেই ও পানিতে নেমেছিল।

'দেখতে পাওনি কারণ তুমি আধা অন্ধ,' পায়চারি করতে করতে বলল স্যালি। 'আমার কথায় যুক্তি আছে। আর অ্যাডাম যদি জাহাজের মধ্যে ঢোকে, কোন এয়ার পকেটে হয়তো এখনও বেঁচে আছে। ওর জন্য আরও বাতাসের ব্যবস্থা করতে হবে। ওকে আমরা নিয়ে আসব।'

'আমরা?' জিজ্ঞেস ঘড়িয়াল বাবু।

'হ্যাঁ,' গর্বের সুরে বলল স্যালি। 'আমি অ্যাডামকে রক্ষার জন্য নিজের জীবনের ঝুঁকি নেব কারণ ওর প্রতি আমার ভালোবাসা আমার মৃত্যুভয়ের চেয়ে অনেক বেশি এবং শক্তিশালী।' দাঁড়িয়ে পড়ল ও। কটমট করে তাকাল ক্রন্দনরত নেলির দিকে। 'বাজি ধরে বলতে পারি তুমি একই কথা ভাবছ না।'

হাতের চেটো দিয়ে মুখ মুছল নেলি। 'আমিও ওকে খুঁজতে যাবো।'

সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল ঘড়িয়াল বাবু। 'তোমরা দু'জনে মিলে যাও। আমি ততক্ষণে একটু বিশ্রাম নিই।'

মেজাজ সপ্তমে চড়ল স্যালির। 'কিন্তু তোমাকেই যেতে হবে। তুমি যাবে এজন্য যে একমাত্র তুমিই জানো ঠিক কোন জায়গায় ফেলে এসেছ অ্যাডামকে। তুমি ওখানে গিয়ে ভাঙা জাহাজটা খুঁজবে। ওটা ওই এলাকাতেই থাকার কথা।' বিরতি দিল ও। 'আর সত্যি বলতে কী তোমাকে একাই যেতে হচ্ছে। কারণ আমাদের কাছে অতিরিক্ত স্কুবা ইকুইপমেন্ট নেই।'

'একটু আগেই না তুমি অ্যাডামকে উদ্ধার করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলে এখন একথা বলছ কেন?' বলল বাবু।

আঁতে ঘা লাগল স্যালির। বলল, 'ঠিক আছে, ঘড়িয়াল বাবু। তুমি বিশ্রাম নাও। আমি আর নেলি মিলে আরেকটা এয়ার ট্যাঙ্ক নিয়ে আসি। আর শোনো, নেলি, তুমি ভেবো না আমি সাগরে নামতে ভয় পাই। অ্যাডামের জন্য আমি জানও দিয়ে দিতে পারি।'

ঘড়িয়াল বাবু বলল, 'তোমরা যাও। আমি এখানেই থাকি। দেখি পানিতে রক্ত টক্ত ভেসে ওঠে কিনা।'

তেরো

চিৎকার থামিয়েছে অ্যাডাম। কংকালটা ওর দিকে নিজে থেকে ভেসে আসছিল না। অ্যাডাম ভয়ের চোটে পানিতে দাপাদাপি করতে গিয়ে স্টেটরুমে একটা স্রোতের সৃষ্টি হয়েছিল । সেই স্রোতের টানেই কঙ্কালটা ওর দিকে এগিয়ে আসছিল। কঙ্কালটা ডুবেই ছিল, পানির আন্দোলনে ভেসে উঠছে। আর বলাবাহুল্য ওটা জীবিতও নয়, জাহাজের

অন্যান্য সবকিছুর মতোই মৃত। মি. স্পাইনি এখানে এখন থাকলে বেশ হতো, ভাবছিল অ্যাডাম। তিনি বুড়ো জাহাজীর মজবুত সাদা হাড়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠতেন।

অ্যাডাম জানে না ওকে কেউ উদ্ধার করতে আসবে কিনা। কেউ যদি না আসে তো ওর বারোটা বেজে যাবে। এ জাহাজে আটকে পড়ে, দম বন্ধ হয়ে মারা গিয়ে, মাংস পচে তারপর ওর হাড়গোড়ের অবস্থা কী হবে ভাবতেই গা ঘিনঘিন করছে অ্যাডামের। কিন্তু ও যে এখানে আটকা পড়েছে বন্ধুদেরকে তা কী করে জানাবে? ঘড়িয়াল বাবু যদি ওকে ফ্ল্যাশলাইটের সঙ্গে একটা ফ্লেয়ার গানও দিত, এ বিপদের সময় বেশ কাজে লাগত। একটা বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে গেছে অ্যাডাম, আরেকটি এয়ার ট্যাঙ্ক ছাড়া পানির ওপরে সে কোনদিনই ভেসে উঠতে পারবে না। এখন ধৈর্য ধরে থাকা ছাড়া এ মুহূর্তে আর কোন উপায় নেই।

অপেক্ষা করতে করতে স্টেটরুমের জিনিসপত্রে চোখ বুলিয়ে ক্যাপ্টেন পিলার লোকটি কেমন ছিলেন তার একটা ধারণা পাবার চেষ্টা করল অ্যাডাম। স্রেফ কঙ্কাল দেখে কিছু বোঝার জো নেই। ঘরের মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছে বইপত্র, চেয়ার, খাবারের বাক্স, সুপের ক্যান ইত্যাদি। আর আছে প্রচুর মদ। বোঝা যায় ক্যাপ্টেন পিলার সমুদ্র যাত্রার সময় গ্যালন গ্যালন মদ নিয়ে বেরিয়েছিলেন। এমনকী তার কংকালের হাতেও শক্ত করে ধরা হুইস্কির একটা বোতল। মরার পরেও মদের বোতলটা ছাড়েন নি তিনি।

অ্যাডাম ভাবছিল ক্যাপ্টেনের জাহাজ পাহাড়ের গায়ে আছড়ে পড়ে ডুবে যাওয়ার পেছনে সত্যি কি বাতিঘরের কোন ভূমিকা ছিল? সে নিশ্চিত ক্যাপ্টেন পিলার মদ খেয়ে টাল হয়ে জাহাজ চালাচ্ছিলেন এবং কোথায় যাচ্ছিলেন নিজেও জানতেন না। কাজেই সার্চলাইট থাকলেই কী আর না থাকলেই কী। তবে ক্যাপ্টেন পিলারের ভূত যদি সত্যি নিলকে ধরে নিয়ে গিয়ে থাকে, খুবই অন্যায় হয়েছে।

অ্যাডাম এখন নিশ্চিত এখানে নিল নেই। কখনও ছিলও না। স্যালির অভ্যাসই হচ্ছে হুট করে কোন ঘটনার উপসংহার চলে যাওয়া। অ্যাডামের তো সন্দেহই হচ্ছে নেলির ভাইয়ের নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারে ক্যাপ্টেন পিলারের কোন ভূমিকা ছিল কিনা। অন্তত: প্রত্যক্ষ কোন ভূমিকা।

সময় বয়ে যাচ্ছে, শীত লাগতে শুরু করেছে অ্যাডামের। ওর পরনে ওয়েট সুট থাকলেও সাঁতার কাটছে না বলে শরীর আর গরম থাকছে না। আর বেশি নড়াচড়া করলে বাতাসও দ্রুত ব্যবহার করে ফেলার ভয়ে ও সাঁতার কাটছে না।

অ্যাডামের আরেকটি সমস্যা হয়েছে। ফ্ল্যাশলাইটের ব্যাটারির চার্জ কমে যাচ্ছে। নিভু নিভু হয়ে আসছে আলো। মাঝে মাঝেই আলোটা দপ করে জ্বলে উঠছে আর সে সঙ্গে তেজও কমে যাচ্ছে খানিকটা। আলোর মধ্যেই জাহাজটাকে ভয়ানক ভুতুড়ে লাগছে, আর অন্ধকারে তো এখানে থাকতেই পারবে না অ্যাডাম। ঠাণ্ডা ভাবটা ঢুকে যাবে ওর হৃৎপিণ্ড আর ফুসফুসে, সাহায্যের জন্য চিৎকার পর্যন্ত করতে পারবে না। একবার ভাবল সারফেসে ভেসে ওঠার চেষ্টা করবে কিনা। ফুসফুস ফেটে যায় যাক। এত কষ্ট আর সহ্য করা যায় না।

কিন্তু যেখানে ছিল সেখানেই ভেসে রইল ও।

ফুসফুস ফাটিয়ে মরতে চায় না সে।

কারণ ফুসফুস ফেটে মৃত্যু নিশ্চয় খুব হৃদয়বিদারক একটি ব্যাপার হবে।

সময় যাচ্ছে। ফ্ল্যাশলাইটের আলো দপদপ করছে। টিমটিম করে জ্বলতে জ্বলতে হঠাৎ নিভে গেল। আর জ্বলল না। 'ওহ্, না!' ফ্ল্যাশলাইট ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে ফিসফিস করল অ্যাডাম। সুইচ ধরে বারকয়েক টেপাটেপি করল কিন্তু ওটা আর প্রাণ ফিরে পেল না।

অ্যাডাম এখন নিকষ আঁধারে একা। এক মৃত নাবিকের সঙ্গে।

ভয়ে কাঁপতে লাগল ও। এমন শীতল অন্ধকারে জীবনেও থাকেনি অ্যাডাম। নিজেকে ধিক্কার দিল কেন সে হিরো হতে গিয়ে পানিতে নেমেছিল। ও মারা গেলে কি ওর বীরত্বের কথা 'ডেইলি ডিজাস্টার' পত্রিকায় ছাপা হবে? মনে হয় না। পত্রিকার লোকদের খেয়ে দেয়ে কাজ নেই কোথাকার কোন অখ্যাত অ্যাডামের কথা তারা লিখতে যাবে। তার মানে নেলির ভাই'র জন্য তার এ আত্মহুতি বৃথা যাবে? মনটাই খারাপ হয়ে গেল অ্যাডামের।

আরও সময় বয়ে গেল। ঠাণ্ডায় হাত-পায়ে আর সাড়া পাচ্ছে না অ্যাডাম। এখন আর শীত লাগছে না। কেমন উষ্ণ, ঝিমঝিমে একটা ভাব হচ্ছে। এ লক্ষণটি খুব খারাপ বুঝতে পারছে অ্যাডাম। এ হলো হাইপোথারমিয়া। মায়ের একটা পত্রিকায় পড়েছিল ও। ও শীঘ্রি জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে এবং মাছের দল ওকে খেয়ে ফেলবে। এ বড় নিষ্ঠুর পৃথিবী। এ বড় বিদঘুটে পৃথিবী। এ বড় বিদঘুটে শহর।

এমন সময় অদ্ভুত একটা হলুদ আলো দেখতে পেল অ্যাডাম। ও কি মারা গেছে? তাই কোন দেবদূত আসছে ওকে স্বর্গে নিয়ে যেতে? অবশ্য স্বর্গে যাওয়ার অধিকার রাখে অ্যাডাম কারণ তার মৃত্যু তো হয়েছে বীরের মতো, পরোপকারের স্বার্থে। আলোটা আসছে ওর নিচ থেকে। ক্রমে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। দেবদূতটা যেন দেখতে ভালো হয়, মনে মনে প্রার্থনা করল অ্যাডাম। পুরানো দিনের আঁকা ছবির মতো মোটু আর ন্যাংটো না হলেই বাঁচি। ও আশা করল সুন্দরী কোন দেবদূত আসছে ওকে স্বর্গে নিয়ে যেতে।

কিন্তু ওটা দেবদূত নয়।

পানির ওপর ভুস করে ভেসে উঠল একটা মানুষের মাথা।

'ঘড়িয়াল বাবু,' মৃদু গলায় বলল অ্যাডাম। 'তুমি এখানে কী করছ?'

রেগুলেটর এবং মাস্ক খুলে ফেলল ঘড়িয়াল বাবু। 'তোমাকে উদ্ধার করতে এসেছি।'

'তুমি অনেক দেরি করে ফেলেছ,' বলল অ্যাডাম। যদিও বন্ধুকে দেখে যারপরনাই খুশি।

'সরি। আমি মেয়েগুলোকে পাঠিয়েছিলাম আরেকটা এয়ার ট্যাংক আনতে বদলে তারা নিয়ে এল লাফিং গ্যাসের মস্ত একটা বোতল। হরর টাউনের ডাইভিং শপ স্থানীয় ডাক্তারদেরকেও রসদ সরবরাহ করে। তাই ডাইভিং-এর জিনিস আর ডাক্তারদের

জিনিস গোলমাল করে ফেলে। ফলে আবার আমাকেই দোকানে যেতে হলো।' বাবু চারপাশে ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেলল। ক্যাপ্টেন পিলারের নরকঙ্কালের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'ওই লোকের ভূতই নিলকে অপহরণ করেছে?'

'না,' বলল অ্যাডাম। 'আমার ধারণা ভূতটা আছে বাতিঘরেই। আর ভূতের সংখ্যা একটি। সেই হুংকারের কথা মনে আছে? ভূতে না জ্বালালে সার্চলাইট এমনি এমনি জ্বলে উঠতে পারে না।'

অ্যাডাম বলল ওর ধারণা ক্যাপ্টেন মাতাল অবস্থায় জাহাজ চালাতে গিয়ে পাহাড়ের গায়ে আছড়ে পড়ে সলিল সমাধি লাভ করেছিলেন, সার্চলাইটের এতে কোন ভূমিকা নেই। ওর ব্যাখ্যা মনঃপূত হলো বাবুর। সে কঙ্কালটা সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দিল।

'কেন?' প্রশ্ন করল অ্যাডাম।

'কারণ কে বলতে পারে বাতিঘরের ভূত হয়তো এটার সঙ্গে কথা বলতে চাইবে,' জবাব দিল ঘড়িয়াল বাবু।

বিদ্রুপের হাসি হাসল অ্যাডাম। 'কঙ্কাল কথা বলতে পারে না।'

'ঠিক বলেছ। আর ভূতেরও কোন অস্তিত্ব নেই। তবে ভুলে যেয়োনা কোন শহরে তুমি বাস করছ। এ ভুতুড়ে শহরে সবই সম্ভব। ক্যাপ্টেনের কঙ্কাল আর বাতিঘরের ভূতটা যদি ঝগড়া শুরু করে দেয়, আমি একটুও অবাক হবো না। এরকম ঘটনা তো এখানে এটাই প্রথম নয়।'

হাই তুলল অ্যাডাম। 'ঠিক আছে তুমি যখন বলছ এটাকে সঙ্গে নিয়ে যাই। আর কিছু না হোক মি. স্পাইনিকে তো দিতে পারব।' বাবুর এয়ার ট্যাংকের দিকে ইশারা করল। 'আমার জন্য এক্সট্রা কোন ট্যাংক আনো নি?'

'না। তোমার ট্যাংক লাগবে না। একটা দিয়েই কাজ হবে।'

'সমস্যা হবে না?' জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম।

'দু'জনে একসঙ্গে নিঃশ্বাস নিলে সমস্যা হবে না,' আবার কংকালের দিকে তাকাল ঘড়িয়াল বাবু। 'আর ওর তো বাতাসের দরকারই নেই।'

চোদ্দ

অ্যাডাম বেঁচে আছে দেখে খুশিতে নাচতে শুধু বাকি রাখল স্যালি আর নেলি। ওদের আনন্দ দেখে খুবই অবাক অ্যাডাম। ও পাথর বেয়ে ওপরে উঠে আসছে, লক্ষ করল দু'টি মেয়ের চোখেই জল। স্যালি অবশ্য দ্রুত তার চোখ মুছে ফেলল। অ্যাডামের মনটাও ফুরফুরে হয়ে গেল জেনে ও মারা গেলে ওর বন্ধুরা ওকে খুব মিস করত। যাক হিরোগিরির একটা পুরস্কার অন্তত: আছে। তবে ও মেয়েদের কাছ থেকে চুম্বন জাতীয় কিছু আশা করছিল না।

'আমি না থাকলে এতক্ষণে তুমি মাছের খাবার হিসেবে সাগরতলে পড়ে থাকতে,' বলল স্যালি। 'আমিই হিসেব কষে বের করেছি তোমাকে কোথায় পাওয়া যেতে পারে।

আমি এক মুহূর্তের জন্যও আশা হারাইনি যদিও নেলি আর ঘড়িয়াল বাবু তোমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার প্ল্যান করছিল।'

'মিথ্যা কথা,' প্রতিবাদ করল নেলি। 'আমি মন থেকে বিশ্বাস করতাম অ্যাডাম এ বিপদ কাটিয়ে উঠবেই।'

'হুঁ, এজন্যই তো বাতাসের বদলে লাফিং গ্যাসের ট্যাংক নিয়ে এসেছ,' বলল স্যালি।

খুবই অপমানবোধ করল নেলি। 'খুলি আর আড়াআড়ি হাড়ের ছবিঅলা ট্যাংকটা তুমিই কিন্তু দেখিয়ে দিয়েছিলে।'

'হাড়ের প্রসঙ্গে বলছি,' ক্যাপ্টেন পিলারের কংকালটা দাঁড়া করাল ঘড়িয়াল বাবু, 'এ জিনিসটা জাহাজে খুঁজে পেয়েছে অ্যাডাম। ভয় নেই, নেলি, এটা তোমার ভাইয়ের কংকাল নয়।'

'সে তো দেখেই বোঝা যায়,' বলল নেলি। কংকালটার দিকের তাকিয়ে বমি বমি ভাব হলো। কংকালটার গা ভর্তি সামুদ্রিক আগাছা, একটা চোখের শূন্য কোটর থেকে বেরিয়ে এল খুদে একটি কাঁকড়া। 'আমার ভাইয়ের কোন খোঁজ পাও নি?' মৃদু গলায় প্রশ্ন করল ও।

'না,' জবাব দিল অ্যাডাম। 'আমরা আসলে ভুল ভূতের পেছনে তাড়া করেছিলাম। বাতিঘরে আবার খোঁজ চালাতে হবে।'

'কিন্তু একবার তো সার্চ করলামই,' আপত্তির সুরে বলল নেলি। 'নিলকে পেলাম না তো!'

'আমরা কিন্তু জায়গাটা খুব ভালোভাবে সার্চ করিনি,' বলল অ্যাডাম। 'টপ ফ্লোরের মাথায় যদি কোন চিলেকোঠার ঘর থাকে?'

মাথা ঝাঁকিয়ে বাতিঘরের মাথার দিকে তাকাল ঘড়িয়াল বাবু। 'সার্চলাইটের ওপর ছোট কোন ঘর থাকতেই পারে। অন্তত: এখান থেকে আমার সেরকমই মনে হচ্ছে।' হঠাৎ শিউরে উঠল সে। 'কিন্তু দিন ফুরিয়ে আসছে। আর খিদেও পেয়েছে। রাতে জম্পেশ একটা ঘুম দিয়ে, সকালে পেটপুরে নাস্তা খেয়ে তারপর কাল আবার নিল উদ্ধার অভিযানে বেরুনো যাবে।'

নেলি উত্তেজিত গলায় বলল, 'তোমার কি সত্যি মনে হয় কোন শয়তান ভূত আমার ছোট ভাইকে ওখানে বন্দী করে রেখেছে?' সে জিজ্ঞেস করল অ্যাডামকে। 'যদি তাই হয় তাহলে আমি ওকে আরেকটা রাত বন্দী হয়ে থাকতে দেব না।'

অ্যাডাম বলল, 'ঠিক আছে। গেলে এখনই চলো। কিছুক্ষণ পরে রাত হয়ে যাবে।'

'কংকালটাকে সঙ্গে নেবো?' জিজ্ঞেস করল ঘড়িয়াল বাবু।

'মাকড়সার জালের পাশে এটাকে ঝুলিয়ে রাখলে বেশ লাগবে,' বলল স্যালি।

'তোমার ইচ্ছা হলে নেবে,' বলল অ্যাডাম। 'এখন দয়া করে আমার পিঠ থেকে স্কুবা ইকুইপমেন্ট খুলে নাও।'

মেয়েরা রশি বেয়ে বেয়ে রওনা হয়ে গেল বাতিঘরের উদ্দেশে। বাবু আর

অ্যাডামের পরনে এখনও ওয়েট সুট বলে ওরা সাঁতার কেটে পথটুকু পার হলো। এবারে ওদের সঙ্গে ফ্ল্যাশলাইট আছে।

ওরা দল বেঁধে লাইটহাউজে ঢুকছে, স্যালি সবাইকে সাবধান করে দিল সূর্যাস্তের এ সময়টাতেই যত অলক্ষুণে এবং অশুভ ঘটনা ঘটে।

'এ শহরে ভূত দেখার জন্য তোমাদেরকে মাঝরাত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে না।'

ভেতরে ঢুকে স্বস্তি লাগছিল অ্যাডামের। কারণ জেটিতে অনেক ঠাণ্ডা। সে শীতে ঠকঠক করে কাঁপছিল। বাইরের তুলনায় লাইটহাউজের ভেতরটা বেশ গরম। ওর মন বলছে এবারে নিলের দেখা পাবে। বাতিঘরের পূর্ব অভিজ্ঞতা ওদেরকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। সেজন্য সঙ্গে সঙ্গে এখানে ফিরে আসেনি। কিন্তু সাগরতলের ভীতিকর পরিস্থিতি সামলে আসার পরে অ্যাডাম এখন যে কোন কিছু মোকাবেলা করতে প্রস্তুত।

দীর্ঘ, পেঁচানো সিঁড়ি বাইতে শুরু করল ওরা। গতবারের মতো এবারেও সিঁড়ি বেয়ে উঠতে বেশ পরিশ্রম করতে হলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা ঘেমে নেয়ে গেল। তবে কেউই থেমে বিশ্রাম নেয়ার অনুরোধ করল না। ঘড়িয়াল বাবু তার সঙ্গে কংকালটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আশ্চর্য হলেও সত্যি, ক্যাপ্টেনের মুঠোয় এখনও ধরা আছে হুইস্কির বোতল।

দশ মিনিট পরে ওরা ট্র্যাপডোরের সামনে পৌঁছাল। এ ট্র্যাপডোরের পরেই আপার লেভেল। ঘড়িয়াল বাবু হাত তুলল ওদেরকে থামতে বলার জন্য।

'একটা কথা সবাই মনোযোগ দিয়ে শোনো,' বলল সে। 'আবার যদি হঠাৎ করে সার্চলাইট জ্বলে ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে বুজে ফেলবে চোখ। আমরা আবার হুড়মুড়িয়ে একজন আরেকজনের গায়ের ওপর পড়তে চাই না। তাহলে হয়তো নিচেই ছিটকে পড়বে।'

ওরা আপার লেভেলে চলে এল। ঘড়িয়াল বাবু কংকালটা একপাশে রেখে সার্চলাইটের তারগুলো আবার পরীক্ষা করল। অন্যরা নিরীক্ষণ করল কাঠের সিলিং। গেলবার ছাত পরীক্ষা করার বুদ্ধি কারো মাথায় আসে নি। অ্যাডাম কাঠের গায়ে ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেলল।

'দেখে মনে হচ্ছে ওখানে একটা দরজা আছে,' ছাতের দিকে আঙুল বলল ও।

'কিন্তু ওখানে নাগাল পাবে কী করে?' জিজ্ঞেস করল স্যালি। 'আর দরজা থাকলে খুলবই বা কীভাবে? দরজায় হাতল বা ছিটকিনি কিছুই নেই।'

'আগে তো পরীক্ষা করে দেখি,' বলল অ্যাডাম। সে ঘড়িয়াল বাবুর কাঁধে টোকা মারল। 'চলো, ওই টেবিলটা ঠেলে এখানে নিয়ে আসি। তারপর টেবিলের ওপরে একটা চেয়ার রাখব।'

ছাতে চোখ বুলাতে বুলাতে বাবু বলল, 'তারপরও তুমি নাগাল পাবে না।'

'তোমার কাঁধে উঠে দাঁড়ালে নাগাল পাবো,' বলল অ্যাডাম।

ওর বুদ্ধি দেখে চমৎকৃত হলো ঘড়িয়াল বাবু। 'কিন্তু পা ফস্কে পড়ে গেলে নিজের ঘাড়টা তো ভাঙবেই, আমারটাও আস্ত রইবে না।'

'তবু ঝুঁকিটা নিতেই হবে,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল অ্যাডাম।

'ও আবারও নেলির কাছে হিরো হতে চাইছে,' বিড়বিড় করল স্যালি।

'আমি তোমার সঙ্গে চিলেকোঠায় যাবো, অ্যাডাম,' স্যালির দিকে একবার অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলল নেলি।

ওরা দুজনে মিলে টেবিলটা ঠেলে নিয়ে এল। বাবু এবং অ্যাডাম উঠে পড়ল টেবিলে, নেলি এবং স্যালি ওদের হাতে চেয়ার তুলে দিল। বাবু সাবধানে টেবিলের ওপর চেয়ার রেখে ওতে উঠে পড়ল। এক মুহূর্ত সময় লাগল ভারসাম্য রক্ষায়।

'তোমার ওজন কত?' জিজ্ঞেস করল সে অ্যাডামকে।

কাঁধ ঝাঁকাল অ্যাডাম। 'জানি না। তবে তোমার চেয়ে কম।'

'যদি উল্টে পড়ে যাও, আমার চুল খামচে ধরতে যেয়োনা কিন্তু,' বলল ঘড়িয়াল বাবু। আর ফ্ল্যাশলাইটটা কোমরের বেল্টে গুঁজে নাও।'

অ্যাডাম তা-ই করল। সে ঘড়িয়াল বাবুর দিকে তাকাল।

'তোমার কাঁধে চড়ব কী করে?'

'আমার পাশের চেয়ারে উঠে পড়ো,' বলল বাবু। অ্যাডাম চেয়ারে উঠল। 'গুড। এখন তোমার পা রাখো আমার হাতে। আমি তোমাকে তুলে ধরব। তবে সাবধান চুল ধরে টান মারবে না।'

'ব্যালান্স হারিয়ে ফেললে তোমার কান ধরতে পারব তো?' জানতে চাইল অ্যাডাম।

'পারবে,' বলল ঘড়িয়াল বাবু। 'তবে খুব জোরে টান দিও না। আমি ছেঁড়া কান সেলাই করার জন্য হাসপাতালে যেতে চাই না।'

'হরর টাউনের মূল হাসপাতালটি গোরস্তান থেকে মাত্র এক ব্লক দূরে,' বলল স্যালি। 'এর অবশ্য কারণও রয়েছে। এখানে যে সার্জনটি কাজ করে তার কাজই হলো মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্পেয়ার পার্টস নিয়ে টানাটানি করা। যখনই সে অপারেশন করে মানুষের শরীরের স্পেয়ার পার্টস রেখে দেয়ার চেষ্টা করে। ক্রেগ নামে একটা ছেলেকে চিনি আমি, আমার স্কুলে পড়ে। সে এই হাসপাতালে গিয়েছিল টনসিল অপারেশন করতে। আর সার্জন কিনা অপারেশন করল তার ফুসফুস। সে একটা ফুসফুস কেটে রেখে দিয়েছে। তারপর থেকে ক্রেগের নাম হয়ে গেছে ফুসফুসহীন ক্রেগ।'

'এই সার্জনের নাম কী?' জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম। সে যদি কখনও অসুস্থ হয়ে পড়ে তার বাবা মা যেন ভুলেও ওই লোকের কাছে না যায় সে জন্য নামটা জেনে নিতে চাইছে ও।

'ডা. জোনাথন স্মিথ,' বলল স্যালি। 'তবে হাসপাতালের লোকজন তাকে ডা. রিপার বলে ডাকে।'

'আমরা এসব গল্প পরে শুনি?' বলল নেলি। 'এখন একটু কাজ করি?'

রেগে গেল স্যালি। 'তুমি তো আর এখানে বেশিদিন হয়নি এসেছ। তাই হরর

টাউনের ইতিহাস কিছুই জানো না। কিছু ইতিহাস জেনে রাখলে আখেরে তোমারই লাভ। বেঘোরে প্রাণটা হারাতে হবে না। মনে আছে একবার এই ডাক্তার-'

'আমি যাচ্ছি,' বাধা দিল অ্যাডাম। 'রেডি, ঘড়িয়াল বাবু?'

পনেরো

দুই হাত একত্রে বাঁধল ঘড়িয়াল বাবু অ্যাডামকে পা রাখতে দেয়ার জন্য। 'রেডি : এরপরে তুমি আমার কাঁধে চড়ে বসবে, সিলিং ধরে ফেলবে। তাহলে আর পড়ে যাওয়ার ভয় থাকবে না।'

অ্যাডাম ইতস্তত: করে বলল, 'তোমার সর্দিটর্দি হয়নি তো? হাঁচি টাচি দেবে না তো?'

'না।'

'গুড।'

ঘড়িয়াল বাবুর জোড়বাঁধা হাতে এক পা রাখল অ্যাডাম। ওকে তুলে ধরল বাবু। সঙ্গে সঙ্গে অপর পা দিয়ে বাবুর কাঁধে উঠে পড়ল অ্যাডাম। এক মুহূর্তের জন্য বিপজ্জনকভাবে ঝাঁকি খেল ও, ভাবছিল পড়েই যাবে। মেঝেটা অকস্মাৎ মনে হলো অনেক দূরে। কিছুক্ষণ আগে ও পানিতে ডুবে মরতে যাচ্ছিল আর এখন পড়ে গিয়ে বুঝি হাড়গোড় ভেঙে মরবে, আতংকিত হয়ে উঠল অ্যাডাম।

'সিলিং ধরো,' চেঁচাল ঘড়িয়াল বাবু।

শূন্যে ডান হাত ছুড়ল অ্যাডাম। স্পর্শ করল সিলিং। কিন্তু খামচে ধরার মতো কোন ফাটল বা গর্ত পেল না। ভীষণ মসৃণ কাঠ। তবে ঘড়িয়াল বাবুর পরামর্শ মতো সিলিংয়ে হাত ঠেসে ধরে থাকল ও। ফিরে পেল ভারসাম্য।

হাঁপাতে হাঁপাতে বলল অ্যাডাম, 'আরেকটু হলেই পড়ে যাচ্ছিলাম।

'তোমাকে বাটটু দেখালে কী হবে ওজন কম না!' অসন্তোষে বিড়বিড় করল ঘড়িয়াল বাবু।

'আমার ওজন মোটেই বেশি নয়,' আপত্তি জানাল অ্যাডাম।

'তোমাকে বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারব না,' ওকে সতর্ক করে দিল বাবু। 'জলদি খাঁজটাজগুলো পরীক্ষা করো। ভেতরে ঢোকার রাস্তাটাস্তা পাও কিনা দেখো।'

কোন কিছু পরীক্ষা করার সময় নেই অ্যাডামের। সে মসৃণ ছাতের দুটো খাঁজের মাঝখানে হাত দিয়ে ধাক্কা দিতেই এক মিটার সমান চওড়া একটা প্যানেল ওপর দিকে উঠে গেল। প্যানেলের কিনারা এক হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে অপর হাতে ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেলল হাঁ করা গর্তের মধ্যে।

'কিছু দেখতে পাচ্ছ?' উদ্বেগ নিয়ে জানতে চাইল নেলি।

'অন্ধকার ছাড়া কিছু দেখতে পাচ্ছি না,' জানাল অ্যাডাম।

'ওখানে না গিয়ে কিছু বোঝা যাবে না।'

'সাবধান।' ফিসফিস করে বলল নেলি।

'সাবধান হওয়ার সময় চলে গেছে,' মুখ বেজার করে বলল স্যালি।

বেল্টের ফাঁকে ফ্ল্যাশলাইট গুঁজে নিল অ্যাডাম। ঘড়িয়াল বাবুকে নড়াচড়া করতে মানা করে মুক্ত দুই হাত দিয়ে প্যানেলের দুই কিনার ধরল। তারপর মনে মনে এক দুই তিন বলে হাতের ওপর পুরো ওজন চাপিয়ে দিয়ে ঘড়িয়াল বাবুর কাঁধের ওপর থেকে টেনে তুলল শরীর। তবে গর্তের মধ্যে পা নিয়ে যেতে পারল না। নিচে কোন অবলম্বন না থাকায় শূন্যে পা ছুঁড়তে লাগল। ঘড়িয়াল বাবু চেয়ার থেকে টেবিলে নেমে দাঁড়িয়েছে।

'তুমি আমাকে এভাবে ছেড়ে চলে গেলে কেন?' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল অ্যাডাম, হাত দিয়ে প্যানেল ধরে রাখতে পারছে না।

'আমি ভেবেছি তুমি আমার মাথায় লাথি মেরে বসবে,' বলল বাবু।

'হাত ছেড়ে দিয়ো না, প্লীজ,' সভয়ে বলল নেলি।

'সুপরামর্শ,' বিদ্রুপের সুরে বলল স্যালি।

অ্যাডাম বুঝতে পারছিল সারারাত সে এভাবে ঝুলে থাকতে পারবে না। হাত ব্যথা হয়ে যাচ্ছে। বুক ভরে দম নিল ও, তারপর আবার নিজেকে ওপরে টেনে তোলার চেষ্টা করল। এবারে সে গর্তটার এক কিনারে একটা পা তুলে দিতে পারল। এই ভারসাম্যটুকুরই দরকার ছিল। পরমুহূর্তে ও অন্ধকার চিলেকোঠার মেঝেতে উঠে এল। ঘরটিতে কোন জানালা নেই, ফলে চাঁদ বা তারার আলো আসারও জো নেই।

'আমার ভাইকে পেলে?' নিচ থেকে হাঁক ছাড়ল নেলি।

'আগে একটু দেখতে দাও,' বলল অ্যাডাম। সে ঘরের চারপাশে ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেলল। মাত্র খুঁজতে শুরু করেছে এমন সময় একটা রকিং চেয়ারে বসা ভয়ঙ্কর দর্শন একটা কংকাল দেখতে পেল ও এক ঝলক। কংকালটা যেন লাফিয়ে এল ওর ওপর। এমন চমকে গেল অ্যাডাম, ভয়ের চোটে চিৎকার দিল, হাত থেকে ছিটকে গেল ফ্ল্যাশলাইট।

ফ্ল্যাশলাইটটা সিলিংয়ের ফাঁক দিয়ে পড়ে গেল নিচে তবে ঘড়িয়াল বাবু চট করে ওটাকে ধরে ফেলল।

'চিত্তাকর্ষক কিছু দেখতে পেলে?' নির্বিকার গলায় বলল স্যালি।

সিলিংয়ের গর্তের কোণা খামচে ধরে থাকল অ্যাডাম। কান পেতে শোনার চেষ্টা করছে কংকালটা ওর দিকে এগিয়ে আসছে কিনা। কিন্তু হৃৎপিণ্ড এমন ধড়াস ধড়াস করছে যে নিজের হৃৎপিণ্ড ছাড়া আর কিছুর শব্দ শুনতে পাচ্ছে না তো।

'কী হলো?' ব্যাকুল গলায় জিজ্ঞেস করল নেলি।

'এখানে একটা মরা মানুষ আছে,' অ্যাডামের গলা দিয়ে ব্যাঙের কর্কশ আওয়াজ বেরুল।

'অঃ।' বলল স্যালি।

'মরা মানুষটা কি তোমাকে হত্যা করার চেষ্টা করছে?' উদাস স্বরে জানতে চাইল

ঘড়িয়াল বাবু।

'জানি না,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল অ্যাডাম। স্রেফ ঘাড় ভেঙে যাওয়ার ভয় আছে, নইলে এখুনি গর্ত দিয়ে নিচে লাফিয়ে পড়ত ও। গর্তের কিনারা হাত দিয়ে খামচে ধরে থাকল, প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা করছে এই বুঝি হাড্ডিসার একটা হাত দুড়ুম করে এসে পড়ে ওর কাঁধে এবং পোয়াটেক মাংস ছিঁড়ে নেয়। কিন্তু লেটেস্ট নার্ভাস ব্রেকডাউনের শিকার হওয়ার এক মিনিট পরেও কিছুই ঘটল না দেখে সহজে নিঃশ্বাস নিতে পারল অ্যাডাম। কংকালটা নড়াচড়া করছে না।

'তোমার ওপর কি হামলা হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল স্যালি।

'আমি ঠিক আছি,' মিনমিনে সুরে জবাব দিল অ্যাডাম।

'ও ঠিক আছে,' স্যালি বলল অন্যদেরকে। 'ভয়ের চোটে অজ্ঞান হওয়া বাকি অথচ বলছে ও নাকি ঠিক আছে।'

'ফ্ল্যাশলাইটটা আমাকে ছুঁড়ে দিতে পারবে?' বাবুকে বলল অ্যাডাম।

'দিচ্ছি।' বলল বাবু। সে সাবধানে গর্তের ফাঁক দিয়ে ওপরদিকে ফ্ল্যাশলাইটটি ছুড়ে দিল। অ্যাডাম ওটা চট করে ধরে ফেলল। তারপর একটু ইতস্তত: করে আলো ফেলল কংকালের গায়ে। খুবই ভয়নাক দেখতে কংকালটা। মহিলা মানুষের কংকাল।

কংকালটার খুলিতে লেগে থাকা লম্বা চুলগুলো রশির মতো পাকানো। যেন কতগুলো খড়, সাদা রঙে চুবিয়ে রোদে শুকানো হয়েছে। তার পরনে শতচ্ছিন্ন, রং জ্বলা বেগুনি একটি ড্রেস। পোকামাকড় গত ত্রিশ বছর ধরে খুটে খুটে খেয়েছে কাপড়। যে চেয়ারে সে বসে আছে, দেখে মনে হয় যে কোন মুহূর্তে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়বে।

তবে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর তার চেহারা বা চেহারার ধ্বংসাবশেষ। মহিলার চোয়াল হাঁ হয়ে আছে। অল্প যে ক'টি দাঁত তখনও অবশিষ্ট সেগুলো ফেটে এবং ক্ষয়ে গেছে, ধূসর এবং হলুদ হয়ে আছে। চক্ষুহীন শূন্য কোটর কটমট করে তাকিয়ে আছে অ্যাডামের দিকে। কোটরের ভেতরটা অনেক গভীর, অন্ধকার এবং ভীতিকর। কংকালের ওপর থেকে জোর করে চোখ ফিরিয়ে নিল অ্যাডাম। কংকালটা যেন ওকে সম্মোহন করছিল।

অ্যাডাম বুঝতে পারল সে ইভলিন মেই'র দিকে তাকিয়ে ছিল।

এ মহিলাই হরর টাউনের বাতিঘরের সর্বশেষ কেয়ারটেকার। হারিয়ে যাওয়া রিকের মা।

'আমার ভাইকে পেয়েছ?' আবার জিজ্ঞেস করল নেলি।

'আমি ওকে দেখতে পাচ্ছি না,' জবাব দিল অ্যাডাম। 'তবে-'

'তবে কী?' অ্যাডাম বাক্য শেষ করেনি দেখে জানতে চাইল স্যালি।

একপাশে মাথা কাত করল অ্যাডাম। 'কীসের যেন শব্দ শুনলাম।'

'কী?' সমস্বরে বলে উঠল সবাই।

'ঠিক বুঝতে পারছি না,' বলল অ্যাডাম। শব্দটা অস্পষ্ট তবে খুব দূরেও নয়। হুংকারের আওয়াজ নয়, কিন্তু কেমন ভীতিকর একটা শব্দ। যেন ক্ষুধার্ত কোন দানব খিদেয় গোঙাচ্ছে।

অ্যাডামের মনে হলো ও পায়ের শব্দ পেয়েছে। তবে তা এক সেকেণ্ডের জন্য মাত্র।

ফ্ল্যাশলাইটের আলো ছুড়ল অ্যাডাম চিলেকোঠায়। মিসেস মেই'র পাশে কেউ বা কিছু নেই। আর শব্দটাও শোনা যাচ্ছে না।

'হচ্ছে কী ওখানে?' অধৈর্য সুরে প্রশ্ন করল স্যালি।

'কিছু না,' বিড়বিড় করল হতভম্ব অ্যাডাম।

'কিছু ঘটছে না,' অন্যদেরকে বলল স্যালি। 'অথচ সে আমাদেরকে রহস্যের মধ্যে রেখে পাগল করার যোগাড়।'

'আমি ওখানে আসছি,' বলল নেলি।

'তোমার ওজন কত?' কাঁধ ঘষতে ঘষতে জিজ্ঞেস করল ঘড়িয়াল বাবু।

'তোমার আসতে হবে না, নেলি,' বলল অ্যাডাম। 'এখানে বদসুরত চেহারার একটা কংকাল আছে।'

'আর এখানে যেন খুবসুরত চেহারার একটা কংকাল আছে।' মন্তব্য করল স্যালি।

'আমি ওপরে যাবোই,' গোঁ ধরল নেলি।

ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল ঘড়িয়াল বাবু। 'তবে ব্যালান্স হারালে দয়া করে আমার কান বা চুল ছিঁড়ে নিও না যেন।'

সে এবং নেলি উঠে পড়ল চেয়ারে। ঘড়িয়াল বাবু ওকে সিলিংয়ের দিকে ঠেলে তুলে ধরল। আর ওপর থেকে অ্যাডাম ওকে হাত বাড়িয়ে টেনে তুলল। নেলি ধুলোভরা মেঝেয় অ্যাডামের পাশে বসল। মিসেস মেই'র গায়ে ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেলল অ্যাডাম। কংকালটা দেখে খাবি খেল নেলি।

'খুবই কুৎসিত।' ফিসফিস করল ও।

'মৃত্যুর পরে তোমার অবস্থাও এরকম হতে পারে,' বলে সিধে হলো অ্যাডাম।

আর তখন একসঙ্গে কয়েকটি ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটল।

ষোল

চিলেকোঠার ঘরের কাঠের দরজাটি ঠাস করে বন্ধ হয়ে গেল।

নেলি ওটা টেনে খোলার চেষ্টা করল।

কিন্তু ওটা শক্তভাবে বন্ধ হয়ে গেছে।

ওদিকে নিচে, স্যালি এবং ঘড়িয়াল বাবুর পাশে, নড়তে শুরু করল প্রকাণ্ড সার্চলাইট। ওটার মাথা ক্রমে খাড়া হয়ে যাচ্ছে, সিলিংয়ের দিকে।

'হচ্ছে কী?' চিৎকার দিল স্যালি।

জ্বলে উঠল সার্চলাইট।

চোখ ধাঁধানো আলো। চোখে হাত দিয়ে টলতে টলতে পিছু হঠল স্যালি এবং ঘড়িয়াল বাবু। আলোটা এত জোরালো এবং শক্তিশালী, চিলেকোঠার দেয়াল ভেদ করে

ঢুকে পড়ল ভেতরে। তীব্র আলোর ঝলসানিতে অন্ধ হয়ে গেল নেলি এবং অ্যাডাম। যেন ওদের পায়ের নিচে অকস্মাৎ হাজির হয়েছে সূর্য। অ্যাডাম জড়িয়ে ধরল নেলিকে, টেনে নিয়ে এল নিজের কাছে।

'ট্র্যাপডোর খুলবে না!' জোরে চেঁচাল নেলি।

'তুমি কি ওটা বন্ধ করেছ?' অ্যাডামকেও চেঁচাতে হলো।

কারণ হঠাৎ শোনা গেল উচ্চকিত এক হুংকার।

যেন হাঁ হাঁ করে ছুটে আসছে সাগরের বাতাস।

কিংবা জেগে উঠেছে কোন ভূত। গর্জন করছে সে।

'না!' বলল নেলি। 'ওটা নিজে থেকে বন্ধ হয়ে গেছে।'

'বাবু!' হাঁক ছাড়ল অ্যাডাম। হাঁটু মুড়ে বসে ট্র্যাপডোর ধরে টানাটানি করতে লাগল। কিন্তু ওটা শক্তভাবে এঁটে গেছে। সামান্য নড়ল না পর্যন্ত। যেন বাইরে থেকে পেরেক মেরে দেয়া হয়েছে। 'স্যালি!'

ওরা সাড়া দিল না। হয়তো সাড়া দিয়েছে কিন্তু বাতাসের তীব্র হুংকার গিলে খেয়েছে ওদের কণ্ঠ। চোখের ওপর হাত দিয়ে তবু চারদিকে তাকাল অ্যাডাম। ও জানে বাতাস এরকম শব্দ করতে পারে না। বাতাসের শব্দ হচ্ছে অথচ চিলেকোঠার ঘরের ধুলো এক ফোঁটা উড়ছে না। বাইরে থেকে কোন বাতাসও ঢুকছে না ঘরে। শব্দটা অতিপ্রাকৃত এবং অপার্থিব। যে ভূতের খোঁজে ওরা এসেছে সে ভূতই নিশ্চয় এরকম হুংকার ছাড়ছে আর নেলি ভূতের কংকালটাকে কুৎসিত বলাতেই বোধহয় এরকম ক্ষেপে গেছে।

ভূতটা জীবন ফিরে পেয়েছে।

কংকালের গায়ে সার্চলাইটের আলো পড়েছে, অ্যাডাম দেখল অদ্ভুত একটা আকার তৈরি হতে শুরু করেছে। আলো এবং ধুলো দিয়ে গড়ে উঠছে অদ্ভুত কাঠামোটা যেন কেউ হাত দিয়ে ওটাকে বানাচ্ছে। হুংকারের শব্দে এখন কানের পর্দা ফেটে যাওয়ার যোগাড়, তীক্ষ্ণ নিনাদের সঙ্গে চিলেকোঠার দেয়ালগুলোও এবারে থরথর করে কাঁপতে লাগল। অ্যাডাম এবং নেলির চোখের সামনে কংকালটার পাশে আবির্ভাব ঘটল থুত্থুরে বুড়ির।

না, কংকালটা অদৃশ্য হয়ে যায় নি। ভূত বুড়ির রক্তমাংসের শরীর ভেদ করে এখনও দিব্যি দেখা যাচ্ছে ওটা তবে হঠাৎই কংকালটাকে আর ভীতিকর লাগল না ওদের কাছে কারণ যে ভূতটা ওখানে হাজির হয়েছে সে দেখতে হাজার গুণ বেশি ভয়ঙ্কর।

বুড়ির ভূত বিকট বেগুনি চোখ মেলে ওদের দিকে তাকিয়ে রইল। তার ভীষণ চোখ থেকে যেন শীতল আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে। দুই হাত তুলল সে। হাত নয়, থাবা। চামড়ায় অসংখ্য ভাঁজ খাওয়া বিকট দর্শন দুটো থাবা। আঙুলের ডগা দিয়ে বেরিয়েছে বাঁকানো, ক্ষুরধার লম্বা লম্বা নখ। নখরযুক্ত ভয়ানক থাবাদুটো দেখে আর্তনাদ করে উঠল নেলি। ওই হাত সে আগেও দেখেছে।

'ওই ভূতটাই আমার ভাইকে চুরি করেছে!' চিৎকার দিল নেলি।

'তাতে অবাক হচ্ছি না,' খাবি খাওয়ার মতো শব্দ করল অ্যাডাম। সে একহাতে নেলিকে জড়িয়ে ধরে কাছে টানল। ভূতটা চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়েছে। ওটা চিলেকোঠার চারপাশে একবার চোখ বুলাল। তারপর ক্রুদ্ধ দৃষ্টি স্থির হলো অ্যাডাম আর নেলির ওপর। ওদের দিকে কদম বাড়াল সে। অ্যাডামের বাহুডোরে বন্দী নেলি প্রবলভাবে কেঁপে উঠল। অ্যাডামও ভয় পেয়েছে।

'তোমার কী মনে হয় ওটা কী চায়?' মুখ দিয়ে হাঁপিয়ে ওঠার মতো শব্দ করল নেলি।

'আমাদের একজনকে,' ফিসফিস করল অ্যাডাম। 'কিংবা হয়তো দু'জনকেই।'

এমন সময় একটা বাচ্চা ছেলের চিৎকার শুনতে পেল ওরা।

ওদের মাথার ওপর থেকে এসেছে চিৎকারটা।

তার মানে চিলেকোঠার ঘরটির আরেকটি চিলেকোঠা আছে।

'নিল!' চেঁচাল নেলি। 'ওটা নিশ্চয় আমার ভাই।' সে অ্যাডামকে ছেড়ে দিয়ে ভূতটার দিকে ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে এগিয়ে গেল। 'কুৎসিত বুড়ি ভূত,' গলা ফাটাল নেলি। 'আমার ভাইকে ফিরিয়ে দে।'

'ওকে তুই তোকারি কোরো না,' পরামর্শের সুরে বলল অ্যাডাম। 'মোলায়েম গলায় বলো।'

কিন্তু রাগে অন্ধ হয়ে গেছে নেলি। মাথার ওপরে ওর ভাই কান্নাকাটি করছে, পা ঠুকছে সিলিংয়ে। তখন একটা মই চোখে পড়ল অ্যাডামের। সিলিংয়ের সঙ্গে আটকানো। সন্দেহ নেই দ্বিতীয় চিলেকোঠার ঘরটিতে ওঠার জন্য এ মইটি ব্যবহার করা হতো। কিন্তু মইয়ের কাছে যাবে কী করে অ্যাডাম? তার আর মইয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে ভূতটা। আর তার চেহারাসুরত মোটেই সুবিধের মনে হচ্ছে না। নেলি একটা আঙুল তুলে ভূতের মুখের সামনে নাড়ল।

'ওকে ধরে নিয়ে যাওয়ার কোন অধিকার তোমার ছিল না,' বলল সে। 'ও তো তোমার কোন ক্ষতি করেনি।' থামল নেলি, সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে হাঁক ছাড়ল। 'আমরা আসছি, নিল!'

'ওটাকে ঘরের অন্যপাশে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করো,' নেলিকে বলল অ্যাডাম।

ঘাড় ঘুরিয়ে ওর দিকে তাকাল নেলি, 'কেন?'

'যা বললাম করো,' বলল অ্যাডাম। 'পরে ব্যাখ্যা দেব। ওটাকে অন্যত্র ব্যস্ত রাখো।

বুঝতে পারার ভঙ্গিতে মাথা দোলাল নেলি, ফিরল ভূতের দিকে। ওটাকে খুবই রাগান্বিত লাগছে তবে কী করবে যেন বুঝে উঠতে পারছে না। নেলি অ্যাডামের ডান দিকে চলে এল। ভূত অনুসরণ করল ওকে। অ্যাডাম বাম দিকে পা বাড়াল।

'নিলকে ছেড়ে দাও তাহলে আর আমি তোমার বিরুদ্ধে আদালতে ক্রিমিনাল মামলা করব না,' ভূতকে বলল নেলি। 'আমরা সবকিছু ভুলে যাবো। ভান করব যেন কিছুই ঘটেনি।'

ভূতটার মনোযোগ এখন নেলির ওপর। নেলি যেদিকে নড়ছে, সেও সেদিকে যাচ্ছে। এ সুযোগটাই কাজে লাগাল অ্যাডাম। লাফ মেরে সে এগিয়ে গেল সামনে এবং মইয়ের একটা পাশ মুঠো করে ধরল। মইটি ভাঁজ করা। ধাপগুলো খোলার সময় কোন আওয়াজ পর্যন্ত করল না। বিজয় উল্লাস অনুভব করল অ্যাডাম। ও যদি দ্বিতীয় চিলেকোঠায় উঠতে পারে তাহলে নিলকে নিয়ে পগারপার হবে। সে মইটা মেঝেয় নামাল। ধাপ বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করল। ওপরে ধাতব ছিটকিনিসহ আরেকটা ট্র্যাপডোর দেখতে পেল ও। তবে এ ট্র্যাপডোরটি খুলতে কোন বেগ পেতে হলো না।

ট্র্যাপডোরটা প্রায় পুরোটা খুলে ফেলেছে অ্যাডাম, আর কয়েক ধাপ পেরুলেই সে নিলের কাছে পৌঁছে যাবে। কিন্তু ভূতটা তো আর অন্ধ নয়। সে ঠিকই অ্যাডামের কাণ্ড দেখে ফেলেছিল।

অ্যাডাম টের পেল ওর পায়ের গোড়ালি খপ করে চেপে ধরেছে শক্ত একটা হাত। হাতটাতে খুব জোর।

নিচে তাকাল সে, যদিও কীসে ওর পা চেপে ধরেছে ঠিক দেখতে চাইছিল না।

জ্বলন্ত চক্ষু মেলে ওর দিকে তাকিয়ে আছে ভূতটা। বেগুনি চোখের মণি থেকে যেন ঠিকরে বেরুচ্ছে আগুন। ওটার গলা দিয়ে বেরিয়ে এল চাপা গর্জন। অ্যাডাম টের পেল ও সিঁড়ি থেকে পড়ে যাচ্ছে। ভূতটা ওর পা ধরে টান মেরে সরসর করে নামিয়ে দিচ্ছে সিঁড়ি থেকে। দড়াম করে মেঝেতে আছাড় খেল অ্যাডাম। শরীরের ডানপাশে ব্যথায় যেন আগুন ধরে গেল। বন্ধ হয়ে এল নিশ্বাস। সামলে ওঠার আগেই ভূতটা ঝাঁপিয়ে পড়ল ওপর ওপর। বুড়ি হলে কী হবে, গায়ে অসম্ভব জোর প্রেতিনীর।

ওর হাত চেপে ধরে এক ঝটকায় মেঝে থেকে টেনে তুলল ভূতটা। এক মুহূর্তের জন্য ওটার মুখের সামনে মুখ চলে এল অ্যাডামের। বিকট গন্ধ আসছে বুড়ির মুখ থেকে। সে ঝট করে মাথাটা পেছন দিকে সরিয়ে নিল, হাঁ করল মুখ। গলা থেকে বেরিয়ে আসা তীব্র হুংকার আবার কাঁপিয়ে দিল চিলেকোঠা।

'আমরা বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে পারি,' বলল অ্যাডাম। 'দু'পক্ষেরই যাতে লাভ হয় তেমন ফলপ্রসূ কোন আলোচনায় বসতে পারি।'

কিন্তু কথা বলার মুডে নেই প্রেতিনী। সে অ্যাডামকে টানতে টানতে দেয়ালের কাছে নিয়ে গেল। প্রচণ্ড এক লাথিতে ভেঙে ফেলল দেয়াল। মস্ত একটা গর্ত তৈরি হয়েছে ওখানে। গর্ত দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে হু হু করে। আবার লাথি মারল ভূত। দেয়ালের আরেকটি বড় অংশ ধসে পড়ল। ভূতটা গর্তের মধ্যে ঠেলে দিল অ্যাডামকে। ওর অনেক নিচে-কমপক্ষে ত্রিশ মিটার নিচে-এবড়ো খেবড়ো পাথরের গায়ে আছড়ে পড়ছে বড় বড় ঢেউ। বাতাসে চুল উড়ছে অ্যাডামের। ভূতটা আলগা করতে লাগল মুঠো। এভাবেই তাহলে মরণ লেখা ছিল আমার কপালে, ভাবল অ্যাডাম। এত ওপর থেকে পড়লে কেউ বাঁচবে না।

'অ্যাডাম!' তারস্বরে চিৎকার দিল নেলি।

পিশাচী ঠেলে ফেলে দিল অ্যাডামকে।

সতেরো

এদিকে নিজেদেরকে নিয়ে খুবই ব্যস্ত স্যালি এবং ঘড়িয়াল বাবু। সার্চলাইট প্রথমবার জ্বলে ওঠার পরে সাময়িকভাবে আধা অন্ধ হয়ে গিয়েছিলে ওরা। বাবু সাবধান করে দেয়ার পরেও ওরা একে অন্যের গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গিয়েছিল। এবারেও ট্র্যাপডোরের ফাঁক দিয়ে প্রায় ছিটকে যাচ্ছিল স্যালি। ঘড়িয়াল বাবু ওকে সময় মতো ধরে ফেলেছিল বলে রক্ষা। ওরা ঠিক করল ট্র্যাপডোর বন্ধ করে দেবে।

'ঘটনা কী?' জিজ্ঞেস করল স্যালি। 'ওই হুংকারের শব্দটা কীসের?'

'মনে হয় ভূতটা জেগে গেছে,' বলল বাবু, চোখের সামনে একটা হাত তুলে রেখেছে আলোর তীব্র ছটা ঠেকাতে।

ওপরে চিৎকার চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছে তবে কে কী বলছে বোঝা যাচ্ছে না। 'অ্যাডামকে রক্ষা করতে হবে,' চেঁচাল স্যালি।

'আর নেলি?' জিজ্ঞেস করল বাবু।

'ওকেও,' জবাব দিল স্যালি। 'চলো জলদি টেবিলে উঠে পড়ি।'

'না,' ওকে বাধা দিল ঘড়িয়াল বাবু। 'পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে ওপরেই আছে ভূতটা। ওরা ফাঁদে পড়েছে। আমরা এখন ওপরে গেলে আমরাও ফাঁদে পড়ব।'

'তুমি একটা ডরপুক,' বলল স্যালি। 'ওদেরকে আমরা এভাবে ফেলে যেতে পারি না।'

'আমি বলছি না যে ওদেরকে ফেলে যাবো,' বলল ঘড়িয়াল বাবু। 'ভূতটা নিশ্চয়ই খুব শক্তিশালী। নইলে জেটি থেকে নিলকে এভাবে তুলে নিয়ে যেতে পারত না। ভূতের শক্তির মূলে আমাদের আঘাত হানতে হবে।'

'শক্তির মূলটা কী?' জানতে চাইল স্যালি।

চোখ অন্ধ করে দেয়া অত্যুজ্জ্বল আলোটার দিকে ইঙ্গিত করল বাবু। 'এটা। ভূতটার যখনই আবির্ভাব ঘটে, জ্বলে ওঠে সার্চলাইট।'

'ঠিক বলেছ!' চেঁচিয়ে উঠল স্যালি। 'চলো, সার্চলাইটের বাল্বগুলো ভেঙে ফেলি।'

শুনতে সহজ মনে হলেও কাজটা করা মোটেই সহজ নয়। সমস্যা হলো, ঘড়িয়াল বাবু চেয়ার তুলে নিয়ে সার্চলাইট ভাঙতে গেল বটে কিন্তু ওটার কাছেই এগোতে পারল না। আলোকরেখায় বাধা পেল চেয়ার যেন একটা ফোর্স ফিল্ডে আঘাত হেনেছে। ঘড়িয়াল বাবুর হাতে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল চেয়ারটা, ভাঙা অংশগুলো চারপাশে ছিটকে পড়ল। ধাক্কার চোটে পিছিয়ে গেল বাবু, হুমড়ি খেয়ে পড়েই যেত যদি না ওকে ধরে ফেলত স্যালি।

'সার্চলাইটটাও মনে হয় ভুতুড়ে,' বলল ও।

সিধে হলো ঘড়িয়াল বাবু। মাথা ঝাঁকাল। 'তবে ওটাকে বিকল করা সম্ভব। মনে আছে অ্যাডাম বলেছিল নিচতলার স্টোর রুমে কেরোসিনের ক্যান আছে? আমি দেখার

সুযোগ পাইনি তবে আমার ধারণা এ সার্চলাইট বাতিঘরের ভেতরের কোন জেনারেটরের সাহায্যে চলে। হয়তো জেনারেটরটা ওই স্টোর রুমেই আছে। আর সম্ভবত : কেরোসিনে চলে। সার্চলাইটের তার সোজা চলে এসেছে ফ্লোরের নিচ দিয়ে। আমি জানি শহর থেকে এ বাতিঘরে কোন বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয় না। কারণ তারগুলো এমন পচে গেছে, বিদ্যুৎ সরবরাহ করার অবস্থায় নেই।'

'তুমি তাহলে এখন কী করবে?' জানতে চাইল স্যালি।

'নিচে গিয়ে ধ্বংস করব জেনারেটর। তাহলেই সার্চলাইট অফ হয়ে যাবে এবং ভূতটার নর্তন কুর্দনও বন্ধ হবে।'

'ঠিক বলেছ,' ওকে সায় দিল স্যালি। 'কিন্তু আমি কী করছি?'

সিলিংয়ের দিকে তাকাল ঘড়িয়াল বাবু। ওখানে বড্ড বেশি হট্টগোলের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। ভূতটার সঙ্গে অ্যাডাম আর নেলির মারামারি বেঁধে গেছে কিনা কে জানে!

'আমি জেনারেটর রুমে যাই এ ফাঁকে তুমি একটা কাজ করতে পারো,' বলল ও।

'কী কাজ?' সাগ্রহে জানতে চাইল স্যালি।

'লাইব্রেরির ওই লেখাটার কথা ভাবছিলাম আমি, ওখানে বাতিঘরের কেয়ারটেকারের নাম লিখেছে ইভলিন মেই। আর তার ছেলের নাম আমরা জানি রিক।'

'তো?'

'*ডেইলি ডিজাস্টার*-এর সাংবাদিকদের অবস্থা তো জানোই। তারা সবসময় নামের বানান লিখতে ভুল করে। হয়তো তারা 'K' অক্ষরটি লিখতে ভুলে গিয়েছিল। ধরো ইভলিন-এর পদবী ম্যাকেই।

চোখ পিটপিট করল স্যালি। 'যেমন নেলি ম্যাকেই?'

'হ্যাঁ। আমরা দোকান থেকে স্কুবা ইকুইপমেন্ট আনতে যাওয়ার সময় নেলি আমাকে বলেছিল তার বাবার নাম ফ্রেডরিক। তবে নেলির মা তাঁর স্বামীকে শুধু 'ফ্রেড' বলে ডাকতেন। কিন্তু নেলির দাদী যদি তাঁর ছেলেকে 'রিক' বলে সম্বোধন করতেন?'

বিস্ময় ফুটল স্যালির চেহারায়। 'তুমি কি বলতে চাইছ নেলির বাবা সে-ই ছেলেটা যে ত্রিশ বছর আগে সাগরে পড়ে ভেসে গিয়েছিল?'

'হ্যাঁ, আমি তা-ই বলতে চাইছি। লক্ষ করো নেলিরা এখন কোথায় থাকছে। তাদের বাবার বাড়িতে, বাতিঘরের ঠিক পাশেই।'

'ঠিক ধরেছ! নেলি নিশ্চয় ওই ভূতটার নাতনী। ঘড়িয়াল বাবু, তুমি একটা জিনিয়াস!'

'সে তো আমি আমার চার বছর বয়স থেকেই জানি।'

'এক মিনিট,' বলল স্যালি। 'কাগজে লিখেছে ওই ছেলেটা মানে রিকের আর কোন সন্ধান মেলেনি।'

'আর নেলি বলেছে তার বাবা এতিম হিসেবে বড় হয়েছিল। বাবা নিশ্চয় সাগরে ভেসে অনেকদূরে চলে গিয়েছিল। পরে কেউ তাকে উদ্ধার করে এবং দত্তক হিসেবে নেয়। এ কারণেই তার আর বাড়ি ফেরা হয় নি।'

'আর মিসেস ম্যাকেই মারা গেছেন তাঁর ছেলে জীবিত আছে না জেনেই,' আপনমনে মাথা দোলাতে দোলাতে বলল স্যালি। 'এজন্যই উনি মরার পরে এমন প্রতিহিংসাপরায়ণ ভূত হয়েছেন।'

'এবং তিনি মৃত্যুর পরেও আর বাতিঘর ছেড়ে কোথাও যান নি,' মন্তব্য করল ঘড়িয়াল বাবু।

স্যালির সন্দেহ তবু যায় না। 'কিন্তু ফ্রেডরিকের তো বড় হয়ে তার মায়ের বাড়ির দখল নিতে ফিরে আসার কথা। সে বাড়িটির অবস্থান জানত।'

'হরর টাউনের স্মৃতি হয়তো বহু পরে তার মনে পড়েছে।' বলল বাবু। 'তাই আর আসেনি।'

সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল স্যালি। 'হয়তো তার দত্তক বাবা-মা ওপরতলার শয়তান বুড়ির চেয়ে ভালো ছিল। তাই সে আর এখানে ফিরতে চায়নি।'

'হরর টাউনের মতো ভুতুড়ে শহরে কে-ই বা আহলাদ করে ফিরতে চায়?' বলল ঘড়িয়াল বাবু।

এমন সময় মাথার ওপরে দুড়ুম করে একটা শব্দ হলো। যেন মেঝেয় ছিটকে পড়েছে কেউ।

'তুমি জেনারেটর রুমে যাও,' ঘড়িয়াল বাবুকে বলল স্যালি। 'আমি ভূতটাকে সামলাচ্ছি।'

আঠারো

দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল ঘড়িয়াল বাবু। চিলেকোঠার ঘরে যাওয়ার অন্য কোন প্রবেশপথ খুঁজতে থাকল স্যালি। বাইরে, জানালার ওপাশে, সার্চলাইটের আলোয় কাঠের একটি ব্যালকনি দেখতে পেল ও। ব্যালকনিটি আগেও একবার বাইরে থেকে চোখ পড়েছিল স্যালির তবে এতসব উত্তেজনার মাঝে ওটার কথা ভুলেই গিয়েছিল। চিন্তা করল ব্যালকনির রেইল বেয়ে উঠে ওখান থেকে চিলেকোঠার ঘরে ঢোকার চেষ্টা করবে কিনা। চেষ্টা করলে হয়তো একটা ফল পাওয়া যাবে, ভাবল ও।

চেয়ারটা দু'হাতে তুলে ধরে দুম করে জানালায় বাড়ি মেরে বসল স্যালি। জানালার কাঁচ ভেঙে গেল। ফাঁক গলে সহজেই ব্যালকনিতে পা রাখতে পারল ও। এমন সময় ব্যালকনির দিকে একটা দরজা চোখে পড়ল। জানালাটা না ভাঙলেও চলত, ভাবল স্যালি।

ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে গার্ড রেইল পরীক্ষা করে দেখছে ওটা ওর ওজন সইতে পারবে কিনা, এমন সময় ওপর থেকে গায়ে ঝুরঝুর করে খসে পড়ল প্লাস্টার এবং কাঠ। দেয়াল ভেঙে ফেলার শব্দও শুনল। ঘুরল স্যালি। অবাক হয়ে গেল দেখে বাতিঘরের দেয়ালের ফোঁকর দিয়ে উড়ে বেরিয়ে এসেছে অ্যাডাম এবং ওর পাশ দিয়ে ছিটকে পড়ে যাচ্ছে নিচে।

ঝট করে হাত বাড়িয়ে খপ করে অ্যাডামের একটা বাহু চেপে ধরল স্যালি। ব্যালকনির ধারে ঝুলতে লাগল অ্যাডাম, মাটি থেকে ত্রিশ মিটার উঁচুতে।

'অ্যাডাম!' চিৎকার দিল স্যালি,এক হাতে অ্যাডামকে ধরে রাখতে জান বেরিয়ে যাচ্ছে। 'তুমি এখানে কী করছ?'

অ্যাডাম ওর দিকে মুখ তুলে তাকাল, ভয়ে-আতংকে গোল্লা গোল্লা চোখ। 'আমি ভেবেছি বুঝি মারাই গেলাম,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল ও। 'আমাকে জলদি টেনে তোলো।'

'চেষ্টা করছি। তুমি অনেক ভারী।'

'জানি। বেঁটে মানুষদের ভর বেশি।'

কীভাবে কীভাবে যেন স্যালি অ্যাডামকে ব্যালকনিতে টেনে তুলল। ব্যালকনির মেঝেয় পা রাখল অ্যাডাম। তারপর রেইলিং টপকাতে বিশেষ কসরত করতে হলো না। বেদম হাঁপাচ্ছে ও। মুখ হাঁ করে শ্বাস নিচ্ছে। সেই ফাঁকে স্যালি ভূতটার সঙ্গে নেলির সম্পর্কের কথা খুলে বলল। ঘড়িয়াল বাবু যে ওদের দুজনের সম্পর্কটা আবিষ্কার করেছে সে কথা বেমালুম চেপে গিয়ে নিজের ক্রেডিট নিল স্যালি। খবরটা শুনে চমকে গেল অ্যাডাম। ঘড়িয়াল বাবু কোথায়, কী উদ্দেশে গেছে তাও জানাল স্যালি। অ্যাডাম বাতিঘরের গর্তের দিকে হাত তুলে ইঙ্গিত করল। ওই গর্ত দিয়েই ভূতটা ওকে একটু আগে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল।

'আমাদেরকে ওখানে যেতে হবে,' বলল সে। 'নইলে ভূতটা নেলিকে মেরে ফেলবে।'

'নেলির গায়ে অনেক জোর। ও একাই ভূতটাকে সামাল দিতে পারবে।'

'স্যালি!'

'ঠাট্টা করছিলাম। নিলের কোন খোঁজ পেলে?'

'হ্যাঁ। এই চিলেকোঠার ওপরে আরেকটা চিলেকোঠার ঘর আছে। ওখানে বন্দী হয়ে আছে নিল। এখন চলো যাই। কথা বলে নষ্ট করার সময় নাই।'

অ্যাডাম রেইলিংয়ের ওপর উঠে পড়ল। সেখান থেকে হেঁটে দেয়ালের গর্তের ধারে পৌঁছাতে তার একটুও বেগ পেতে হলো না। তবে স্যালি অ্যাডামের পেছন পেছন যেতে পারল না। কারণ রেইলিং-এ হাঁটার সময় ওর ব্যালান্স রক্ষায় সাহায্য করার জন্য কেউ নেই।

'তুমি ভূতটার সঙ্গে কথা বলো,' অ্যাডাম গর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, পেছন থেকে হেঁকে বলল স্যালি। নিজের জায়গায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল এ আশায় ভূতটা আবার অ্যাডামকে খপ করে ধরে ফেলবে। অ্যাডাম সত্যি একটা ছেলে বটে!

চিলেকোঠার ভেতরে ঢুকে এক ভয়ানক দৃশ্য দেখতে পেল অ্যাডাম। ভূতটা চেপে ধরেছে নেলিকে, হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে মইটার দিকে। বোধহয় নিলের সঙ্গে নেলিকেও বন্দী করে রাখার মতলব। কিন্তু নেলি নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে প্রবল ধস্তাধস্তি করছে। সে টান মেরে বুড়ির মাথার একগোছা চুল ছিঁড়ে ফেলল। ভূতটা ব্যথা এবং রাগে ভয়ঙ্কর

গর্জন ছাড়ল। তার হুংকারে কানের পর্দা ফেটে যাওয়ার দশা। হুংকার ছাপানোর জন্য গলা চড়াতে হলো অ্যাডামকে।

'মিসেস ম্যাকেই,' চেঁচাল ও। 'আপনি যাকে ধরে রেখেছেন সে আপনার নাতনী নেলি ম্যাকেই।'

থেমে গেল ভূত, ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল অ্যাডামের দিকে। নেলিও।

'এই কুৎসিত ভূতটার সঙ্গে আমার কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকতে পারে না,' সরোষে বলল নেলি।

সামনে এগিয়ে গেল অ্যাডাম। 'তোমার বাবার নাম কী ছিল?'

'বলেছি তো তোমাকে,' বলল নেলি। 'ফ্রেডরিক ম্যাকেই। কেন?'

অ্যাডাম আরও কাছিয়ে এল, ভূতটাকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'আপনার ছেলের নাম কী ছিল, মিসেস ম্যাকেই?'

ভূতটা ছেড়ে দিল নেলিকে। পাথর মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল অ্যাডামের দিকে। তার চোখের আগুন নিভে আসছে। তার চেহারা হঠাৎ করেই আর ভীতিকর লাগল না। তার মুখ ঘিরে যে গা ছমছমে একটা আলো ছিল ওটার জ্যোতি কমে এল, সেখানে উষ্ণ হলুদ আলো জ্বলতে লাগল। অ্যাডাম কথা বলছে, সেই সঙ্গে থেমে গেল বাতাসের তীব্র হুংকার।

'আপনার ছেলের নাম ছিল ফ্রেডরিক ম্যাকেই,' ভূতের প্রশ্নের জবাব নিজেই দিল অ্যাডাম। 'পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে ডুবে যাওয়া জাহাজের ক্যাপ্টেন আপনার ছেলেকে চুরি করে নিয়ে যায় নি। তার কংকাল আমরা নিয়ে এসেছি। ওটা নিচে আছে। আপনার ইচ্ছে হলে নিজে তার সঙ্গে কথা বলতে পারেন। মাতাল হয়ে জাহাজ চালাতে গিয়ে ক্যাপ্টেনের জাহাজডুবি হয়। আপনার সার্চলাইটের আলো নিভে যাওয়ার জন্য এটা হয়নি। মনে হয় রিক এমনিই ভেসে গিয়েছিল। সাগরতীরে গিয়েছিল ও ঘুরতে, ঢেউ এসে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। আর বাড়ি ফিরতে পারেনি। তবে আমরা জানি ত্রিশ বছর আগে সাগরে ডুবে সে মারা যায়নি কারণ পরে সে বিয়ে করে, সংসারী হয়।' একটু বিরতি দিল ও। 'সত্যি বলছি, মিসেস ম্যাকেই, নেলি আপনার নাতনী।'

নেলির দিকে ফিরল ভূত। হাত বাড়াল ওর চুল ধরতে। কিন্তু কী ভেবে সন্দেহের ছাপ ফুটল চেহারায়, থেমে গেল মাঝপথে। অ্যাডাম বুঝল ওকেই এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।

'নেলি,' বলল ও। 'মিসেস ম্যাকেইকে কিছু বলো যা শুধু তাঁর আর তাঁর ছেলের জানার কথা ছিল।'

'কী বলব বুঝতে পারছি না,' বিড়বিড় করল নেলি। সিঁড়ি থেকে আধ মিটার দূরে দাঁড়িয়ে আছে সে ভূতটার সঙ্গে।

'এমন কিছু যা মিসেস ম্যাকেই তাঁর ছেলেকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন,' বলল অ্যাডাম। 'এমন কিছু যা তোমার বাবা তোমাকে পরে শিখিয়েছিলেন।'

নেলি একটু ভেবে বলল, 'আমার বাবা আমাকে একটা কবিতা শিখিয়েছেন। বাবা

বলতেন বাচ্চাকাল থেকেই কবিতাটি তার মুখস্ত। তবে কবিতাটি তাঁকে কে শিখিয়েছিল আমি জানি না।'

'কবিতাটি বলো,' ধমকে উঠল অ্যাডাম।

দ্রুত কবিতাটি আবৃত্তি করল নেলি।

The ocean is a lady.
She is kind to all.
But if you forget her dark moods,
Her cold waves, those watery walls,
Then you are bound to fall,
Into a cold grave,
Where the fish will have you for food

The ocean is a princess.
She is always fair.
But if you dive too deep,
Into the abyss, the octopus's lair,
Then you are bound to despair,
In a cold grave,
Where the sharks will have you for meat.

'এক্কেবারেই বাজে কবিতা,' আবৃত্তি শেষে মন্তব্য করল নেলি।

'মিসেস ম্যাকেই'র সামনে বাজে, কুৎসিত এসব শব্দ উচ্চারণ কোরো না তো,' বলল অ্যাডাম। লক্ষ করল অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে ভূতটাকে। কী যেন ভাবছে সে। অ্যাডাম মৃদু গলায় বলল, 'মিসেস ম্যাকেই, আপনি কি আপনার ছেলেকে এই কবিতাটি শিখিয়েছিলেন?'

আস্তে আস্তে মাথা দোলাল ভূত, তার গাল বেয়ে এক ফোঁটা অশ্রু পড়ল। তবে অশ্রু ফোঁটাটি জল দিয়ে তৈরি নয়, হিরের। সার্চলাইটের আলোয় ঝলমল করে উঠল ছোট্ট হিরকখণ্ডটি।

আবার নেলির দিকে ফিরল ভূত। এখন কী করা উচিত জানে অ্যাডাম। নেলিও বুঝতে পারছিল তার কী করা উচিত। সে ভূতের কাঁধে একটি হাত রাখল।

'উনি একজন গ্রেটম্যান ছিলেন, আমার বাবা,' ফিসফিসিয়ে বলল নেলি। 'খুব সুখী জীবন ছিল তাঁর। খুব চমৎকার একটি মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন। আমাদের মতো দুটি বাচ্চা পেয়েছিলেন,' মাথা নিচু করে ফেলল নেলি, তারও চোখে জল। 'আগুনে পুড়ে কিছুদিন আগে মারা গেছেন আমার বাবা।' ফুঁপিয়ে উঠল ও। 'আমি দুঃখিত। আমি জানি তুমি ওকে মিস করো। আমিও ওকে মিস করি।'

এমন সময় একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল ভূত। সে জড়িয়ে ধরল নেলিকে। না, তারচেয়েও বেশি করল সে, সান্ত্বনা দিল নেলিকে। নেলিও ভূতকে সান্ত্বনা দিল। বেশ কিছুক্ষণ ওরা একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে কাঁদল। যদিও ভূতের কান্না শুনতে পেল না অ্যাডাম।

তখন সার্চলাইটের জোরালো আলো কমে গিয়ে নিভু নিভু হয়ে এল।

নেলি এবং ভূত আলিঙ্গনমুক্ত হলো।

কদম বাড়ল অ্যাডাম। 'ঘড়িয়াল বাবু জেনারেটর ধ্বংস করে দিয়েছে। কেটে দিয়েছে পাওয়ার।' ভূতের দিকে তাকাল ও। 'আমি দুঃখিত। জানি না এতে আপনার কোন সমস্যা হবে কিনা। আমার বন্ধুরা শুধু আমাদেরকে রক্ষা করার চেষ্টা করছে।'

অ্যাডামকে অবাক করে দিয়ে হাসল ভূত, ডানে-বামে মাথা নাড়ল যেন এতে তার কোন অসুবিধা হবে না।

'জেনারেটর ধ্বংসে এর কিছু এসে যায় না,' বলল নেলি।

'মনে হয় সে আর এখানে থাকতেও চাইবে না।' ভূতের হাত চেপে ধরল ও, উত্তেজিত গলায় বলল, 'তুমি আমার বাবাকে দেখতে পাবে! তোমার ছেলে!'

ভূতের মুখের হাসিটি প্রসারিত হলো। শেষবারের মতো নেলিকে আলিঙ্গন করল সে এবং অ্যাডামের উদ্দেশ্যে মাথা ঝাঁকাল। যেন ওকে ধন্যবাদ বলল।

ঠিক তখন সার্চলাইট একদম নিভে গেল আর ওরা ডুবে গেল ঘুটঘুটে অন্ধকারে।

প্রথম কয়েক সেকেণ্ড মনে হলো গাঢ় আঁধার ছাড়া কিছু নেই। তারপর মেঝেয় পড়ে থাকা ফ্ল্যাশলাইট চোখে পড়ল অ্যাডামের। ও ফ্ল্যাশলাইটটা তুলল। এতক্ষণ সার্চলাইটের তীব্র আলোর পরে ফ্ল্যাশলাইটের আলো নিস্তেজ লাগল।

চলে গেছে ভূতটা।

নেলি মই বেয়ে দ্রুত দ্বিতীয় চিলেকোঠায় উঠে পড়ল।

একটু পরেই দেখা গেল সে তার ভাইকে নিয়ে মই বেয়ে নেমে আসছে। খুশিতে দু'জনেরই চেহারা জ্বলজ্বল করছে।

'আপু!' বলল নিল। 'তুমি কি ভূতটাকে মেরে ফেলেছ?'

'না,' বলল অ্যাডাম। 'সে বাড়ি চলে গেছে।'

কিন্তু ওদের অ্যাডভেঞ্চার এখানেই শেষ হলো না।

ওরা হঠাৎ ধোঁয়ার গন্ধ পেল নাকে।

উনিশ

অ্যাডাম দৌড়ে গেল দরজায়, খুলে ফেলল সহজেই। কিন্তু নিচের দৃশ্য দেখে ধক করে উঠল বুক। বেশ নিচে, প্রথম ট্র্যাপডোর-যেটা চলে গেছে সিঁড়ির দিকে, সে দরজার পরে, বাতিঘরের নিচতলায় দাউদাউ জ্বলছে আগুন। উদ্বাহু নাচছে কমলা রঙের অগ্নিশিখা। স্যালিকে দেখতে পেল সার্চলাইটের ঘরে, সেও নিচতলার দিকে তাকিয়ে

আছে। অ্যাডাম কথা বলার জন্য মুখ খুলেছে, ঠিক তখন স্যালির পায়ের নিচের ফ্লোর দিয়ে মাথা বের করে উঁকি দিল ঘড়িয়াল বাবু। আকর্ণ হাসিতে উদ্ভাসিত মুখ।

'আমি জেনারেটরটা ধ্বংস করে দিয়েছি,' জানাল সে।

'কী করে করলে?' জিজ্ঞেস করল স্যালি। 'উড়িয়ে দিয়েছ?'

'এক অর্থে তা-ই।' জবাব দিল ঘড়িয়াল বাবু। সিঁড়ি বেয়ে ঘরে এল সে, দাঁড়াল স্যালির পাশে। তাকাল আগুনের দিকে। আগুন এগিয়ে চলেছে বাতিঘরের ভেতরের দিকে। তার মুখের হাসি নিভে গেল। 'খুব খারাপ যে এখানে আগুন নেভানোর কোন যন্ত্র নেই।'

'খুব খারাপ!' আর্তনাদ করল স্যালি। 'আমরা তো তাহলে আগুনে পুড়ে মরব।'

'আমি আগুনে পুড়ে মরতে চাই না,' অ্যাডামের কানে ফিসফিস করল ভয়ার্ত নেলি।

'আমরা মরব না,' বলল অ্যাডাম। 'এতদূর এসেছি কি আগুনে পুড়ে মরার জন্য?' সে সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'শোনো, সবাই। আমরা ব্যালকনি দিয়ে লাফিয়ে পানিতে পড়ব।'

'তুমি দেখছি পাগল হয়ে গেছ,' বলল স্যালি। 'একশো ফুট ওপর থেকে লাফ মারলে হাড়গোড় একটাও আস্ত থাকবে না।'

'আমাদের কিছু হবে না,' বলল ঘড়িয়াল বাবু। 'উঁচু থেকে পানিতে লাফিয়ে পড়া মানুষের বেশিরভাগ ভয়ের চোটেই মরে যায়। আমরা ভয় না পেলে কোন বিপদ হবে না। আমরা কীভাবে লাফ দেব বলছি।'

ঘড়িয়াল বাবু ব্যাখ্যা করল পানিতে ঝাঁপ দেয়ার আগে ওরা কাঠের বোর্ড ফেলবে পানিতে। তারপর সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপ দেবে। বোর্ড আগে পড়বে, তারপর ওরা। এরপর বোর্ড ধরে সাঁতার দেবে। কেউ ডুবে মরবে না।

অ্যাডাম মই বেয়ে নেলি আর নিলকে নিয়ে নেমে এল নিচে। ওরা আগে নামল, তারপর অ্যাডাম। ব্যালকনিতে ছুটে গেল সকলে। হু হু করে ঠাণ্ডা বাতাস আসছে। বাতাসে বেদম উড়ছে চুল। অনেক নিচে পাথরের গায়ে মাথা কুটে মরছে সমুদ্র। বাতাসের গতি বেড়ে গেছে বলে সাগরও খানিকটা উন্মাতাল।

ব্যালকনির রেলিং ভেঙে ওরা প্রয়োজন মতো বোর্ড জোগাড় করে নিল। সবার হাতে দুটো করে বোর্ড।

তবে ওদের সময় ফুরিয়ে যাচ্ছিল দ্রুত। সার্চলাইট রুমে আগুনের জিভ ঢুকে পড়েছে। সার্চলাইটের বাল্বগুলো হিসহিস শব্দ করে উঠল, তারপর আলো আর কাঁচের ঝর্ণা নিয়ে একসঙ্গে বিস্ফোরিত হলো সব ক'টা। কমলা রঙের আগুন ছোবল মারল ঘরে। প্রচণ্ড উত্তাপ টের পাচ্ছে ওরা।

'বোর্ডগুলো কি আগে ছুঁড়ে মারব?' জিজ্ঞেস করল স্যালি।

'না, না,' বলল ঘড়িয়াল বাবু। 'ওগুলোর সঙ্গে গতিতে পাল্লা দিয়ে পারবে না। লাফ দেয়ার পরে ছুঁড়ে মারবে বোর্ড। তুমি পানিতে পড়ার আগেই বোর্ড পানিতে পড়বে।'

'যদি পানির বদলে বোর্ডের ওপর গিয়ে পড়ি?' প্রশ্ন করল স্যালি।

'তাহলে নিশ্চিত মৃত্যু,' জবাব দিল বাবু।

এরপরে তো আর কোন কথা থাকে না। কথা বলার অবশ্য সময়ও ছিল না। ব্যালকনির দিকে ছুটে আসছে আগুনের জিভ। বাতাস ধোঁয়ায় ভর্তি। শ্বাস নেয়া দুষ্কর। সবাই খকর খক কাশতে লেগেছে। ওরা ব্যালকনি থেকে পিছু হঠল দৌড় দেয়ার জন্য। নেলি শক্ত করে তার ভাইয়ের হাত ধরে আছে যদিও অ্যাডাম ওকে নিয়ে লাফানোর প্রস্তাব দিয়েছিল। নেলির বোর্ডগুলো ওকেই ছুড়ে মারতে হবে।

ওরা একে অন্যের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল। তারপর ব্যালকনির খোলা মুখের দিকে দৌড় দিল।

এবং লাফ দিয়ে পড়ল।

এরকম ভীতিকর অভিজ্ঞতা বোধহয় ওদের জীবনে সবারই প্রথম।

অ্যাডামের মনে হলো সে পড়ছে তো পড়ছেই। তার পতনের যেন শেষ নেই। ঠাণ্ডা বাতাস খুরের মতো থাবা মারছে ওর মুখে এবং চুলে। সাগরের ঢেউ, পাথর সব একসঙ্গে দেখতে পাচ্ছে ও, বনবন করে ঘুরছে। মাটি যেন সাঁ সাঁ করে ওপরের দিকে উঠে আসছে। কোনটা আকাশ আর কোনটা জমিন সে হিসেবের তালগোল পাকিয়ে ফেলল অ্যাডাম। তবে হাতের বোর্ড যে ছুড়ে ফেলতে হবে সে কথা ওর ঠিকই মনে আছে।

তারপর বিরাট ঝপাস করে একটা শব্দ।

অ্যাডামের মনে হলো সে যেন একটা প্যানকেকের মধ্যে মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

অকস্মাৎ সবকিছু শীতল এবং আঁধার হয়ে এল।

অ্যাডাম বুঝতে পারল ও পানির নিচে চলে এসেছে। অন্যদেরকে দেখতে পেল না ও, তবে ওদের কথা না ভেবে সাঁতার কেটে দ্রুত পানির ওপর ভেসে ওঠার চেষ্টা করল। কয়েক সেকেণ্ড পরে ভুস করে ভেসে উঠল অ্যাডাম। রাতের বাতাস নিল বুক ভরে। ও-ই প্রথম ভেসে উঠেছে। তবে অন্যদের চেহারাও দেখা গেল শীঘ্রি। ছোট ছোট মাথাগুলো ঢেউ ভেঙে উঁকি দিল।

'তুমি সাঁতার জানো তো?' নিলকে লক্ষ্য করে হাঁক ছাড়ল অ্যাডাম।

'খুব জানি,' গর্বের সুরে বলল নিল।

ওরা সাঁতার কেটে চলে এল জেটির শেষ মাথায়, এখানেই রশিটা বেঁধে রেখে গিয়েছিল। হঠাৎ পড়ে গেল বাতাস, সাগরের ঢেউগুলো শান্ত হয়ে এল। তাই পাথরের গায়ে বাড়ি খাওয়ার ভয় রইল না কারও। পাথর টপকে নির্বিঘ্নেই উঠে এল শুকনো জমিনে।

ভাইকে পেয়ে খুশিতে আত্মহারা নেলি। সে এক মুহূর্তের জন্যও কাছছাড়া করল না নিলকে। ওকে জড়িয়ে ধরে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিল মিষ্টি মুখখানা। দৃশ্যটা মুগ্ধ চোখে দেখল অ্যাডাম।

'তোমার মা তোমার ভাইকে আবার দেখতে পেয়ে নিশ্চয় খুব অবাক হবেন,' বলল ও নেলিকে।

'তাতো হবেই,' বলল নেলি। 'তোমাকে আমার মা'র সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব। আমি কার সঙ্গে ঘোরাঘুরি করি জানতে মা খুবই আগ্রহী।'

'কিন্তু অ্যাডামের সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক আছে কিনা সে বিষয়টি কিন্তু এখনও আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়,' বলল স্যালি।

হাসল নেলি। 'আমরা আসলে ভালো বন্ধু। আমরা সবাই। তুমি আর আমিও ভালো বন্ধু হবো, স্যালি।'

'সে দেখা যাবে,' সন্দেহের সুরে বলল স্যালি। তারপরই হেসে ফেলল। ঘড়িয়াল বাবু আর অ্যাডামের পিঠ চাপড়ে দিল।

'আরেকটি বীরত্বপূর্ণ অভিযানের সফল সমাপ্তি ঘটল। তোমরা দু'জন দেখিয়ে দিয়েছ বটে।'

'তুমিই তো গোপন রহস্যের সমাধানটা করলে,' বলল অ্যাডাম। 'তুমি ওই তথ্যটা না দিলে ভূতটা আমাদের সবাইকে মেরে ফেলত।'

'কীসের তথ্য?' জিজ্ঞেস করল ঘড়িয়াল বাবু।

'কিছু না,' দ্রুত বলল স্যালি। 'তোমাকে পরে বলব।' সাগরের দিকে হাত তুলে দেখাল। 'আশ্চর্য, আজ কোন হাঙরই দেখতে পেলাম না। কী জানি, যতটা বিপজ্জনক ভাবছি সাগরটা হয়তো ততটা ভয়ঙ্কর নয়।'

স্যালির কথা শেষ হতে না হতেই পানির ওপরে প্রকাণ্ড একটা পাখনা ভেসে উঠল। হাঙরের সাদা ডানা।

ওরা লাফিয়ে উঠে ভয়ের চোটে একে অন্যকে জড়িয়ে ধরল।

'ভুলে যেয়ো না কোন শহরে আমরা বাস করি,' ফিসফিস করে বলল অ্যাডাম।

'এ কথা কী করে ভুলি?' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল স্যালি।

বাড়ি ফেরার পথে ওরা ডোনাট খেতে রেস্টুরেন্টে ঢুকল। নিল ছাড়া সবাই কফির অর্ডার দিল। কফি খেয়ে নার্ভগুলো একটু শান্ত করা দরকার। আজকের দিনটা সবার জন্যেই বড্ড উত্তেজনার ছিল।

